মাসুদ রানা

দুর্গে অন্তরীণ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

বেলাল

মাসুদ রানা

দুর্গে অন্তরীণ

কাজী আনোয়ার হোসেন

এবার গ্র্যান্ড লাক্লেয়ার আইল্যান্ডে ছুটি কাটাতে চলেছে রানা, সেই সঙ্গে দেখতে হবে মেজর জেনারেল রাহাত খানের বাল্যবন্ধু ডক্টর আহমেদ ইরতিজার একমাত্র কন্যা তারা ইরতিজার নিরাপত্তার দিকটা। সহজ কাজ, কিন্তু দ্বীপে বিপদের আশঙ্কা করছেন ডক্টর। বিপদ ঘটল। ক্ষমতাচ্যুত হলেন জনগণের প্রেসিডেন্ট ডক্টর আয়ান রবিন্স। তার সঙ্গে বন্দি হলো তারা ইরতিজা। ঝামেলায় জড়িয়ে গেল রানা। আমেরিকানদের মদদপুষ্ট বিদ্রোহী কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের সেনাবাহিনীকে ঠেকানোর জন্য আছে সামান্য কিছু গোলা-বারুদ, দু'তিন বাক্স ডিনামাইট আর সাহসী একদল আদিবাসী। হয় সেনাবাহিনীকে ঠেকাও, নয়তো মরো। কি করবে রানা ? তারা ইরতিজারই বা কি হবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

BELAL

মাসুদ রানা ৩৫১

দুর্গে অন্তরীণ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7351-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-351
DURGEY AUNTOREEN
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

চৌত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ, নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক *হারানো মিগ *ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত *সবুজ সঙ্কেত *অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা *গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15 অন্ধকারের বন্ধু *আবার সোহানা *আরেক গডফাদার *অন্ধপ্রেম *মিশন তেল আবিব *ক্রাইম বস *সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা কালো নকশা *কালনাগিনী *বেঈমান।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

যে-কেউ বলবে, সেপ্টেম্বর এগারো, দুই হাজার একের পর আমেরিকার আকাশ থেকে প্লেন স্কাইজ্যাক করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার আইল্যান্ডগামী ফ্লাইট সেভেন-যিরো-নাইন-এ এই মুহূর্তে ঠিক তা-ই ঘটতে দেখছে মাসুদ রানা।

সামনের সারিতে বসা কালো চুলওয়ালা বেঁটেখাটো লোকটার উপর ঝুঁকে পড়ে ব্লাউজের ভিতর থেকে নাকবোঁচা একটা রিভলভার বের করছে স্টুয়ার্ডেস! প্রথমে মনে হয়েছিল লোকটা কিছু বলছে আর ঝুঁকে তাই শুনছে মেয়েটা। রিভলভারটা দিতে দেখে বোঝা গেল তাদের উদ্দেশ্য শুধুই কথোপকথন নয়। লোকটার হাতে রিভলভারটা দিয়েই মেয়েটা ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের কেবিনের দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

চট্ করে আশপাশে চোখ বুলাল রানা। বেশিরভাগ যাত্রীই গভীর ঘুমে অচেতন।

দুই সারি সিটের মাঝখানে, দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল স্কাইজ্যাকার। রিভলভারটা লুকানোর কোনও চেষ্টাই তার মধ্যে নেই।

রানার ওঁয়ালথারটা শোল্ডার হোলস্টারে। ওটা বের করায় ঝুঁকি আছে। লোকটা ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। হাত নাড়লেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে। ডান হাতের কনুইয়ের সঙ্গে চামড়ার খাপে রাখা স্টিলেটো কব্জির মোচড়ে হাতের তালুতে চলে

আসবে সবার অজান্তে। কিন্তু ওটা ছুঁড়ে দেওয়া সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ওটাকে উড়ে যেতে দেখবে স্কাইজ্যাকার, মারা যাওয়ার আগে অন্তত একটা গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পাবে।

ক্ষণিকের জন্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল রানা। ওয়ালথার, না স্টিলেটো? সিদ্ধান্তটা দ্রুতই নিতে হলো। ককপিটে কড়াৎ করে গর্জে উঠল একটা আগ্নেয়াস্ত্র। বিস্ফোরণের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল যাত্রীদের। নানারকম আওয়াজ করে নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করছে তারা, সিটে সোজা হয়ে বসছে। তাদের গলার আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল স্কাইজ্যাকারের গলা।

'শান্ত থাকুন সবাই। প্লেনটা অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমেরিকাতেই নির্জন একটা এয়ারস্ট্রিপে নামব আমরা, সেখানে কারও কোনও ক্ষতি না করে মুক্তি দেয়া হবে সবাইকে।'

লোকটার ইংরেজিতে স্প্যানিশ টান।

রানার ডান পাশে তারা ইরতিজা নিচু স্বরে গুঙিয়ে উঠল পাশাপাশি তিনটে সিটের সবচেয়ে ডানদিকে বসা ডক্টর আয়ান রবিন্স দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

'চুপ করে সিটে স্থির হয়ে বসে থাকো,' ঠোঁট না নড়িয়ে ফিসফিস করল রানা।

মহিলাদের মুখ ওভাবে বন্ধ করা যায় না। তারা ইরতিজা নিচু স্বরে বলল, 'হচ্ছেটা কী!'

রানার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে রেখেছে স্কাইজ্যাকার, জবাব দিল না ও। লোকটার কালো চোখ দুটো যাত্রীদের উপর ঘুরছে। রানা আর ওর সঙ্গীদের উপর ক্ষণিকের জন্য স্থির হলো, সরে যাওয়ার আগে সামান্য বেশি সময় ব্যয় করল ডক্টর আয়ান রবিন্সের উপর, যেন তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখতে চায়।

আস্তে করে পাশ ফিরল রানা, ভঙ্গিটা দেখে মনে হয় পাশে বসা যুবতীর সঙ্গে কথা বলবে, তারপর বাম কাঁধের আড়াল নিয়ে

কোটের ল্যাপেলের ভিতর ডান হাত ভরে ওয়ালথারটা বের করতে শুরু করল।

স্কাইজ্যাকারের চোখ যাত্রীদের উপর থেকে সরছে না। কোনও যাত্রীর কাছেই অস্ত্র থাকার কথা নয়। রানা আস্তে করে কোলের উপর ওয়ালথারটা নামিয়ে রাখল, তারপর বাম হাতে নিল ওটা। ডানধারের তিনটে সিটের বামদিকেরটায় বসেছে রানা, ওখান থেকে স্কাইজ্যাকারের উপর লক্ষ্যস্থির করতে কোনও অসুবিধে হবে না। সিটের হাতলের উপর বামহাতের কনুইটা রেখেই গুলি করল ও।

লোকটার সাদা ধবধবে শার্টের বুক-পকেটের উপর একটা রক্তগোলাপ সৃষ্টি হলো। পরক্ষণেই আকৃতিটা পাল্টে গেল। ছড়াতে শুরু করেছে রক্ত। বুলেটের ধাক্কায় দরজার গায়ে সেঁটে গেল স্কাইজ্যাকার, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল, যেন তাকে কেউ পেরেক দিয়ে দরজার সঙ্গে ক্রুসিফাই করেছে। মুখটা হাঁ করল আর্তচিৎকার করতে, কিন্তু চিৎকারটা মুখ দিয়ে আর বের হলো না। এবার তার হাঁটু শরীরের ওজন ধরে রাখতে অস্বীকৃতি জানাল। এক তাল কাদার মতো দরজার সামনে পড়ে গেল লোকটা। দরজাটা ভিতর থেকে খোলার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু মৃতদেহের কারণে দরজা খুলল না।

ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে এসেছে রানা। পিছনে এক মহিলার টানা চিৎকার শুনতে পেল। হিসটিরিয়াতে পেয়েছে তাকে। যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক মিশ্রিত গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে।

ডান পা ধরে লাশটা হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা ওর দিকে খুলতে শুরু করল। সেই স্টুয়ার্ডেস দাঁড়িয়ে আছে চোখ বড়বড় করে, তার হাতে একটা রিভলভার। রানার কোট ছিদ্র করে বগলের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল

স্টুয়ার্ডেসের গুলি। পিছন থেকে আর্তচিৎকার ভেসে এলো। যাত্রীদের কেউ আহত হয়েছে। খপ্ করে স্টুয়ার্ডেসের অস্ত্রধরা কব্জি চেপে ধরল রানা, রিভলভারের নলটা নীচের দিকে সরিয়ে দিয়ে গায়ের জোরে মোচড় দিল। স্টুয়ার্ডেসের হাত থেকে অস্ত্রটা মেঝেতে খসে পড়ল ঠকাস করে।

আরেক হাতে রানার মুখে খামচি মারতে চাইল স্টুয়ার্ডেস। তার দীর্ঘ ধারাল নখগুলো রানার গাল পর্যন্ত পৌঁছুনোর আগেই ওয়ালথারটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে যুবতীর ঘাড়ে কারাতে চপ্ মারল রানা। সুইচ বন্ধ করলে বাতি যেমন নিভে যায়, তেমনি দপ্ করে মেয়েটার চোখ থেকে সচেতনতার আলো মিলিয়ে গেল। ঢলে পড়ে যাচ্ছিল স্টুয়ার্ডেস, রানা তাকে ধরে মেঝেতে লাশটার পাশে শুইয়ে দিল। ওর ওয়ালথার আর দুই স্কাইজ্যাকারের রিভলভার–তিনটে অস্ত্রই সংগ্রহ করে নিল ও। কোটের পকেটে রিভলভারগুলো পুরে ওয়ালথার হাতে এবার এগোল ককপিটের দিকে।

ওখানে কী দৃশ্য দেখবে ও জানে না। প্লেনটা বারবার নাক উঁচু-নিচু করছে, মাতালের মতো টলছে এদিক-ওদিক, তারপর একদিকের ডানা কাত করে ডাইভ দিতে শুরু করল। ভারসাম্য হারাল রানা, দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। কবাট ধরে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল। তার ফাঁকে দেখল, সিট থেকে অর্ধেক বেরিয়ে আছে পাইলট। হাত-পা শিথিল। পিঠের একটা ফুটো থেকে এখনও ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। ন্যাভিগেটর পাইলটের উপর ঝুঁকে আছে। কো-পাইলট প্লেনটাকে সিধে করতে চেষ্টা করছে। তাদের কারও মনোযোগ আকৃষ্ট করল না রানা। পাইলটকে হুইলের সামনে থেকে সরিয়ে একটা রুমাল দিয়ে পিঠের রক্ত মুছতে শুরু করল ন্যাভিগেটর। ব্যাপারটা নায়াগ্রা জলপ্রপাত থামানোর মতোই অসম্ভব একটা কাজ। প্লেনটাকে সিধে করে ফেলেছে কো-পাইলট, অটোপাইলটের সুইচ

অন করল। এবার ন্যাভিগেটরকে সাহায্য করতে ফিরেই অস্ত্রহাতে রানাকে দেখতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে বরফের মতো জমে গেল লোকটা। মনে করেছে রানাও স্কাইজ্যাকারদের একজন।

'রিল্যাক্স,' বলল রানা, ওয়ালথারটা হোলস্টারে পুরল। 'প্লেনের যাত্রাপথ পাল্টান, আমরা সোজা গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার আইল্যান্ডে যাচ্ছি। স্কাইজ্যাকারদের একজন মারা গেছে। ওদের পরিকল্পনা ব্যর্থ।'

রানাকে ছাড়িয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা দেহ দুটোর দিকে দৃষ্টি চলে গেল কো-পাইলটের। এক হাতে পাইলটকে সিটের সঙ্গে ধরে রেখে ফিরে তাকাল ন্যাভিগেটর ফ্যাকাসে চেহারায়, বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে?'

জবাব দিল না রানা। পাইলটকে দেখাল। 'মারা গেছেন?'

মাথা নাড়ল ন্যাভিগেটর। কো-পাইলট হড়বড় করে বলল, 'মেয়েটা হিউলেটকে গুলি করেছে! স্টুয়ার্ডেস!' লোকটার বলার ভঙ্গিতে মনে হলো আমেরিকার ফার্স্ট লেডি সম্বন্ধে কথা বলছে। এতোক্ষণে তার স্বাভাবিক হুঁশ ফিরল, জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে? অস্ত্র এলো কী করে আপনার কাছে?'

'কেনেডি এয়াপোর্টে আপনাদের এয়ারলাইন্স অফিসে খবর নিন,' বলল রানা। 'নামটা মাসুদ রানা। তারাই সঙ্গে অস্ত্র রাখার অনুমতি সংগ্রহ করেছে। এয়ারলাইন্সের প্রেসিডেন্ট ডক্টর আহমেদ ইরতিজার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ন্যাভিগেটর আর কো-পাইলট, তারপর রানার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই রেডিও নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কো-পাইলট। এয়ারপোর্টে যোগাযোগ করার খানিক পর মাইকে কথা ভেসে এলো। রানার অস্ত্র বহন করার বিশেষ অনুমতি আছে জানানো হলো। ডক্টর আহমেদ ইরতিজা লাইনে এলেন আরও খানিক পর। বাঘের মতো গর্জন ছাড়লেন তিনি কো-পাইলটের উদ্দেশে। জানতে চান, তাঁর এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে

স্কাইজ্যাকিঙের মতো একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল কী করে।

ততোক্ষণে বাকি দুই স্টুয়ার্ডেস দৌড়ে এসে পড়েছে। দরজার পাশ থেকে ককপিটে উঁকি দিল তারা। ভিতরের পরিস্থিতি দেখে সরে গেল, একজন পিএ সিস্টেমে আশ্বাস দিতে শুরু করল যাত্রীদের, অন্যজন আতঙ্কিত যাত্রীদের কাছে গিয়ে গিয়ে তাদের চুপ থাকতে বলছে।

পাইলটের পালস দেখল রানা। অনিয়মিত আর দুর্বল। ন্যাভিগেটরকে বলল, 'এঁকে নিয়ে চলুন, পেছনের খালি সিটগুলোয় শুইয়ে দিতে হবে।'

দু'জন মিলে ধরাধরি করে পাইলটকে বয়ে নিয়ে গেল ওরা। সোনালী চুলের এক স্টুয়ার্ডেস তিনটে সিটের মাঝখানের আর্মরেস্ট খুলে পাইলটের শোয়ার ব্যবস্থা করে দিল। উপুড় করে শোয়াল ওরা পাইলটকে, পা দুটো বের হয়ে থাকল। রানা বুঝতে পারছে, বেশিক্ষণ বেচারাকে কষ্ট করতে হবে না। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে।

হোস্টেস একটা ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে এলো। তার সঙ্গে চলে এসেছে তারা ইরতিজা। রানাকে সে বলল, 'ফার্স্ট এইড ট্রেইনিং নেয়া আছে আমার। তুমি অন্য কাজ করো।'

সরে এলো রানা ন্যাভিগেটরকে নিয়ে, দু'জন মিলে অচেতন স্টুয়ার্ডেসকে তুলে নিয়ে পাইলটের পিছনের একটা সিটে বসাল। মেয়েটাকে সার্চ করে আরও কোনও অস্ত্র আছে কি না দেখল রানা। নেই। ফার্স্ট এইড কিট থেকে ব্যান্ডেজ নিয়ে এসেছে ও, সেগুলো দিয়ে স্টুয়ার্ডেসের হাত-পা শক্ত করে বাঁধল। এবার নিহত স্কাইজ্যাকারের লাশটা ভরল ওরা একটা হেডে, তারপর ফিরে এলো ককপিটে।

কো-পাইলটকে এখনও ফ্যাকাসে আর বিহ্বল দেখাচ্ছে। পাইলট কেমন আছেন জানতে চাইল সে। ভালো না-জানার পর তার চেহারা আরও করুণ হয়ে উঠল।

'দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!' ভ্রূ কুঁচকে বলল সে। 'বুঝতে পারছি না অস্ত্র নিয়ে উঠল কী করে!'

'ব্রার ভেতর দুটো রিভলভার নিয়ে এসেছিল,' বলল রানা। 'ক্রুদের নিশ্চয়ই সার্চ করা হয় না?'

বিড়বিড় করে সিকিউরিটির এই দুর্বলতায় অসন্তোষ প্রকাশ করল ন্যাভিগেটর আর কো-পাইলট। কো-পাইলট কতোটা হকচকিয়ে গেছে সেটা বুঝবার চেষ্টা করল রানা। গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার আইল্যান্ড যেতে হলে এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি লাক্রেয়ারের পোর্ট অভ স্পেনে নিয়ে যেতে পারবেন, না কি আমি চালাব?'

কপালে উঠে গেল কো-পাইলটের ভ্রূ জোড়া। 'এই জিনিস ফ্লাই করার লাইসেন্স আছে আপনার?'

'আছে।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল কো-পাইলট। 'সাহায্যের হাত বাড়ানোর জন্যে ধন্যবাদ, তবে আমিই পারব।'

'খারাপ ফিল করলে বলতে দ্বিধা করবেন না,' বলল রানা। 'আমি কাছাকাছিই থাকব।' ককপিট থেকে বেরিয়ে এলো ও। একজন স্টুয়ার্ডেস যাত্রীদের ড্রিঙ্ক সার্ভ করছে। অন্যজন বয়স্ক এক যাত্রীকে অক্সিজেন দিচ্ছে। রানা মনে করেছিল ভদ্রলোকের সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, পরে দেখল নকল স্টুয়ার্ডেসের গুলিতে কাঁধ ফুটো হয়ে গেছে তাঁর ভয়ে ঠিক মতো শ্বাস নিতে পারছেন না।

তারা ইরতিজা এখনও পাইলটের সেবা করছে। শান্ত ধীরস্থির একটা ভঙ্গি আছে মেয়েটার মধ্যে। কোনও কিছুতেই যেন বিচলিত হতে জানে না। যুবক পুরুষ দেখেও না। মেয়েটাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখছে এখন রানা। এধরনের পরিস্থিতিতে খুব কম মেয়েই নিজেকে শান্ত রাখতে পারে। কোথায় যেন রূপার সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে ওর। রানা পাশে দাঁড়ানোয় নিচু গলায় তারা

বলল, 'পাইলট বাঁচবে না, রানা।'

'জানি। বুঝতে পারছি।' স্কাইজ্যাকিঙের সঙ্গে জড়িত স্টুয়ার্ডেসের দিকে তাকাল রানা। মেয়েটা মাত্র জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। চোখ মেলে শরীর মুচড়ে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল। হাত দিয়ে ঘাড়ের পাশে স্পর্শ করতে চাইল, হাত বাঁধা থাকায় পারল না। ঘাড় ফেরাতে গিয়ে ব্যথায় চমকে উঠল।

'উহ্! আমার ঘাড়টা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে,' অস্ফুট স্বরে বলল সে। চোখ তুলে রানাকে দেখল।

'ঘাড় ভাঙেনি তা-ই তো বেশি,' বলল রানা। 'ভাঙলেও কেউ একটুও দুঃখিত হতো না।'

ব্যথায় চেহারা কুঁচকাল স্টুয়ার্ডেস, চোখ বুজে ফেলল। মেয়েটা আবার জ্ঞান হারাক তা চায় না রানা, আরেকজন স্টুয়ার্ডেসকে ডাক দিল ও হুইস্কি মেশানো পানি আনার জন্য। জোর করে মেয়েটাকে অর্ধেক হুইস্কি আর অর্ধেক পানির মিশেলটা গিলতে বাধ্য করল ও। সর্বক্ষণ মুখ কুঁচকে রেখেছে মেয়েটা ব্যথায়, কিন্তু গিলতে পারল। পরক্ষণেই খকখক করে কেশে উঠল। তরলটা গলায় আটকে গেছে। থামল না রানা, কাশির ফাঁকেই আরেকটু হুইস্কি ঢেলে দিল। ঠোঁটের কোণ বেয়ে ইউনিফর্মে পড়ল কয়েক ফোঁটা।

সোনালী চুল স্টুয়ার্ডেসকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'একে কখনও দেখেছ এই ফ্লাইটের আগে?'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল স্টুয়ার্ডেসের। রাগ চেপে বলল, 'আজকে রেডি রুমে আসার আগে পর্যন্ত দেখিনি। আমাদের নিয়মিত ক্রু এলিজাবেথ ফ্লাইটের আগে ফোন করে বলেছে সে অসুস্থ, আসতে পারছে না, বদলে এক বান্ধবীকে পাঠাবে। এ-ই সেই বান্ধবী!'

'প্রায়ই এরকম ঘটনা ঘটে?'

'না। এ-ই প্রথম। এমনিতে বাড়তি ক্রু তৈরি থাকে। কিন্তু আজকে একটা মেয়েও আসেনি।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কারও কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়নি?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল স্টুয়ার্ডেস। 'এয়ারলাইন্স বিজনেসে যখন তখন যে-কোন কিছু ঘটতে পারে। যখন ঘটে তখন বেশিরভাগ সময়েই ঘটে একেবারে শেষ মুহূর্তে। আমরা মেয়েটাকে কিছু প্রশ্ন করি। কাজ জানে বোঝার পরই তাকে নিয়ে নিই দলে।' রানার চোখে তাকাল স্টুয়ার্ডেস। 'আপনি কি পুলিশ নাকি?'

'বলতে পারো।' প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা। 'একটা কম্বল জোগাড় করতে পারবে? ক্যাপ্টেনকে ঢেকে দেয়া দরকার। লোকজন বারবার এদিকে তাকাচ্ছে।'

তিক্ত চোখে হাত-পা বাঁধা মেয়েটাকে দেখল স্টুয়ার্ডেস, তারপর চলে গেল। নকল স্টুয়ার্ডেস রানার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি দেখে মনে হলো মাটিতে পড়া আহত পাখি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে দেখছে। মেয়েটার পাশে বসল রানা। খেয়াল করে দেখেছে কোনও মেয়ে ওকে ভয় না পেলে তার কাছ থেকে তথ্য আদায় করা অনেক সহজ হয়। রানার চেহারা দেখে মনে হলো মেয়েটার জন্য রীতিমতো করুণা অনুভব করছে ও।

'যতোদিনে তুমি জেল থেকে বের হবে, ততোদিনে তোমার এই রূপ-যৌবন কিছুই আর থাকবে না,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'তোমার বিরুদ্ধে প্লেন স্কাইজ্যাকিঙের দায় তো আছেই, সেই সঙ্গে যোগ হতে চলেছে পাইলটের খুনের দায়। কিন্তু তুমি যদি আমার প্রশ্নের ঠিক-ঠিক উত্তর দাও, তা হলে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব যাতে তোমার কম শাস্তি হয়।...নাম কী তোমার?'

আশার আলো দেখা দিল মেয়েটার চোখে। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'মেরিলিন রবার্টস।'

'আর তোমার সঙ্গের লোকটা?'

'কর্টেজ। রেমিরেজ কর্টেজ।...ও কোথায়?'

মেয়েটার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য সরাসরি বলল রানা, 'মারা গেছে।'

চেহারা দেখে মনে হলো অন্তরটা বিদীর্ণ হয়ে গেল মেয়েটার। চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে এলো। বুঝতে অসুবিধে হয় না, সত্যিই প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে সে।

নরম গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'কর্টেজের ব্যাপারে বলো, মেরিলিন। কে ছিল সে?'

কণ্ঠস্বর থেকে প্রাণ হারিয়ে গেছে মেয়েটার। বলল, 'গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার দ্বীপের বাসিন্দা ও, আমেরিকায় ইমিগ্র্যান্ট হয়েছিল। সুবিধে করতে পারছিল না ও কোনওখানে। বলেছিল প্লেনটা স্কাইজ্যাক করলে অঢেল টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'কতোদিন ধরে কর্টেজকে চিনতে তুমি?'

'ছয় মাস।' ফুঁপিয়ে উঠল মেরিলিন রবার্টস। মনে হলো পুতুল ভেঙে ফেলে অসহায় কান্না কাঁদছে কোনও বাচ্চা মেয়ে। 'মায়ামি থেকে ফিরতি ফ্লাইটে আমি স্টুয়ার্ডেস ছিলাম ইস্টার্ন এয়ালাইন্সের। সেখানে ওর সঙ্গে পরিচয় দু'সপ্তাহ আগে আমাকে ও বলল চাকরিটা ছেড়ে দিতে। বিয়ে করার কথা ছিল আমাদের। কিন্তু...কিন্তু...আপনি ওকে মেরে ফেলেছেন!'

'না, মেরিলিন,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'খুনটা আসলে করেছ তুমি। যখন তুমি ওকে রিভলভারটা দিলে, তখনই ওর মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে।'

বিলাপ করে উঠল মেরিলিন রবার্টস। যাত্রীরা ফিরে তাকাল এদিকে। কারও কারও চেহারায় অসন্তোষ। কেউ কেউ এখনও ভীত।

'পাইলটকে...পাইলটকে...ওটা দুর্ঘটনা...ন্যাভিগেটর আমার

ওপর হামলা করতে যাচ্ছিল...আমি ট্রিগার টেনে দিই...আমি কাউকে খুন করতে চাইনি...আমি শুধু চেয়েছিলাম কর্টেজের কথা মতো প্লেনটা ঘুরিয়ে নিক ওরা।'

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল রানা, সরে আসতে আসতে ভাবল, কাঁদুক মেয়েটা। কেঁদে মনটা হালকা করুক। একেবারেই বোকার মত কাজ করে বসেছে বেচারি। অস্ত্রের প্রথম আইনটাই ওর জানা নেই। কাউকে গুলি করতে মনস্থির না করলে কখনও কারও দিকে তাক করবে না অস্ত্র। ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াবে না ভুলেও।

কর্টেজ যদি সবাইকে মুক্তি দিতেই চাইত, তা হলে প্লেনটা আমেরিকার কোনও নির্জন এয়ারস্ট্রিপে নামানোর কথা বলত না সে। তার অন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল। জেনারেল হার্নান্দেজ প্লেন ক্র্যাশে মারা যাওয়ায় গ্র্যান্ড লাক্লেয়ার দ্বীপপুঞ্জে যে ক্ষমতার সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে সম্ভবত এই স্কাইজ্যাকিং প্রচেষ্টা জড়িত। স্কাইজ্যাকার কীভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল সেটা ভোলেনি রানা। সম্ভবত কারও নির্দেশে আয়ান রবিন্সকে গুম খুন করতে চেয়েছিল কর্টেজ। চেয়েছিল জনগণের ভোটে নির্বাচিত অথচ ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট আয়ান রবিন্স যেন গ্র্যান্ড লাক্লেয়ার দ্বীপে ফিরে ক্ষমতায় বসতে না পারেন।

দুই

রাহাত খানের বন্ধু ডক্টর আহমেদ ইরতিজাকে দেখলে যে-কেউ হতাশ হবে। মনে করবে তার কল্পনাকে রীতিমতো বেইজ্জত করা হয়েছে। এতো বড়লোক এবং প্রভাবশালী মানুষটা কেমন হবে

ভাবতে গেলে মনে হয় ডক্টর আহমেদ ইরতিজা বিশালদেহী সুপুরুষ, সর্বক্ষণ প্রাণশক্তিতে ছটফট করছেন, ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা ঝিলিক দিচ্ছে মাথায়, তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব আর সবাইকে ম্লান করে দেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হালকা-পাতলা ভদ্রলোক উচ্চতায় পাঁচ ফুট এক ইঞ্চির বেশি হবেন না। মেয়ের চেয়ে আধমাথা খাটো। নড়াচড়া দেখলে চড়ুই পাখির কথা মনে পড়ে যায়। তবে গলার আওয়াজটা বাজখাঁই।

'কালকের পেপার পড়েছ?' খানিক এ-কথা সে-কথার পর জিজ্ঞেস করলেন তিনি। ভদ্রলোকের নানান ধরনের ব্যবসা আছে, তবে তাঁর বড় পরিচয় চেইন-হোটেল টাইকুন হিসেবে। একটু আগে ওয়াশিংটনে রানা এজেন্সির হেডকোয়ার্টারে এসেছেন তিনি। জরুরি কাজে দেখা করতে চান জানার পর ফিরাতে পারেনি রানা।

'জী,' বিনীত স্বরেই জবাব দিল ও।

'কোন্ খবরটা তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো?'

'গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার আইল্যান্ডের সামরিক ডিক্টেটর রেমন্ড হার্নান্দেজের প্লেন ক্র্যাশে মৃত্যু।'

'ঠিক। ওটাই কালকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর।'

বুড়োর কি মাথা-টাথা খারাপ হলো? ভাবল রানা। যেচে এসে এসব কথা কীজন্য? মতলবটা কী ব্যাটার?

চুরুট ধরালেন ডক্টর ইরতিজা। 'আমার মেয়ে তারাকে তো চেনো।' কোনও প্রশ্ন নয়, স্রেফ মন্তব্য।

'জী।' তারা ইরতিজা মার্কিন সম্ভ্রান্ত যুবমহলের মক্ষীরানী, অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাকে না চেনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যে-কোনও যুবক তাকে স্ত্রী হিসেবে পেলে বর্তে যাবে। বাপের সঙ্গে চেহারায় কোনও মিল নেই মেয়ের, সামনে বসা ছোটখাটো সাদাসিধে ভদ্রলোককে দেখে চিন্তাও করা যায় না তারা ইরতিজা কীরকম রূপসী। রানার সঙ্গে ঢাকায় পরিচয় হয়েছিল তারার,

রাহাত খানের ইচ্ছায় ওকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য কয়েকদিন একসঙ্গে টেনিস খেলেছে। পরিণতি: অদ্ভুত একটা সম্পর্ক। রানা জানে, খোলামেলা, ভালো ব্যবহারের আড়ালে তারা ওকে অপছন্দ করে। আর তারা জানে, অনেক মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে রানা, ওর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে ঠিকই, কিন্তু নিজেকে সামলে না রাখলে বিপদ হবে—এই মানুষটা বাঁধনে জড়াবে না। দুজনের ভিতর একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, তাই শেষ বাধাটা আর কাটিয়ে ওঠা হয়নি, পরস্পরের কাছে আসেনি ওরা।

'আমি বিপদে পড়ে গেছি, রানা।'

বিপদ? রানার চেহারায় চিন্তার কোনও ছাপ নেই, অপেক্ষা করছে কী ঘটেছে শুনবার জন্য।

'বিপদটা আসলে তারার।'

আসল কথায় আয় বাপ, থুড়ি, সম্ভাব্য শ্বশুর—মনে মনে বলল রানা। অপেক্ষা করছে চেহারায় বিনীত ভঙ্গি ধরে রেখে, ভদ্রলোক কখন গোমর ফাঁস করবেন। চুরুটের সুগন্ধী ধোঁয়া নাকে আসায় সিগারেটের তেষ্টা পেয়ে গেল ওর। জিভে জমা পানিটুকু টুক করে গিলে নিল। রাহাত খানের বন্ধুর সামনে সিগারেট খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

খুকখুক করে কাশলেন ডক্টর ইরতিজা। 'গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার দ্বীপের প্রেসিডেন্ট ডক্টর আয়ান রবিন্সকে আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল জেনারেল হার্নান্দেজ, সেটা তো নিশ্চই জানো?'

'জী।'

'তাঁকে তাড়িয়ে নিজেই ক্ষমতায় বসে সে। বসেই আমার ওখানকার ব্যবসার পঁচাত্তর ভাগ লাভ দাবী করে। তখন থেকে তাকে লাভের পঁচাত্তর ভাগ দিয়ে আসছিলাম। বাধ্য হয়েই দিতে হচ্ছিল। তুমি বোধহয় জানো না, গ্র্যান্ড লাক্রেয়ারের প্রায়

অর্ধেকটাই আমার?'

'জী না।'

'ওসব যাক, ওই লোকটা মারা যাওয়ার পর আর্মির সেকেন্ড ইন কমান্ড কর্নেল হুয়ান ম্যারোন প্রেসিডেন্ট আয়ান রবিন্সকে দেশে ফিরে ক্ষমতা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছে। আমি যতদূর জানি, লোক হিসেবে সে হার্নান্দেজের থেকে দশগুণ খারাপ। সামান্যতম জনপ্রিয়তাও নেই এই লোকটার। এই অনুরোধটা তাকে করতে হয়েছে অনেকটাই ইচ্ছের বিরুদ্ধে। আমার ধারণা, আসলে সে-ই ক্ষমতা দখল করতে চায়। তবে খবর নিয়ে জেনেছি, মার্কিন সরকারের সঙ্গে কোনও কূটনৈতিক সমঝোতায় আসতে পারেনি সে এখনও। অথচ এই মুহূর্তে দেশটা কোনওমতে চালাতে হলেও কাউকে না কাউকে ক্ষমতায় বসাতে হবে। এদিকে আর্মিতে তার ঠিক নীচের পদেই আছে জনপ্রিয় মেজর চিপ কাপোলা। সে চায় আয়ান রবিন্স ক্ষমতায় বসুন, দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসুক।'

আলোচনাটা কোনদিকে যাচ্ছে বুঝতে না পেরে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

ডক্টর ইরতিজা বুঝলেন।

'ওখানে আমার কয়েকটা ফাইভ স্টার হোটেল আছে, রানা, সেই সঙ্গে টুরিস্টদের জন্য লোভনীয় ক্যাসিনো। বিরাট ব্যবসা। তা ছাড়া, বিশ-পঁচিশটা ইন্ডাস্ট্রি আর চাষের বিপুল জমি তো আছেই।' চুপ করে গেলেন ডক্টর ইরতিজা। চুরুটে টান দিয়ে সরু করে ধোঁয়া ছাড়লেন ছাদের দিকে, তারপর বললেন, 'বিপদটা হয়েছে ওখানেই। মেয়ে আমার জেদ ধরেছে প্রেসিডেন্ট রবিন্সের সঙ্গে গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার আইল্যান্ডে সে-ও যাবে, বেড়াবে। অথচ ওখানে গোলমালের আশঙ্কা করছি আমি।' এতক্ষণে বুঝতে পারল রানা। বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলেন ভদ্রলোক, মেয়েটা খুব জ্বালাচ্ছে।

'তো? আমি কী করতে পারি, বাওয়া?' জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো রানার।

'রাহাতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, শুনলাম তুমি দেড় মাসের ছুটিতে আছো। ভেবে দেখবে একবার, গ্র্যান্ড লাক্রেয়ারে তারার সঙ্গে যাবে কি না? ওর নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমার হাতে তুলে দিতে পারলে আমি অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতাম।'

রানা মনে মনে বলতে যাচ্ছিল, শেয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দেওয়া হতে পারে ব্যাপারটা। রানা আপত্তি করতে পারে ভেবে হাত তুলে ডক্টর আহমেদ ইরতিজা বললেন, 'রানা, আমেরিকানরা নিয়ন্ত্রণের সুবিধের জন্য বিভিন্ন দেশের ক্ষমতায় হয় আর্মি, নয়তো পুতুল সরকার বসাতে চাইছে, এটা সবার মতো তুমিও জানো। সে-কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করতে হয় ওদের। বোমাবাজি, খুন, সন্ত্রাস, মৌলবাদীদের উস্কানি এবং পরে তাদের সামরিক অধিনায়ককে দিয়ে শায়েস্তা করানো—মোট কথা একটা দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসন নষ্ট করে দিয়ে আর্মিকে ক্ষমতায় আনতে সবকিছুই করছে ইদানীং আমেরিকান সরকার। গ্র্যান্ড লাক্রেয়ারেও তারা তা-ই করতে চাইবে। কিউবার একেবারে গায়ের কাছেই গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার। ওখানে মিত্র থাকা মানে কিউবার ওপর বাড়তি চাপ বজায় থাকা। ইদানীং আমেরিকা গ্র্যান্ড লাক্রেয়ারে মিলিটারি বেস আর মিসাইল ঘাঁটি বসানোর কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছিল। রেমন্ড হার্নান্দেজ আমেরিকান সরকারের সুতোয় বাঁধা পুতুল ছিল, প্রস্তাবটা পেলে ক্ষমতায় থাকার জন্যে সে রাজি হয়ে যেত। কর্নেল হুয়ান ম্যারোনকেও তারা সামরিক সহযোগিতার প্রস্তাব দিতে পারে। হুয়ান ম্যারোন এখন আয়ান রবিন্সকে ক্ষমতায় বসতে দাওয়াত দিচ্ছে তার একবিন্দু জনসমর্থন নেই বলে, আমেরিকার সঙ্গে একটা সমঝোতা হয়ে গেলেই যে সে চোখ উল্টে নেবে, তাতে

আমার কোনও সন্দেহ নেই। সেরকম কিছু ঘটলে আমার মেয়েকে নিয়ে যেভাবে পারো বেরিয়ে আসবে তুমি ওখান থেকে। এটা তোমার কাছে একজন কাতর পিতার দাবী বলে ধরে নাও।'

'কিন্তু, একজন বডিগার্ড নিয়ে বেড়াতে যেতে তারা রাজি হবে কেন? তা ছাড়া...'

'ছিঃ, রানা! তোমাকে ওর বডিগার্ড হিসেবে যেতে বলার মত দুঃসাহস দেখাচ্ছি, তা তুমি ভাবলে কী করে? ওর জেদ, ও যাবেই; কিছুতেই ওকে আটকাতে পারছি না আমি। কিন্তু ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।' চট্ করে রানার হাত ধরলেন ডক্টর ইরতিজা। 'ও আমার একমাত্র মেয়ে, রানা। অতি আদরের। যদি ওর কিছু হয়, বুক ফেটে মরে যাব আমি। আমি তোমার কাছে অনুনয় করছি...'

নির্ঘাত বুড়ো খোকার কাছ থেকে আমাকে পটাবার কায়দা শিখে এসেছে, মনে মনে বলল রানা। মুখে বলল, 'না-না, আপনি কেন অনুনয় করবেন। আমি যাঁকে পিতা বলে জানি, আপনি সেই মানুষের বাল্যবন্ধু; আপনি আদেশ করলেই আমি যাব। অসুবিধে কী, ছুটিটা হয়তো গ্র্যান্ড লাক্সেয়ারে কাটাতে ভালোই লাগবে আমার। তবে কথা দেওয়ার আগে বসকে একটু জানাতে হবে।'

'নিশ্চই জানাবে, তবে ও নিয়ে চিন্তা নেই।' অ্যাশট্রেতে টিপে চুরুট নেভালেন ডক্টর ইরতিজা। চেহারায় প্রসন্ন একটা ভাব এসে গেছে। 'রাহাতের সঙ্গে একটু আগেই এ-নিয়ে কথা হয়েছে আমার। তুমি তারার সঙ্গে গ্র্যান্ড লাক্সেয়ারে গেলে ওর কোনও আপত্তি নেই। বলেছে ছুটি তুমি কীভাবে কাটাবে সেটা তোমার ইচ্ছে।'

'কবে যেতে হবে?'

'দু'দিন পর। নিউ ইয়র্ক থেকে। ব্যবসায়ের কাজ সেরে আজই ওখানে ফিরছি আমি। ওখানে তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে।' একটু থামলেন ডক্টর আহমেদ ইরতিজা, তারপর বললেন,

'ও, রানা, একটা কথা, রাহাত আমাকে বাংলাদেশে কিছু টাকা বিনিয়োগের কথা বলেছিল। ভাবছি, ওখানে রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল থাকলে বাংলাদেশের টুরিজম সেক্টরে আমি বিশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করব, তুমি কী বলো?' ভদ্রলোকের ভঙ্গি দেখে মনে হতে পারে রানাকে তিনি বলতে চান, আমার কাজটা করে দাও, বাংলাদেশে আমি ব্যবসায়িক বিনিয়োগ করব। কিন্তু রানা জানে, ব্যাপারটা আসলে তা নয়। তারার পরেই ভালোবাসেন তিনি বাংলাদেশকে।

'সেতো খুব ভালো কথা।'

'হ্যাঁ। ভাবছি, শীঘ্রিই একটা সার্ভে টিম পাঠাব দেশে। অনেক দিন ধরেই ভাবছি, এবার কাজটা সেরেই ফেলব।' ভ্রূ কুঁচকে কী যেন চিন্তা করলেন ভদ্রলোক, তারপর বললেন, 'আরেকটা কথা, রানা। গ্র্যান্ড লাক্সেয়ারে যদি কোনও বৈরী অবস্থায় পড়ো, তুমি আমার ক্যাসিনোর ইনচার্জ পলা দভস্কির সঙ্গে যোগাযোগ করবে। খুব কাজের মেয়ে ও। অত্যন্ত দক্ষ এবং সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত। সত্যি বলতে কি, ওকে ছাড়া ওখানে আর কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করি না আমি। দরকারে ও তোমাকে যে-কোনও ধরনের সাহায্য করবে। আমি আজই ফোনে কথা বলব ওর সঙ্গে। ওকে তুমি চোখ বুজে বিশ্বাস করতে পারো।'

একটু পর, কফিতে একটা চুমুক দিয়েই বিদায় নিলেন ডক্টর আহমেদ ইরতিজা।

রানা মনে মনে ভাবল, বিশ হাজার কোটি টাকার টোপ ফেলে গেল বুড়ো খোকার ঘাগু দোসর। ফেরাও দেখি কেমন করে পারো!

দু'দিন পর।

নিউ ইয়র্কের লা গ্র্যান্ড তারা হোটেলটা অন্যান্য হাই-ফাই চেইন হোটেলের মতোই। ছোট্ট সাজানো লবির তিন পাশে বিভিন্ন

দামি সামগ্রীর কাঁচঘেরা দোকান। তবে একটা পার্থক্য আছে নিউ ইয়র্ক লা গ্র্যান্ড তারায়। এটায় একটা প্রাইভেট এলিভেটর আছে, সেটা মাঝে থামে না কোথাও, সোজা উঠে যায় সর্বোচ্চ তলার একটা বিলাসবহুল পেন্টহাউসে।

প্রাইভেট এলিভেটররে করে তিরিশ তলায় উঠে এলো রানা। পুরু কার্পেট বিছানো সুন্দর করে সাজানো হলে ঢুকে তারাকে অপেক্ষা করতে দেখল। পায়ের উপর পা তুলে একটা সোফায় বসে আছে ও। সুন্দরী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, তবে একটু বেশি সিরিয়াস। রানাকে দেখে ভদ্রতাসূচক হাসি হেসে উঠে দাঁড়াল, হাত বাড়িয়ে দিল। করিডরের দু'পাশের দেয়ালে দামি দামি দুর্লভ সব তৈলচিত্র ঝুলছে, কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দিতে পারল না রানা, এগিয়ে গিয়ে হাত মেলাল মেয়েটার সঙ্গে।

মাঝারি উচ্চতা তারার। দেহটা গ্রিক দেবী ভিনাসের মতো। কালো রেশমী চুল কোমর ছাড়িয়েছে। আয়ত কুচকুচে কালো চোখে রহস্যময় চাহনি, মাঝে মাঝে সে চাহনি বরফ-শীতল হতে জানে। হাসিখুশি মুখটা একদম নিখুঁত। উন্নত নাসা, থুতনিতে সামান্য টোল। হাসলে এতো সুন্দর দেখায় যে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে যে-কেউ। তারা মেকআপ প্রায় করেনি বললেই চলে। দুধের মতো ফর্সা ত্বকে তারুণ্যের সজীবতা।

'ভালো আছো, রানা?'

হাতটা ধরে সামান্য ঝাঁকিয়ে দিল রানা। 'হ্যাঁ। তুমি?'

'ভালো। শুনলাম, তুমিও নাকি ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছ গ্র্যান্ড লাক্রেয়ারে। বাবা টেলিফোনে কথা বলছেন, আমাকে পাঠালেন তোমাকে রিসিভ করতে।'

রানার হাতটা ছেড়ে দিয়ে পাশে পাশে হাঁটছে তারা ইরতিজা। হল ধরে এগোল ওরা, হলের শেষে একটা দরজা পেরোল। ঘরটা একটা সম্মেলন ডাকার মতো বড়। একদিকের দেয়াল সম্পূর্ণ

কাঁচের তৈরি। তার ওপাশে টেরেসে সবুজ বাগান দেখা যাচ্ছে। ঘরে কোনও ডেস্ক নেই, কোনও ফাইলও নেই, শুধু চেয়ার আর বেশ কয়েকটা লাউঞ্জ। কাঁচের দেয়ালটার সামনে পৌঁছে দাঁড়াল তারা ইরতিজা। অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে বরফে ঢাকা পার্ক।

'অনেকদিন পর দেখা, তা-ই না?' বলল রানা।

'না,' জবাব দিল তারা। 'তুমি অবশ্য দেখছ অনেকদিন পর, তবে আমি মাঝে মাঝেই দেখি তোমাকে, আজ এ-মেয়ে, কাল ও-মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ।'

'তা-ই বুঝি?' হাসল রানা। 'কই, আমি তো দেখিনি তোমাকে কোনওদিন?'

'মশগুল ছিলে।' বলেই কথা ঘুরাল তারা, বলল, 'ভাবতে আশ্চর্য লাগে, নীচে এতো সুন্দর খোলা জায়গা পড়ে আছে, অথচ সন্ধের পর কেউ ওখানে একা যেতে সাহস পায় না।'

রানা এমন অনেক জায়গা চেনে যেখানে দিনেও কেউ নিরাপদ বোধ করে না, কিন্তু কিছু বলল না ও।

ওদের এক ধারের একটা দরজা খুলে আবার বন্ধ হলো।

রানা আর তারার তিন ফুট সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন ডক্টর আহমেদ ইরতিজা, রানার দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকালেন তাতে মনে হলো কেনার আগে একটা দামি গাড়ি পরখ করে দেখছেন।

'এসে গেছ তা হলে, রানা!' প্রশংসা ফুটল তাঁর দৃষ্টিতে, ওর পাশে দাঁড়ানো মেয়েকেও দেখলেন তিনি। একটু থেমে বললেন, 'হাতে সময় নেই মোটেই। রাত তো অনেক হলো। ঠিক বারোটা পঁয়ত্রিশে কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে ছাড়বে আমার এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সেভেন-যিরো-নাইন। ওটাতেই তোমরা যাচ্ছো।'

'তারা যদি এরইমধ্যে মত না পাল্টায়,' শুধরে দিল রানা।

'হাহ্-হাহ্-হাহ্!' হাসি তো নয়, চড়ুই পাখির গলা থেকে বেরিয়ে এলো সিংহের গর্জন। তারপর গম্ভীর হলেন। 'মত পাল্টালে

তো আমি খুশিই হতাম। ওখানে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি হওয়ার সম্ভাবনা। অনেক মানা করার পরও জেদ ধরে ওখানে যাচ্ছে ও। তুমিও যাচ্ছ শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছি, রানা। আমার মেয়ের দিকে একটু খেয়াল রেখো। আমি ভরসা করছি তোমার ওপর।'

তারার দিকে তাকাল রানা। 'তোমার ব্যাগটা নিয়ে নাও তা হলে।'

'তোমারটা কোথায়?'

'রিসেপশনে রেখে এসেছি।'

তারা চলে গেল পাশের একটা ঘরে। রানাকে নিয়ে হলের দরজার দিকে এগোলেন ডক্টর আহমেদ ইরতিজা। ওরা দরজার কাছে পৌঁছুনোর আগেই ফিরে এলো তারা, হাতে ছোট একটা সুটকেস। তিন ফুট দূর থেকে ওটা ছুঁড়ে দিল সে রানার দিকে। হয়তো দেখতে চাইল অসতর্ক অবস্থায় ওটা ধরতে পারে কি না রানা। খপ করে ধরল রানা, তারপর নামিয়ে রাখল মেঝেতে। প্রশংসার দৃষ্টি ফুটতে গিয়েও মিলিয়ে গেল তারার চোখ থেকে। ঝুঁকে বাবার গালে চুমু দিল তারা। আদর করে চকচকে টাকটায় একবার হাত বুলিয়ে দিল। তারপর সুটকেসটা তুলে নিল হাতে। বুঝতে পেরেছে, রানা ওটা বইবে না।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে রানা নতুন করে টের পেল টাকার ক্ষমতা কতোটা। আলাদা ভাবে ওদেরকে এসকর্ট করে প্লেনে তুলে দেওয়া হলো। সার্চ তো করা হলোই না, জিজ্ঞেসও করা হলো না ওর কাছে ডিক্লেয়ার করার মতো কিছু আছে কি না।

প্লেনে উঠে রানা দেখল ডক্টর আয়ান রবিন্স পৌঁছে গেছেন। তিনসারি সিটের মাঝখানে বসল তারা, রানার সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে ডক্টর রবিন্সের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। পরিচয়ের পর একবার মাত্র তাকালেন ভদ্রলোক রানার দিকে, তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে আলাপ জুড়লেন তারার সঙ্গে। ইনিই

গ্র্যান্ড লাক্রেয়ারের প্রেসিডেন্ট ডক্টর আয়ান রবিন্স, ভাবল রানা। সিটে বসতে বসতে খেয়াল করল, ভদ্রলোকের বাদামী চোখে গম্ভীর দৃষ্টি। ভদ্রলোকের মনের ভিতর কী চলছে বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। একবার দ্বীপে পা রাখতে পারলে নিরাপদ বোধ করবেন ডক্টর আয়ান রবিন্স।

ডক্টর আয়ান রবিন্সের কণ্ঠস্বর ভরাট কিন্তু কোমল। নিচু স্বরে তারার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি, যা বলছেন, তা বলছেন ধীরেসুস্থে, মেপে মেপে। দু'জনকে আলাপরত সাধারণ দুই যাত্রী হিসেবে ধরে নেওয়া চলে।

প্লেন আকাশে উড়াল দেওয়ার পর স্টুয়ার্ডেসরা কম্বল আর বালিশ দিল সবাইকে। একটু পরেই নিভে গেল বেশিরভাগ বাতি। চোখ বুজে ঘুমের সাগরে তলিয়ে গেল অধিকাংশ যাত্রী।

স্কাইজ্যাকিং ঠেকানোর পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফিরে এল রানা নিজের সিটে। রিভলভার দুটো কো-পাইলটের হাতে দিয়ে এসেছে।

নরম গলায় ডক্টর আয়ান রবিন্স আশপাশের কয়েকজন যাত্রীকে বললেন: উড়োজাহাজের সবার ভাগ্য ভালো যে লা গ্র্যান্ড তারার সিকিউরিটি চিফ মাসুদ রানা এই প্লেনে ছিলেন। রানাকে বললেন: তিনি আশা করেন তাঁর দ্বীপ এবং দ্বীপের সরল-সোজা অধিবাসীদেরকে রানার ভালো লাগবে।

ভদ্রতাসূচক বক্তব্যটুকু সেরে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন তিনি, দেখতে দেখতে তলিয়ে গেলেন গভীর ঘুমে।

তারার দিকে তাকাল রানা। ভ্রূ নাচাল। 'সিকিউরিটি চিফ?'

মুচকি হাসল তারা। 'বাবার ধারণা, কোনও বিপদ হলে ওই পদটা তোমার কাজে আসবে। ভয় নেই, তোমাকে কোনও কাজ করতে হবে না।'

তিন

দ্য গ্র্যান্ড লা ক্লেয়ার এয়ারপোর্ট খুব একটা বড় নয়। কিন্তু ভিড় দেখে মনে হলো আবাহনী-মোহামেডানের ফুটবল ফাইনালের সব দর্শক এসে হাজির হয়েছে। এয়ারপোর্টটা এতো আধুনিক যে, রানার সন্দেহ হলো, জেনারেল হার্নান্দেজ এটা বানানোর পুরো টাকাটাই ডক্টর আহমেদ ইরতিজার কাছ থেকে আদায় করেছিল। অধিবাসীদের পরনে নানারঙা হরেক কিসিমের পোশাক। আর্মির কর্ডন তাদেরকে প্লেনের কাছে আসতে দিচ্ছে না। সৈন্যদের পরনে খাকি হাফপ্যান্ট আর হাফ-হাতা খাকি শার্ট। সঙ্গে অস্ত্র না থাকলে তাদের দেখে বয় স্কাউট মনে হতো। একদল সৈন্য প্লেনটাকে ঘিরে রেখেছে। আরেকটা দল কয়েকটা লিমুযিন পাহারা দিচ্ছে। অন্য আরেকটা দল ঠেকাচ্ছে ভিড়ের এগিয়ে আসা।

একজন স্টুয়ার্ডেস ঘোষণা দিল, ডক্টর রবিন্স এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত যাত্রীদের সবাইকে সিটে বসে থাকতে হবে।

প্লেনের দরজা খুলে গেছে। মই লাগানো হলো। জানালা দিয়ে জনসমাবেশটা দেখছে রানা। প্লেনের দরজা খুলে যেতে তাদের কোলাহলও শুনতে পেল। আওয়াজটা বেড়ে গেল প্রেসিডেন্ট আয়ান রবিন্স বাইরে পা রাখতে। চিৎকার করে স্বাগত জানানো হচ্ছে তাঁকে।

রানার পাশে তারা ফিসফিস করে বলল, 'ভদ্রলোক এতো ভক্তের মাঝে কী করেন দেখতে পারলে হতো।'

চুপ করে থাকল রানা, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

সিঁড়ি বেয়ে নামার পর প্রেসিডেন্ট রবিন্সকে আবার দেখা গেল। শুভানুধ্যায়ী পিতার মতো দ্বীপবাসীদের উদ্দেশ্যে হাত তুললেন তিনি। উজ্জ্বল ইউনিফর্ম পরা দীর্ঘ আকৃতির একজন সুদর্শন লোক তাঁকে দেখেই অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল, ঝট করে স্যালিউট করল, তারপর মার্চ করে এগিয়ে এলো তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে। তাকে দেখে হাসলেন ডক্টর আয়ান রবিন্স।

'কর্নেল হুয়ান ম্যারোন,' বলল তারা। 'আর্মির চিফ অভ স্টাফ। জেনারেল হার্নান্দেজের সময়ে সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন। ইনি নিজে ক্ষমতা দখল না করে ডক্টর আয়ান রবিন্সকে ফিরে আসতে উৎসাহিত করেছেন।'

মনোযোগ দিয়ে ভদ্রলোককে দেখল রানা। তারার বাবার বলা কথাগুলো মনে পড়ল। আমেরিকানদের সঙ্গে কোনও কূটনৈতিক সমঝোতা হয়নি এখনও এর। হলে? তা হলে কি সে ডক্টর আয়ান রবিন্সকে ফিরতে দিত?

কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের চেহারাটা নিগ্রোদের মতো নয়। চোখ দেখে মনে হয় ওরিয়েন্টাল। চোয়ালের হাড় উঁচু। তামাটে গায়ের রং বলে দিচ্ছে প্রাচীন আমলে গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার আইল্যান্ড দখলকারী ব্রাজিলিয়ান ইন্ডিয়ানদের বংশধর সে। লম্বা এবং শ্যাম বর্ণের কোনও চাইনিজ বলেও তাকে চালিয়ে দেয়া যাবে। জনতার উল্লাসধ্বনির উপর দিয়ে কথা বলতে গিয়ে ডক্টর আয়ান রবিন্সের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল সে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো দর্শকদের তরফ থেকে বিপদের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করছে। আয়ান রবিন্সের হাত ধরে সোজা অপেক্ষমাণ গাড়িগুলোর দিকে ঘুরল কর্নেল।

হাসলেন ডক্টর আয়ান রবিন্স, হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন, তারপর দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেলেন জনতার দিকে। আর্মির কর্ডনের পাশে

পাশে হাঁটছেন তিনি, কর্ডনের ফাঁক দিয়ে জনগণের বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে আন্তরিকতার সঙ্গে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছেন। তিনি ফেন্ডারে রাষ্ট্রীয় পতাকা লাগানো গাড়িতে উঠে পড়বার পরও জনতার উল্লাসধ্বনি থামল না। মোটরসাইকেলের এসকর্টের দিকে সামনে বেড়ে এলো জনতার ভিড়। তারই ভিতর দিয়ে পথ করে চলল শোভাযাত্রা।

প্লেনের ভিতর আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। মিলিটারি পুলিশ এসে স্কাইজ্যাকিঙে সহায়তাকারিণী স্টুয়ার্ডেস, আর রিভলভার দুটো নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় রানার চোখে মিনতি নিয়ে তাকাল মেয়েটা। মিলিটারি পুলিশ পাহারা দিয়ে তাকে নামানোয় উপস্থিত জনগণের ধারণা হলো সে-ও একজন ভিআইপি। টার্মিনালে ঢুকে যাওয়ার আগে পর্যন্ত হৈ-হৈ করে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। রানা বুঝতে পারল স্কাইজ্যাকিঙের প্রচেষ্টার কথা দ্বীপবাসীর কাছে প্রকাশ করা হয়নি।

যাত্রীরা নামার পরেও জনতার উল্লাস থামল না। চিৎকার করে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে তারা। হাজার হোক যাত্রীরা তাদের প্রাণপ্রিয় প্রেসিডেন্ট ডক্টর আয়ান রবিন্সের সঙ্গে এসেছে! হাসিমুখে হাত নাড়ল তারা, সঙ্গে সঙ্গে ওর উপর মনোযোগ আকৃষ্ট হলো উপস্থিত দ্বীপবাসীর। নিজেকে রানার এতিম বাচ্চা মনে হলো। তাতে অবশ্য খুশিই হলো ও। কারও বিশেষ মনোযোগ ওর দরকার নেই। কারও নজর না কেড়ে সবার সঙ্গে মিশে থাকতেই পছন্দ করে ও। এসপিওনাজ জগতে এটা এজেন্টের বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে দেখা হয়।

কাস্টম শেডের অপেক্ষাকৃত নীরবতায় চলে এলো ওরা, ব্যাগেজ বেঞ্চের পাশে সারি দিয়ে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর কাস্টম অফিসারদের পিছনে কনভেয়ার বেল্ট নড়তে শুরু করল, যাত্রীদের সুটকেস আর ব্যাগ নিয়ে আসছে। তারা আর ওর

নিজের সুটকেস আঙুল দিয়ে দেখাল রানা। ওগুলো ওদের সামনে রেখে খুলতে নির্দেশ দেওয়া হলো।

খুব খুঁটিয়ে সুটকেসগুলো পরীক্ষা করা হলো। ক্যারিবিয়ানে সাধারণত এমন করা হয় না। কাস্টম অফিসাররা টুরিস্টদের চটাতে চায় না। কিন্তু বিশেষ করে রানার বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। সার্চ করা হলো ওকে। ওয়ালথারটা দেখে নাক দিয়ে 'ঘোঁৎ' আওয়াজ করল কাস্টম অফিসার।

'ব্যাখ্যা করুন,' গলার কর্কশ স্বরটাই বলে দিল ওকে বড়লোক কোনও টুরিস্ট ভাবা হচ্ছে না যে ছাড় দেওয়া হবে।

রানা জানাল ও লা গ্র্যান্ড তারা হোটেলের নতুন সিকিউরিটি চিফ। কাস্টম অফিসার সন্তুষ্ট হলো না। তুড়ি বাজিয়ে খানিকটা দূরে দাঁড়ানো দুই মিলিটারি-পুলিশকে ডাকল সে, নির্দেশ দিল রানাকে স্টেশনে নিয়ে জিজ্ঞেসাবাদ করতে। ওয়ালথারটা নিয়ে নেওয়া হলো ওর কাছ থেকে। তারা খেপে গিয়ে তর্ক শুরু করতে যাচ্ছিল, আস্তে করে তার পায়ের উপর চাপ দিয়ে নিষেধ করল রানা, দেখতে চায় কী ঘটে। তারাকে বলল, পরে হোটেলে ওর সঙ্গে দেখা করবে ও। এবার রানাকে সরিয়ে নেওয়া হলো।

এয়ারপোর্টের পিছন থেকে একটা মিলিটারি-পুলিশ ভ্যানে তোলা হলো রানাকে। সঙ্গে রানার সুটকেসটাও আনা হয়েছে।

এম.পি. স্টেশন দশ মাইল দূরে। পুরোটা পথ কচ্ছপের গতিতে যেতে হলো। রাস্তায় প্রচুর লোক সমাবেশ। সামনে সামনে ধীরে চলেছে প্রেসিডেন্ট রবিন্সের শোভাযাত্রা। তাদের গতি ঘণ্টায় পাঁচ মাইল। সবাইকে তাদের প্রিয় নেতা দেখানোর জন্যই এই আয়োজন। এসকর্টের পিছনে চলেছে এম.পি. ভ্যানটা। যে পুলিশ অফিসাররা রানাকে নিয়ে যাচ্ছে তারা দুনিয়ার আর সব পুলিশের মতোই, একই ধরনের কাজ করতে করতে হতবিরক্ত। কর্নেল হুয়ান ম্যারোন আজকের দিনটা জাতীয় ছুটি ঘোষণা

করেছে। রাতে ফিয়েস্তার আয়োজন করা হয়েছে। তার মানেই পুলিশদের বাড়তি সময় ডিউটি দিতে হবে।

ভ্যান যখন লা গ্র্যান্ড তারা হোটেলটা পার হলো তখনও তিন-চার সারিতে দাঁড়িয়ে আছে উল্লসিত দ্বীপবাসী। হোটেলের বিরাট লন ভরে গেছে কৌতূহলী টুরিস্টদের ভিড়ে। তাদের পিছনে হালকা গোলাপী রঙের বিরাট হোটেল বিল্ডিং আর ক্যাসিনো। বন্দর প্রায় ঘিরে রেখেছে বিল্ডিং দুটো। এক পাশে শহরের ব্যবসায়িক কেন্দ্র। সাগরের দিকে তাকিয়ে সাতটা ক্রুজশিপ দেখতে পেল রানা। ওগুলোর যাত্রী আর প্লেনে আসা টুরিস্টরা নিশ্চয়ই জমিয়ে রেখেছে হোটেল আর ক্যাসিনো।

মিলিটারি-পুলিশ স্টেশনটা শহরের নির্জন এক প্রান্তে, কৌতূহলী চোখের আড়ালে। স্টেশন বিল্ডিংটাও এয়ারপোর্টের মতোই আনকোরা নতুন। বোঝা গেল, ডক্টর আহমেদ ইরতিজা দ্বীপে নিজের অধিকার টিকিয়ে রাখতে দু'হাতে খরচ করেছেন। ওয়েইটিং রুমের একটা ফলকে লেখা আছে তাঁর অকৃপণ সাহায্যের কথা। পিছনের একটা দরজা দিয়ে রানাকে স্টেশনে ঢোকানো হলো। পাইলটকে গুলি করা নকল স্টুয়ার্ডেসকে হ্যান্ডকাফ পরানো অবস্থায় কাঠের একটা বেঞ্চে বসে থাকতে দেখল রানা। দু'হাত তুলে চোখের পানি মুছছে মেয়েটা, সর্বক্ষণ নিশ্চয়ই চিন্তা করছে তার কী পরিণতি হতে যাচ্ছে, তা নিয়ে। তার পাশে বসতে বলা হলো রানাকে। একটু পরই এক মহিলা ম্যাট্রন এসে মেয়েটাকে নিয়ে গেল।

পরবর্তী এক ঘণ্টা আর কেউ এলো না। চুপ করে বসে থাকতে হলো রানাকে। বন্দিকে চিন্তায় ফেলে দেওয়ার এটা প্রাচীন একটা কৌশল। এরপর কী ঘটে দেখার জন্য কৌতূহল বোধ করল রানা।

এক ঘণ্টা পর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেখা একটা দরজা খুলে

গেল, দু'জন লোক ঢুকল ওয়েইটিং রুমে। তাদের একজন ভ্যানটা চালিয়ে এনেছে, দ্বিতীয়জন সাদাপোশাক পরা ডিটেক্টিভ।

'অপেক্ষা করাতে হলো সেজন্য দুঃখিত,' বলল সাদাপোশাক। গলার স্বরে মনে হলো না সে বিন্দুমাত্র দুঃখিত। উচ্চারণে কড়া ব্রিটিশ টান। 'আপনার সঙ্গে অস্ত্র ছিল কেন?'

'ওটা সঙ্গে রাখার জন্য অনুমতি নিয়েছিলাম আমি,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল লোকটা। 'আমাদের দ্বীপে শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষ অস্ত্র বহন করতে পারে, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনি আমাদের আইন অমান্য...'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'লা গ্র্যান্ড তারার সিকিউরিটি চিফ হিসেবে আমাকেও কি কর্তৃপক্ষের কাতারে ফেলা হবে না?'

'শুধুমাত্র হোটেলের জমিতে আপনি অস্ত্র বহন্ করতে পারবেন।'

'কিন্তু অস্ত্রটা বহন না করে এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল পর্যন্ত নেব কী করে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

এক সেকেন্ড থমকে গেল লোকটা, তারপর এ-প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। 'যা-ই হোক, আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম, আপনি আমাদের আইন লঙ্ঘন করেছেন। এ-কারণে আপনাকে গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে।'

এবার কর্তৃপক্ষের নার্ভসেন্টারে আকুপাংচার করার সময় হয়েছে, বুঝতে পারল রানা। চিন্তিত চেহারায় ও বলল, 'আমার বোধহয় প্রেসিডেন্ট আর ডক্টর আহমেদ ইরতিজাকে জানানো দরকার ব্যাপারটা।'

প্রতিক্রিয়াটা রানা খেয়াল করল। কলারের ভিতর আঙুল পুরে বারকয়েক টানাটানি করল সাদাপোশাক, যেন তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

'আপনার...মানে আপনি ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন ওঁদেরকে?'

'চিনি। ডক্টর ইরতিজা আমার সৎভাই,' অম্লান বদনে মিথ্যে বলল রানা। 'আমি ছোট, ও বড়।'

'ওহ্?...ঠিক আছে, আমি আমার সুপিরিয়রদের সঙ্গে কথা বলব।' অস্বস্তি বোধ করছে সাদাপোশাক। ইউনিফর্ম পরা পুলিশের দিকে ফিরে তাকাল। 'হাওয়ি, আমি ফিরে আসার আগে পর্যন্ত ওঁকে ডিটেনশন পেনে রাখো।' ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে যে-দরজা দিয়ে এসেছিল, সেদিকে পা বাড়াল ডিটেক্টিভ।

কাঁচা কাজ করে বসেছে গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার পুলিশ। এরা আসলে না মিলিটারি, না পুলিশ। পুলিশ বাহিনী থেকে ফার্নান্দেজকে আর্মির চিফ-অভ-স্টাফ করা হয়েছিল। তখন থেকে গোটা পুলিশ বাহিনীকে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে আর্মিতে। ছোট্ট দ্বীপের পুলিশ সেই থেকে মিলিটারি-পুলিশ নামে কাজ চালাচ্ছে। ওয়ালথারটা পেয়ে ওর বিরুদ্ধে কেস সাজাতে এতোই ব্যস্ত ছিল যে, কোনও খোঁজ খবর নেওয়ার কথা ভাবেনি। এমনকী সার্চও করা হয়নি ওকে। কনুইয়ের কাছে খাপে রাখা স্টিলেটো খুঁজে বের করেনি তারা। আপাতত নতুন করে ওদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে চায় না রানা। বুঝতে পারছে, ওর স্কাইজ্যাকিং ঠেকানোর খবরটা এখনও কর্তৃপক্ষের এই স্তরে এসে পৌঁছোয়নি। উপরমহলের কেউ হলে জানত এবং সেইভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাত। না কি জানে সবাই? নিজেকেই প্রশ্ন করল রানা। এবং সেটাই ওর প্রধান অপরাধ বলে গণ্য করা হচ্ছে? ইউনিফর্মধারী পুলিশের পাশে হেঁটে একটা করিডর পার হলো রানা, শেষ মাথায় একটা সেল দেখতে পেল।

ডিম্বাকৃতির সেলের দু'পাশের দেয়ালে মুখোমুখি দুটো বেঞ্চ রাখা। এক মাতাল আরব টুরিস্ট একটা বেঞ্চে কোণঠাসা হয়ে বসে আছে। তার একটা চোখের চারপাশ ঘুসি খেয়ে কালো হয়ে

গেছে। সেলের অপর বন্দির কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছে সে। অপর বন্দিটি নিগ্রো। ছোটখাটো একটা পাহাড় বললেই হয় তাকে। চেহারায় ছুরির কাটাকুটি দাগ। দ্বিতীয় বেঞ্চটায় শুয়ে আছে সে। ইউনিফর্মধারী পুলিশ রানাকে সেলে ঢুকিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত শুয়েই থাকল সে, তারপর আস্তে করে উঠে দাঁড়াল। বড় বড় হলদে দাঁত বের করে হাসল, ঘুরতে শুরু করল রানাকে ঘিরে। রানাও ঘুরছে। সতর্ক চোখে লোকটার নড়াচড়া লক্ষ করছে।

'এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক্!' খেঁকিয়ে উঠে নির্দেশ দিল নিগ্রো দানব। ঠোঁট সরে মাড়ি বেরিয়ে গেছে তার কুকুরের মতো।

কথাটা এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল রানার। ওর পিছনে যাওয়ার চেষ্টা করছে লোকটা। রানাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। হঠাৎ কোনরকম সতর্ক না করেই রানার পেট লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল দানব। ঝট করে তার কব্জি ধরল রানা, ঘুরেই কাঁধের কাছে টেনে আনল লোকটাকে, তারপর কাঁধের উপর দিয়ে থ্রো করল। মেঝেতে পড়ে রানার দিকে তাকাল নিগ্রো, ব্যথা পেয়েছে বলে মনে হলো না, তাকে বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছে, যেন এমনটাই সে আশা করে। কুঁজো হয়ে উঠে দাঁড়াল এবার সে, তেড়ে আসার মতলব। কিন্তু রানার হাতে স্টিলেটোটা চিকচিক করতে দেখে থমকে গেল সে, কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর বসে পড়ল বেঞ্চে। রানা বুঝতে পারল, সত্যিকারের ঝামেলা চায় না লোকটা, তাকে কাজ দেওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের আগে বন্দিদের নরম করার, সেটাই করতে চেষ্টা করছিল। সেলে ঢোকার আগে রানা ঠিক করেছিল একটু গড়িয়ে নেবে, কিন্তু এখন সিদ্ধান্ত পাল্টাল। মাতাল আরবের পাশে বেঞ্চের এক ধারে বসল রানা, চোখ রাখল নিগ্রো পাহাড়ের উপর।

আধঘণ্টা পার হয়ে গেল, লোকটা একবারও নড়ল না।

তারপর রানা আগে দেখেনি এমন একজন পুলিশ এসে সেলের দরজা খুলল। মাতাল আরব ছুটে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু নিগ্রো তাকে পাকড়ে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। হাতের তালুর প্রান্ত দিয়ে প্রচণ্ড জোরে চপ মারল রানা নিগ্রোর ঘাড়ে। অজ্ঞান হয়ে ধপ করে পড়ে গেল লোকটা। পুলিশের চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল রানা। খানিকক্ষণ পর অস্বস্তি বোধ করে চোখ নামিয়ে নিল পুলিশ।

'ওকে অন্য কোথাও রাখুন,' বলল রানা। 'নইলে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে।' রানা ঠিক করে ফেলেছে ডক্টর আয়ান রবিন্সকে জানাবে কীভাবে এখানে বন্দিদের উপর অত্যাচার করা হয়।

পুলিশের চেহারাতে সতর্কতার ছাপ ফুটে উঠল। অজ্ঞান দানবকে হাঁফাতে হাঁফাতে ছেঁচড়ে করিডরে বের করে আনল সে, তারপর সেলের দরজায় তালা মেরে দিল। রানাকে নিয়ে চলল বুকিং অফিসের দিকে।

অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়েকে ওখানে অপেক্ষা করতে দেখল রানা। তার হাতে শোভা পাচ্ছে রানার ওয়ালথারটা। চট্ করে ওর মাথায় খেলল, এ নিশ্চয়ই সেই পলা দভস্কি, প্রয়োজনে যার সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ডক্টর ইরতিজা–ক্যাসিনোর দায়িত্বে আছে। একটা মুহূর্তের জন্য রানার মনে হলো কাউকে জিম্মি করে বুঝি ওকে মুক্ত করতে এসেছে মেয়েটা। মেয়েটির চেহারায় সেই দৃঢ়তা আছে। কিন্তু দেখল, ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন পুলিশ। রানাকে যে অফিসার জেরা করেছিল সে দরদর করে ঘামছে।

'আপনাকে অ্যারেস্ট করাটা আমাদের মস্ত ভুল হয়েছিল, মিস্টার রানা,' সুটকেস বাড়িয়ে ধরে বলল সে। 'যাকে বলে গ্রস্ ভুল বোঝাবুঝি।'

প্রথমে নিজের পরিচয় দিল মেয়েটি, হ্যাঁ, ও পলা দভস্কিই। তারপর ওয়ালথারটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। ওটা হোলস্টারে পুরল রানা।

'চলুন, আঙ্কেল!' রানাকে অবাক হতে দেখে খিলখিল করে হাসল মেয়েটি। 'ডক্টর ইরতিজাকে চাচা ডাকি, সেই সুবাদে আর কী!' বলেই জড়িয়ে ধরে চুমু দিল ওর গালে।

হেসে ফেলল রানাও। এক পলকেই ভাল লেগে গেল ওর পলাকে।

খুকখুক করে কাশল সাদাপোশাক, চেহারা দেখে মনে হলো পলা দভস্কির চাচা হতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করছে সে। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। জেলের ভিতরটা বাইরের চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল। এই ফেব্রুয়ারিতেও ভ্যাপসা গরম পড়েছে গ্র্যান্ড লাক্লেয়ারে। বাড়িগুলো থেকে ভাপ এসে লাগছে ওদের গায়ে। পলার দিকে চেয়ে ভ্রূ নাচাল রানা। অর্থাৎ, জানতে চায়, কীভাবে কী হলো।

'তারার ফোন পেয়ে জানতে পারলাম, ধরে নিয়ে গেছে আপনাকে,' বলল পলা।

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'অবজেকশন, ইয়োর অনার! আপন সৎ চাচাকে "আপনি" করে বলায় আমার আপত্তি আছে।'

চট্ করে রানার মুখের দিকে চাইল পলা। হাসল, তারপর রানার খালি হাতের কনুইটা জড়িয়ে ধরল নিজের কনুইয়ের ভাঁজে। বলল, 'ঠিক আছে, এখন থেকে "তুমি"। আমি সোজা ডক্টর রবিন্সের কাছে গিয়ে জানালাম কী ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তোমাকে ছেড়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, গ্র্যান্ড লাক্লেয়ারের সবখানে তুমি অস্ত্র বহন করতে পারবে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে এটাও ঠিক করেছি যে, যতোক্ষণ তিনি হোটেলে থাকবেন, হোটেলের সিকিউরিটি সিস্টেম চেক

করার জন্য তাঁর সুইটে প্রয়োজন মনে করলেই যেতে পারবে তুমি। তারা আর তোমার ঠিক নীচ-তলায় হোটেলের পুরো ফ্লোর নিয়ে আছেন তিনি।'

'গুড,' খুশি হয়ে উঠল রানা। পরক্ষণেই চিন্তা হলো, যদি সত্যিই কোনওভাবে ক্ষমতার পট উল্টে যায়, তা হলে এই নীতিবান প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করবার কোনও উপায় নেই। একা কিছুই করার নেই ওর। তারাকে নিয়ে এই দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়াও সম্ভব হবে কি না কে জানে! তারাকে হয়তো জিম্মি করতে চাইবে সামরিক সরকার। তা হলে?

রানার চিন্তার জাল ছিন্ন করে পলা বলল, 'গভর্নমেন্ট হাউস থেকে পার্লামেন্টের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন আজকে ডক্টর রবিন্স। ভিজিটর্স গ্যালারির টিকেট দিয়েছেন তিনি তোমাকে আর তারাকে। তিনি চান তুমি তাঁর বক্তৃতা শোনো। দেড়টায় ভাষণ। রেস্ট আর লাঞ্চের জন্যে যথেষ্ট সময় হাতে আছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। টিকেট দুটো ওর কোটের পকেটে গুঁজে দিল পলা। হাঁটছে দুজন গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে।

ট্যাক্সি নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রাস্তা জুড়ে মানুষের ঢল—নাচছে, গাইছে, বাজনা বাজাচ্ছে; হাজার হাজার মানুষ। সন্ধের ফিয়েস্তা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ধৈর্যে কুলায়নি তাদের। লাফঝাঁপ দেওয়া লোকজনকে কোনওমতে এড়িয়ে রাস্তার পাশের দোকানগুলোর গা ঘেঁষে পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। দোকানগুলো হস্তশিল্পের। টুরিস্টদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ। তবে আসলে সুভেনিয়ারগুলো আমদানী করা মাল। ওসবের বেশিরভাগই এসেছে তাইওয়ান থেকে।

মার্কেট আর হোটেলের মাঝখানে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের একসারি বিল্ডিং। ওগুলোর সামনে দিয়ে বেঁকে হোটেল পর্যন্ত গেছে একটা খোয়ার মত করে ঝিনুক ঢালা রাস্তা।

হোটেলের লবিটা অস্বাভাবিক বড়। কাঁচের ঘের দেওয়া দোকান তিন দিকে। ডানদিকে ক্যাসিনোতে যাওয়ার ঢালু পথ। ডেস্কের দিকে পা বাড়িয়েছিল রানা, কিন্তু পার্স থেকে একটা চাবি বের করে ওর হাতে দিল পলা। আগেই রানার রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছে সে। টুরিস্টদের ভিড় বাঁচিয়ে এগোল ওরা, রানাকে এলিভেটরে তুলে দিয়ে আবার দেখা হবে বলে চলে গেল প্রাণবন্ত মেয়েটা।

লিফটে করে উঠে এলো রানা হোটেলের টপ ফ্লোরে।

পাশাপাশি দুটো সুইট দেওয়া হয়েছে তারা ও রানাকে। ঢুকে দেখল বিরাট একটা সুইট, সাগরের দিকে মুখ করা। নীচের দিকে তাকালে দেখা যায় পাম গাছের ছায়াভরা লন। তার ওপাশে সাদা সৈকত। নীল-সবুজ সাগরের এখানে ওখানে ছোট ছোট সেইল বোট। টাকা। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু টাকার ছড়াছড়ি।

সারারাত প্লেনে কাটিয়ে তারপর জেল থেকে বেরিয়ে দামি কাউচে বসতে ইচ্ছে করল না রানার। নিজেকে বড় বেশি নোংরা মনে হলো। বেডরুম পেরিয়ে বাথরুমে ঢুকল ও। প্রশস্ত বাথরুম। তিনজন গোসল করতে পারবে। ওর পিছনে এসে দাঁড়াল তারা। মুচকি হেসে বলল, 'ফিরেছ তা হলে? গোসল করবে? আমারও তো গোসল করা দরকার।'

ভ্রূ নাচাল রানা। 'যথেষ্ট জায়গা আছে এখানে দু'জনের জন্যে। তুমি চলে আসতে পারো, আমার কোনও অসুবিধে নেই।'

'আমি ও-কথা বলিনি,' হাসিতে একটু যেন বিদ্রূপ টের পেল রানা। 'পাশেই আমার সুইট। ওটার বাথরুমও একই সমান।'

হাসল রানাও। কেউ বলতে পারবে না ও চেষ্টা করেনি। দুই সুইটের মাঝের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ এল। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিল ও, গরম পানির ঝর্না ছেড়ে দিগম্বর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল শাওয়ারের নীচে। দশ মিনিট একটানা গরম পানিতে ভিজে তারপর ঠাণ্ডা পানির ধারা ছাড়ল। বাথরুম থেকে

যখন বের হলো, তখন সতেজ লাগছে, যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে ও।

তারা ফিরে আসার আগেই কাপড় পরা হয়ে গেল ওর। ইন্টারকমে রুম সার্ভিসকে নীচের রেস্টুরেন্টে দু'জনের জন্য স্পেশাল লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে রাখতে বলল রানা।

তারা এলো চোখ ধাঁধানো একটা নীল গাউন পরে। দুধসাদা পরীর মতো দেখাচ্ছে ওকে। ধনুক ভ্রূ নাচিয়ে কেমন লাগছে নীরবে জানতে চাইল তারা। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাথা এক করে কব্জির ঝাঁকিতে নীরবেই জবাব দিল রানা।

নীচে নেমে এলো ওরা এলিভেটরে করে। সেকেন্ড ফ্লোর টেরেসে ওদের জন্য নির্ধারিত টেবিলে বসল ওরা। মাথার উপর ছায়া দিচ্ছে বিরাট একটা রংচঙে ছাতা। সুস্বাদু লাঞ্চ পরিবেশন করা হলো। চিংড়ি ভাজো, শামুকের ঝাল, খাসির কলজে, সাত-আট রকমের ভাজি-ভর্তা, তিন পদের তরকারি, সালাদ আর সাদা ভাত।

প্রায় নীরবেই শেষ হলো ওদের লাঞ্চ। লাঞ্চ শেষে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। কাছেই গভর্নমেন্ট হাউস, হেঁটেই চলল দু'জন। দেশে ফিরে এসে আজই ওখানে পার্লামেন্টের উদ্দেশে বক্তৃতা দেবেন ডক্টর আয়ান রবিন্স।

চার

বক্তৃতা শুরু হওয়ার ঠিক আগে পৌঁছুল ওরা। সারা হল ভরে গেছে আগ্রহী শ্রোতায়। শুধু ওদের জন্য রিজার্ভ করা সিট দুটো খালি রয়েছে। হলের ভিতর এতো লোকের উপস্থিতিতে গরম বেড়ে

গেছে। স্পিকারের মঞ্চের মাঝখানে বসে আছেন ডক্টর আয়ান রবিন্স। তাঁর এক ধারে লেজিসলেটিভ কমিটির প্রধান বসেছেন, আরেকদিকে কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের খালি চেয়ার। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যাগত প্রেসিডেন্টের গুণগান করে বক্তব্য রাখছেন কর্নেল হুয়ান ম্যারোন।

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পর উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর আয়ান রবিন্স, এতো জোর হাততালিতে তাঁকে স্বাগত জানানো হলো যে, রানার মনে হলো আওয়াজের ধাক্কায় চারপাশের দেয়াল ধসে পড়বে। পুরো পনেরো মিনিট ধরে চলল উল্লাসধ্বনি, তারপর শ্রোতাদের থামাতে পারলেন ডক্টর আয়ান রবিন্স। মাইকে তাঁর ভরাট, কোমল কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি, জানালেন দেশে ফিরতে পেরে কতোটা আনন্দিত হয়েছেন। বললেন কর্নেল হুয়ান ম্যারোন ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য তাঁকে দেশে ফিরে আসতে বলায় কৃতজ্ঞ বোধ করছেন তিনি। এর পর গ্র্যান্ড লাক্রেয়ারের দ্রুত উন্নতির জন্য অত্যন্ত যৌক্তিক একটা খসড়া পরিকল্পনা পেশ করলেন। তারপর ঘোষণা দিলেন, এক বছরের মধ্যে নির্বাচন দেবেন, যতো শীঘ্রি সম্ভব প্রত্যাহার করে নেবেন বিশেষ ক্ষমতা আইন। এক ঘণ্টা বক্তৃতা করলেন তিনি, এতো চমৎকার ভাষণ অনেকদিন শোনেনি রানা।

তাঁর ভাষণ শেষে দীর্ঘ করতালিতে মুখর হয়ে উঠল হলঘর। সৈন্যরা কর্ডন করে শ্রোতাদের কাছে আসা ঠেকাল, তারপর একটা দল এসকর্ট করে পিছনের দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে গেল লেজিসলেটিভ কমিটির প্রধান, ডক্টর রবিন্স আর চিফ অভ স্টাফ কর্নেল ম্যারোনকে।

ভিড় কমা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা ও তারা। বেরিয়ে আসতে আসতে তারা বলল, 'দুর্দান্ত ভাষণ দিয়েছেন ডক্টর রবিন্স, তা-ই না? জানো কি করেছেন উনি? জেনারেল হার্নান্দেজের

পরিবারকে জানিয়েছেন তাড়াহুড়ো না করে ধীরেসুস্থে প্যালেস ছাড়লেও চলবে তাদের। আগে কোথায় বাস করবে ঠিক করুক তারা।'

'ডক্টর রবিন্স সত্যিই একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক,' বলল রানা। 'ওঁর সঙ্গে দেখা করব, জেল থেকে আমাকে বের হতে সাহায্য করায় কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।'

'তারপর? তারপর কী করবে?'

'তারপর কী করব এখনও ভেবে দেখিনি।'

'তোমার আর কোনও কাজ না থাকলে গল্প করে সময়টা কাটানো যেতে পারে,' প্রস্তাব দিল তারা।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সাগর-তীরে বসতে পারি কোথাও।'

'আজ নয়, কাজ আছে,' ভদ্রতার সুর বজায় রাখল রানা।

এরপর কী করবে ঠিক করে ফেলেছে ও। প্রথম কাজ হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা, তারপর প্রেসিডেন্ট রবিন্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ শেষে ফিরে এসে নাতিদীর্ঘ একটা ঘুম। গত ছত্রিশ ঘণ্টা বিছানায় পিঠ ছোঁয়াবার সুযোগ হয়নি ওর।

রানা সাড়া না দেওয়ায় আড়ষ্ট হয়ে গেল তারা, বুঝতে পেরেছে: রানা নিজের ইচ্ছাতেই চলে, এখনও সেভাবেই চলবে। হোটেলে ফিরে রানা ওকে এলিভেটরে তুলে দিয়ে হোটেলের ম্যানেজারকে খুঁজে বের করল। বেয়াড়া কিসিমের লোক ম্যানেজার, রানাকে স্টাফ হিসেবে পেয়ে তাকে খুশি মনে হলো না। তবে ডক্টর ইরতিজার নিজস্ব লোক বলে খাতির যত্নে কোনও ত্রুটিও রাখল না সে। বরফের কুচি দেওয়া এক গ্লাস শরবত পরিবেশন করা হলো রানাকে। আগের সিকিউরিটি চিফ লিউস কিচামকে ইন্টারকমে ডেকে আনাল সে, তাকে জানাল মিস্টার ইরতিজার পাঠানো নতুন অস্থায়ী সিকিউরিটি চিফ শেষ পর্যন্ত

এসেছে। তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে। ম্যানেজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লিউস কিচামের সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

কিচাম বিশালদেহী কালো আমেরিকান। কয়েক বছর আগে সে আমেরিকার জাতীয় ফুটবল লীগে নিয়মিত খেলত। রানা তার পদটা কেড়ে নেওয়ায় ওর সঙ্গে শীতল আচরণ করছিল প্রথমে। কিন্তু রানা যখন তাকে "মালগাড়ি" বলে ডাকল, তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠল কালো মুখটা। এই নাম তাকে দিয়েছিল আমেরিকান খেলার পত্রিকাগুলো। ওর কয়েকটা দারুণ খেলার ব্যাপারে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রশংসা করল রানা। এরপর একেবারে অন্তর খুলে দিল কিচাম, জানাল প্রেসিডেন্ট এই হোটেলে ওঠায় কী কী বিশেষ সিকিউরিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সে। সিকিউরিটির লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে প্রেসিডেন্টের ফ্লোরে রানাকে নিয়ে গেল সে।

এই ফ্লোরে হোটেল সিকিউরিটি বলতে চারজন কালো আমেরিকান। প্রত্যেকেই ছোটখাটো একেকটা দানব। করিডরের এক মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল তারা, রানা আর কিচামকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। নিচু স্বরে গাল বকতে শুরু করল কিচাম আর্মির বাড়াবাড়ি দেখে। হোটেল সিকিউরিটিকে দরজার কাছ থেকে বলতে গেলে প্রায় খেদিয়েই দেওয়া হয়েছে। তাদের বদলে প্রেসিডেন্টের সুইটের দরজা পাহারা দিচ্ছে এখন একজন লেফটেন্যান্ট আর দু'জন সৈনিক।

হোটেল সিকিউরিটি স্কোয়াডের সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিল কিচাম, তারপর লেফটেন্যান্ট আর তার সৈন্যদেরকে রানার পরিচয় জানাল। রানা জিজ্ঞেস করল প্রেসিডেন্ট ফিরেছেন কি না। কোনও জবাব না দিয়ে রানাকে ভেদ করে তাকিয়ে থাকল লেফটেন্যান্ট সোজা সামনের দিকে। কিচাম গুরুগম্ভীর স্বরে তাকে

জানাল রানা মিস্টার ইরতিজার নিজের বাছাই করা লোক, তাঁর একমাত্র সন্তান তারা ইরতিজার নিরাপত্তা দেখবার জন্য বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে এসেছে। হুমকির সুরে বলল, রানার সঙ্গে সহযোগিতা না করলে সেটা তাদের জন্য ভালো হবে না। এরপরও রানাকে যেন দেখতে পেল না লেফটেন্যান্ট। তবে ঘুরল সে, দরজায় বিশেষ একটা কোড অনুযায়ী টোকা দিল। ধুমসো এক সৈনিক দরজা খুলল। সুইটের ভিতর থেকে রানাকে দেখতে পেয়েছেন ডক্টর রবিন্স, হাসিমুখে আমন্ত্রণ জানালেন।

সুইটে সরকারী লোক গিজগিজ করছে। সবার একটাই উদ্দেশ্য: নিজের বক্তব্য প্রেসিডেন্টের কানে তোলা। সবার চেয়ে এ-ব্যাপারে এগিয়ে আছেন কর্নেল হুয়ান ম্যারোন। একধারে মেজর কাপোলাকেও দেখতে পেল রানা। বেশিক্ষণ সময় নিল না রানা, জেল থেকে বের হতে সাহায্য করায় আয়ান রবিন্সকে ধন্যবাদ দিল, তারপর চমৎকার ভাষণের জন্য প্রশংসা করে বিদায় চাইল। নাক পর্যন্ত ডুবে আছেন প্রেসিডেন্ট রবিন্স সরকার গোছাতে, তবু রানার ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করতে ভুললেন না। জানালেন, তিনি আশা করেন তাঁদের দ্বীপে রানাকে আর হয়রানির শিকার হতে হবে না। আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো রানা।

করিডরে বের হতেই কিচাম জানতে চাইল অন্য ফ্লোরগুলোর সিকিউরিটি সিস্টেম রানা দেখতে চায় কি না। আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। সিকিউরিটি চিফের পদটা যখন দেওয়াই হয়েছে তো সবকিছু দেখে রাখাই উচিত। ওর উপস্থিতিতে খারাপ কিছু ঘটলে সেটা ওর জন্যই মনোকষ্টের কারণ হবে। নীচতলায় নেমে ওরা দেখল সৈনিকে ভরে আছে করিডর। প্রেসিডেন্ট রবিন্সকে সবদিক থেকে সর্বক্ষণ প্রায় ঘিরে রেখেছে আর্মি। এরা সম্ভবত মেজর কাপোলার সৈন্য, আন্দাজ করল রানা। কাপোলাকে

প্রেসিডেন্টের সুইটে দেখেছে ও, ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু চোখ থেকে সর্বক্ষণ ঝিলিক দিচ্ছে বুদ্ধিমত্তার আলো।

চমৎকার সিকিউরিটি ব্যবস্থার জন্য কিচামের প্রশংসা করল ও, তারপর বিদায় নিয়ে ফিরে এলো নিজের সুইটে। ওর রেখে যাওয়া ছোট ছোট চিহ্নগুলো কেউ নষ্ট করেনি। ওর অনুপস্থিতিতে কেউ ঢোকেনি এই সুইটে। এখন পর্যন্ত গ্র্যান্ড লাক্রেয়ারে শঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। জনতার উচ্ছ্বাস দেখে মনে হয়েছে স্বয়ং ঈশ্বরকে ফিরে পেয়েছে তারা এতোদিনে।

বারকাউন্টার থেকে দু'আঙুল পরিমাণ শিভাস রিগাল নিল রানা, এক চুমুকে সোনালী তরলটুকু শেষ করে ডেস্কে ফোন করে জানাল বিকেল পাঁচটায় যেন ওকে ঘুম থেকে তুলে দেওয়া হয়। এবার নিশ্চিন্তে বিছানায় গা এলিয়ে দিল ও, দুই মিনিট পার হওয়ার আগেই তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

টিঁটিটিঁটিটিঁটিটিঁটি! ইন্টারকমের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ওর। চট করে ঘড়ি দেখল, পৌনে পাঁচটা বাজে। রিসিভার কানে ঠেকাতেই ভেসে এলো তারার কোকিল কণ্ঠ।

'রানা? সৈকতের কাছে একটা রেস্টুরেন্টের খুব প্রশংসা শুনেছি আমি। বিকেলের নাস্তা ওখানে করবে?'

'করব। আমি বেরোচ্ছি পাঁচ মিনিটে।' রিসিভার নামিয়ে বিছানা ছাড়ল রানা, মুখ-হাত ধুয়ে দ্রুত বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে নিল। পাঁচ মিনিট পর দরজা খুলে দেখল, ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে তারা ইরতিজা। রানাকে দেখে হাঁটতে শুরু করল এলিভেটরের দিকে। 'চলো, যাওয়া যাক।'

সত্যিই চমৎকার ছিমছাম একটা রেস্টুরেন্ট। টুরিস্টদের চোখ আটকে গেল তারার উপর। একটা কোক আর মার্টিনি অর্ডার দিল রানা। তারা মদ খায় না।

সামনে তাকালে দেখা যায় সাদা সৈকত আর নীল সাগর। সাগরে ভাসছে জেলে নৌকো আর ছোট ছোট সেইলিং বোট।

থাই সুপ আর আলুভাজা নিল ওরা। টুকটাক গল্প চলল সেই সঙ্গে। বেশিরভাগ কথা বলছে তারা, চুপ করে শুনছে রানা। কিছুক্ষণ পর দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ায় সাগরের তীর ঘেঁষে নক্ষত্রের মতো জ্বলে উঠল ঝিলমিলে বাতির সারি, মনে হলো কোনও রূপসী নারীর গলায় ওগুলো বিনি সুতোর মুক্তোর মালা। রাস্তার দিক থেকে ভেসে এলো উল্লসিত জনতার আনন্দধ্বনি।

'চলো, ওখানে ওদের মাঝে যাই,' বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

একটা ব্যান্ড জমিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, সেই তালে তালে নাচছে মানুষ। বেশিরভাগই গলা পর্যন্ত মদ খেয়ে টাল হয়ে আছে, কিন্তু তাদের কারও মধ্যে কোনও ধরনের অসভ্যতা দেখা গেল না। একবাক্যে মানতেই হয়: ভদ্র, সভ্য, সুশৃঙ্খল। পরিবেশে নির্মল উৎসবমুখরতা। এখানে অধিবাসীদের বেশিরভাগই গরীব মানুষ, এককালের দাসদের বংশধর। কিন্তু এখন তারা স্বাধীন। নিজেদের ভিতর কোনও ভেদাভেদ রাখেনি কেউ আজকের এই বিশেষ উৎসবে। রাস্তায় জনতার ঢল নেমেছে। কী যেন এক শক্তিতে যেন ভরে গেছে তাদের অন্তর, আশায় বুক বেঁধেছে সবাই। সামনে যেন দেখতে পাচ্ছে সুন্দর ভবিষ্যৎ।

আধঘণ্টা তাদের সঙ্গে নেচে হোটেলে ফিরল তারা আর রানা। টপ ফ্লোরে যাওয়ার আগে একবার প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি দেখল রানা। সেন্ট্রি পাল্টে গেছে, তবে লেফটেন্যান্ট আছে। রানাকে হোটেলের আইডি কার্ড দেখাতে হলো টপ ফ্লোরে ওর সুইটে ঢুকবার আগে। তারা আর রানার মাঝে কোনও কথা হলো না, রানার সঙ্গে রানার সুইটে ঢুকল তারা। রানা খেয়াল করে দেখল, অনধিকার অনুপ্রবেশ এবারও করেনি কেউ।

ঘরে ঢুকে স্যান্ডেল খুলে নরম কার্পেটে রাতুল পা ডুবিয়ে দিল তারা। রানা চলে গেল বারের কাছে, এক আউন্স পরিমাণ হুইস্কি নিল নিজের জন্য, তারার জন্য কোক।

ছোট্ট করে কোকের গ্লাসে চুমুক দিল তারা, তারপর বলল, 'কাল আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যাব। ক্যাসিনো থেকে যোগাযোগ করেছিল পলা। আমাদের জন্যে জঙ্গল আর লেগুনের ধারে পিকনিকের ব্যবস্থা করেছে ওরা।'

একটু পর বিদায় নিল তারা কোক শেষ করে। শরীরটা ভালো লাগছে না ওর। রানা বের হলো হোটেল সিকিউরিটি আরেকবার পরীক্ষা করে দেখতে।

পাঁচ

সকালে ইন্টারকমের আওয়াজে ঘুম ভাঙল রানার। ডেস্ক থেকে জানানো হলো, ন'টার দিকে ওকে ক্যাসিনোয় যেতে অনুরোধ করেছে পলা দভস্কি। ডেস্কে অর্ডার দিয়ে ঘরেই ব্রেকফাস্ট আনাল ও, নাস্তা শেষে শাওয়ারে গিয়ে ঢুকল। বিশ মিনিট পর পানির আওয়াজের উপর দিয়ে টেলিফোন বাজতে শুনল। ফোনটা যে-ই করে থাকুক, ধৈর্য আছে তার। একটানা বাজছে ফোন। শাওয়ার থেকে বেরিয়ে এলো রানা তোয়ালে জড়িয়ে। রিসিভার তুলতেই একটা খরখরে কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কথা বলবার ভঙ্গিটা এমনই যে, মনে হয় ষড়যন্ত্র করছে। কর্নেল হুয়ান ম্যারোন।

'গুডমর্নিং, মিস্টার রানা। কর্নেল ম্যারোন বলছি। মিনিট কয়েকের জন্যে আপনার ওখানে আসতে পারি?'

এই লোকের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন ওকে ডক্টর ইরতিজা। কর্নেল হুয়ান ম্যারোন আমেরিকার সঙ্গে কোনও ধরনের চুক্তিতে আসতে পারলে ডক্টর আয়ান রবিন্সকে দ্বীপে ভুলেও আসতে দিতো বলে মনে হয় না। এর ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। একে চটিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

রানা বলল, 'তৈরি হওয়ার জন্যে দশটা মিনিট সময় দিন, কেমন?'

শাওয়ার বন্ধ করে এসে রুম সার্ভিসকে দু'জনের জন্য কফির অর্ডার দিল রানা। পোশাক পরে নিল দ্রুত। শোল্ডার হোলস্টারে ওয়ালথারটা পুরতেই দরজায় দেখা দিলেন কর্নেল ম্যারোন। তাঁর পিছন পিছন কফি নিয়ে এলো রুম সার্ভিস।

ডক্টর ইরতিজার দেওয়া তথ্যগুলো রানার মাথার ভিতর ঘুরছে। কর্নেল হুয়ান ম্যারোন, বয়স ছত্রিশ বছর। ভালো বংশের সন্তান। পড়াশোনা অক্সফোর্ডে। স্যান্ডহার্স্ট-এ বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছে। পড়াশোনা শেষে দেশে ফিরে এসে ল-অফিসার হিসেবে কাজে যোগ দেয়। ডক্টর আয়ান রবিন্স প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ব্রিটিশরা চলে গেলে পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নেয়, গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার আইল্যান্ডের নিজস্ব মিলিটারি থাকা দরকার প্রেসিডেন্ট আয়ান রবিন্স পুলিশ চিফ রেমন্ড হার্নান্দেজকে নবগঠিত আর্মির জেনারেল পদে নিয়োগ দেন। তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ অভ স্টাফ হয় কর্নেল হুয়ান ম্যারোন।

কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। সেই হিসাবে জেনারেল হার্নান্দেজ মারা যাওয়ার পর তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল ক্ষমতা দখল করে নেওয়া, কিন্তু তা সে করেনি। বরং ডক্টর আয়ান রবিন্সকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছে। কেন? মোটিভ কী লোকটার? যাঁকে এক সময় দল বেঁধে দেশ ছাড়তে একরকম বাধ্য করেছে, তাঁকেই কেন ডেকে

এনে ক্ষমতায় বসাতে চাইবে সে নিজে ক্ষমতা দখল না করে?

ম্যারোন জনপ্রিয় নয়। পার্লামেন্ট চাইবে না সে দেশের নেতৃত্ব দিক। কিন্তু ডক্টর আয়ান রবিন্স প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকলে পিছনের অদৃশ্য শক্তিটা হতে পারবে হুয়ান ম্যারোন নিজে। ক্ষমতা থাকবে আসলে তারই হাতে, যদিও দৃশ্যপটে থাকবে না সে। ব্যাপারটা কি সেই রকম, না কি আর কিছু?

কর্নেল ম্যারোন কি রানার আসল পরিচয় জানে? সম্ভবত জানে না। তার বোধহয় ধারণা রানা ডক্টর আহমেদ ইরতিজার পাঠানো কর্মচারী। চিন্তাগুলো দুই সেকেন্ডে খেলে গেল রানার মাথায়।

রুম সার্ভিস চলে যাওয়া পর্যন্ত গম্ভীর চেহারায় নীরবে অপেক্ষা করল কর্নেল হুয়ান ম্যারোন, শুধু চোখ জোড়া নড়ল তার। বেডরুমের খোলা দরজা দিয়ে আরামপ্রদ বিশাল বিছানা আর ঝকঝকে চাদর তার নজর কাড়ল। বার কাউন্টারের উপর রাখা শিভাস রিগালের বোতলটা দেখল।

সাবধান থাকতে হবে, নিজেকে আবার মনে করিয়ে দিল রানা। বসতে অনুরোধ করায় আরামদায়ক একটা চেয়ারে বসল কর্নেল, রানা কালো কফি বাড়িয়ে ধরায় নিল কাপটা, এখনও চেহারায় ভাবের কোনও প্রকাশ নেই।

কফিতে চুমুক দিল হুয়ান ম্যারোন। খরখরে গলায় বলল, 'চমৎকার কোয়ার্টার।' কথাটার পিছনে কোথায় যেন একটা প্রশ্ন লুকিয়ে আছে।

নিজের উপর রেগে গেল রানা। ব্যাপারটা ওর আগেই খেয়াল করা দরকার ছিল। এটা ভিভিআইপি সুইট। এখানে হোটেলের সিকিউরিটি চিফ কী করছে? চোখে প্রশংসা নিয়ে আসবাবপত্রগুলো দেখল রানা, যেন দেখে আশ মিটছে না, তারপর বলল, 'হোটেলে আর কোনও রুম খালি ছিল না, কাজেই কর্তৃপক্ষ আমাকে এখানেই থাকতে দিয়েছে দু'একদিনের জন্যে। বেযমেন্টে আমার

রুম, ওটা খালি হলেই চলে যাব।'

বছরের এই সময়টা টুরিস্টদের প্রচণ্ড ভিড় থাকে সেটা কর্নেল জানে। হোটেলে যে রুম নেই তা-ও মিথ্যে নয়। মিলিটারি-পুলিশ হোটেলের রেজিস্টার খাতা নিয়মিত পরীক্ষা করছে, কাজেই তথ্যটা কর্নেলের জানা থাকবার কথা।

'বেযমেন্ট? দুঃখজনক।' প্রসঙ্গ পাল্টাল কর্নেল। 'প্রথমেই আপনাকে আমার ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ দিতে হয় স্কাইজ্যাকিং ঠেকানোর জন্যে। আপনি প্লেনে ছিলেন সেটা আমাদের সৌভাগ্য। ভাগ্যিস সঙ্গে অস্ত্র ছিল আপনার।' ভ্রূ কুঁচকে গেল কর্নেলের। 'প্লেনে আপনার সঙ্গে অস্ত্র ছিল এটা কি কর্তৃপক্ষ জানত?'

চোখের পলক পড়ল না রানার, গোপন কথা ফাঁস করছে এমন ভঙ্গিতে হাসল ও। 'মিস্টার ইরতিজা জানেন আমি সবসময় সঙ্গে পিস্তল রাখতে পছন্দ করি। তাঁর বেশ প্রভাব আছে কর্তৃপক্ষের ওপর।'

'তা তো নিশ্চয়ই।' মৃদু হাসল কর্নেল ম্যারোন। 'যা বলছিলাম, আমাদের কপাল ভালো যে আপনার সঙ্গে অস্ত্র ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, ওটার ব্যবহার জানেন আপনি।'

আবারও প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন। জানতে চাওয়া হচ্ছে রানা কি শুধুই হোটেল সিকিউরিটি চিফ, না তার চেয়ে আরও বেশি কিছু। সতর্কতায় ঢিল দিল না রানা।

'আমি মিস ইরতিজার পাহারায় ছিলাম। আহত কিংবা নিহত হতে পারতেন তিনি, কাজেই আমাকে দ্রুত অ্যাকশনে যেতে হয়েছে।'

এবার সরাসরি প্রশ্ন। 'আপনি তা হলে জানতেন না আমাদের প্রেসিডেন্টই ছিলেন স্কাইজ্যাকারদের আসল টার্গেট? আপনার অবশ্য জানার কথাও নয়।'

'তা-ই?' দারুণ অবাক হলো রানা। 'সত্যি তাঁকেই কিডন্যাপ

করতে চেয়েছিল স্কাইজ্যাকাররা? স্টুয়ার্ডেস তা হলে মুখ খুলেছে?'

রানার চোখ থেকে চোখ নড়ল না কর্নেলের, ভাবলেশহীন সুরে বলল, 'না, আমরা অন্য সোর্স থেকে খবরটা পেয়েছি। মেয়েটাকে প্রশ্ন করার আগেই সেল থেকে পালিয়েছে সে।'

পুলিশ স্টেশনের সেলটার চেহারা মনে পড়ে গেল রানার। ওখান থেকে নার্ভাস মেয়েটা পালিয়েছে? অসম্ভব। ও নিজেও পালাতে পারত না। কেউ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেছে পালাতে। সেই কেউ একজনটা কর্নেল বা তার অনুগত লোকজন নয় তো? রানা বলল, 'ব্যাপারটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।'

'কেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?' তীক্ষ্ণ শোনাল কর্নেলের কণ্ঠ।

'ওই সেলে আমি ছিলাম,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'পালাবার কোনও উপায় আমার চোখে পড়েনি।'

রানার চোখে তাকাল কর্নেল। 'ঠিক কি বলতে চান?' রানা জবাব দেওয়ার আগেই অভিযোগের সুরে বলল, 'আপনার চেহারা আমার পরিচিত বলে মনে হচ্ছে, মিস্টার রানা। স্যান্ডহার্স্ট-এ আমার একবছরের সিনিয়র এক বাঙালি ছিল। তার নামও ছিল মাসুদ রানা। আপনিই সে নন তো? হোটেল সিকিউরিটি ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপারেও আপনাকে কৌতূহলী বলে মনে হচ্ছে আমার। এদেশে আসার পেছনে আপনার উদ্দেশ্য কী?'

'আপনাকে কিন্তু আমার মনে পড়ছে না,' বলল রানা। 'আপনি বোধহয় চোখে পড়ার মত কেউ ছিলেন না তখন। তবে ঠিকই ধরেছেন, স্যান্ডহার্স্ট-এ কিছুদিন ছিলাম আমি।'

রাগের ছাপ পড়ল কর্নেলের চেহারায়, একই প্রশ্ন আবার করল সে, 'তা হলে এদেশে নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন? সেটা কী?'

'তারা ইরতিজার নিরাপত্তা দেখা, মিস্টার ম্যারোন। আর

কোনও উদ্দেশ্য আমার নেই, আপাতত।'

কর্নেল ম্যারোনের চেহারা দেখে মনে হলো রানার মনের ভিতরটা স্পষ্ট পড়তে চেষ্টা করছে।

'মেয়েটার নিরীহ ভাবভঙ্গি দেখে মেট্রন সেলে ঢুকেছিল খাবার দিতে,' বলল কর্নেল অনেকটা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে। 'কারাতে ব্যবহার করে মেট্রনকে অজ্ঞান করে ফেলে সে, তারপর তার পোশাক পরে বেরিয়ে যায় পুলিশ স্টেশন থেকে।'

গ্র্যান্ড লাক্লেয়ার আইল্যান্ডের জনসংখ্যার তুলনায় মিলিটারি-পুলিশের সংখ্যা যথেষ্ট। 'নিশ্চয়ই কারও সাহায্য পেয়েছে সে। প্রভাবশালী কারও।' কর্নেলের চোখে তাকাল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেতে পারে স্টুয়ার্ডেস?'

অধৈর্য ভঙ্গিতে শ্রাগ করল ম্যারোন, চেহারাটা একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। 'আপনি তো জানেন টুরিস্টদের নিয়ে ঘনঘন আসা যাওয়া করে অসংখ্য ক্রুজ শিপ। ওগুলোর একটাতে হয়তো গোপনে উঠে পড়েছে। অনেক খুঁজেও তার কোনও হদিশ বের করতে পারিনি আমরা। এতোক্ষণে হয়তো গ্র্যান্ড লাক্লেয়ার ছেড়ে চলে গেছে।'

কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না রানা। তবে খটাখটি বেধে যাচ্ছে দেখে মুখে কিছু বলল না ও। কর্নেল বলল, 'যা হবার হয়েছে, ওতে আসলে তেমন কিছু এসে যায় না। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাই কিডন্যাপিং ঠেকিয়ে আমাদের প্রেসিডেন্টকে নিরাপদে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বলে। ইতিমধ্যেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন তিনি। আর্মি অফিসাররা সবাই একমত যে, তাঁকে পুরোপুরি সমর্থন দিলে দেশের সবার মঙ্গল হবে। সবাই আমরা তাঁর পেছনে আছি।' রানার চোখে চোখ রাখল কর্নেল ম্যারোন। 'আশা করি আমাদের ক্ষমতা হস্তান্তর যেমন মসৃণ ভাবে কোনও গোলমাল ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে, তেমনি ভাবে এই দ্বীপে আপনার কাজও নির্বিঘ্ন হবে।'

কফিটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল কর্নেল। 'আমি যদি কোনও সাহায্যে আসি, তা হলে বলতে ভুলবেন না যেন। আমাকে প্যালেসে পাবেন।'

কর্নেলের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল রানা, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল তাকে। ও বুঝতে পারছে, যতোটা জানে বোঝাতে চাইল তার চেয়ে ঢের বেশি জানে কর্নেল ম্যারোন। নইলে ওকে নিশ্চিন্ত করতে গিয়ে বলতো না যে, আর্মি অফিসারদের সমর্থন আছে প্রেসিডেন্ট রবিন্সের পিছনে। স্কাইজ্যাকিং ঠেকানোয় ওকে ধন্যবাদ দেওয়াই যথেষ্ট ছিল, সাধারণ এক হোটেল সিকিউরিটি অফিসারের সঙ্গে আলাপে রাজনীতির কথা তোলার প্রয়োজন পড়ে না। হয়তো বুঝিয়ে দিলো, ওর কাভার ফাঁস হয়ে গেছে। কিন্তু কীভাবে? এ প্রশ্নের কোনও জবাব খুঁজে পেল না রানা।

মনের মধ্যে খচখচ করছে ওর। মেয়েটা...পালাল কী করে? ওর মনটা বলছে জাল গুটিয়ে আনছে কেউ। কর্নেল হুয়ান ম্যারোন? কিন্তু তা হলে আগেই ক্ষমতা দখল করেনি কেন সে? যুক্তিতে মেলে না। আচ্ছা, এমন কী হতে পারে, ডক্টর আয়ান রবিন্সকে নিজের মুঠোর মধ্যে চেয়েছিল সে, জনগণের মধ্যে নয়? স্কাইজ্যাকিঙের গোটা ব্যাপারটা এর মাথা থেকেই বের হয়নি তো? নিজের সদিচ্ছাও প্রকাশ পেল, আবার প্রেসিডেন্টও পৌঁছতে পারলেন না দেশে—এরকম একটা প্লট? একেবারে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। প্রেসিডেন্টের সমর্থক আর্মির একটা বড় অংশকে বুঝ দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে আসলে লোকটা হাতে সময় পেতে চেয়েছে; সেই ফাঁকে আমেরিকান সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসবার চেষ্টা চালাচ্ছে। এটাই যৌক্তিক। এয়ার হোস্টেসের পালানোটা তা হলে খাপে খাপে মিলে যায়। মুখ ফসকে মেয়েটা কিছু বলে ফেলবার আগেই তার মুখ বন্ধ করে

দেওয়া হয়েছে।

তা হলে কি রানা স্কাইজ্যাকিং ঠেকিয়ে দিয়ে লোকটার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে? সাবধান থাকতে হবে।

কর্নেল হোটেল ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর বের হলো সুইটে তালা দিয়ে। টপ ফ্লোরে এখন আর কোনও সৈন্য নেই। তবে হোটেল সিকিউরিটির দু'জনকে দেখতে পেল ও। প্রেসিডেন্ট যে-ফ্লোরে আছেন সেটায় নেমে এলো রানা। ওর প্রশ্নের জবাবে লেফটেন্যান্ট জানাল, ডক্টর রবিন্স এখনও ঘুমিয়ে আছেন।

ন'টা প্রায় বাজে। ক্যাসিনোতে যাবে ঠিক করল রানা। ওখানে এক চক্কর ঘুরে দেখবে। ভাগ্য পরীক্ষা করার কোনও ইচ্ছে নেই ওর, ঘুরেফিরে দেখে রাখাই উদ্দেশ্য। কেন ডাকা হয়েছে সেটাও জানা হয়ে যাবে সেই সঙ্গে।

রুলেত টেবিল, ফারো ব্যাঙ্ক, ক্র্যাপ টেবিলগুলো ভেলভেট মোড়ানো শেকল দিয়ে ঘেরা পিটের চারপাশে সাজানো। পিটের ভিতরে ডিলার আর পিট বস্‌রা ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। ওই পিট শুধু ভিড়-মুক্ত, বাকি ক্যাসিনোয় গিজগিজ করছে দুনিয়ার সমস্ত টুরিস্ট।

ক্যাসিনোয় কোনও জানালা নেই, সময় ঘোষণার জন্য ঘড়ি রাখা হয়নি। চিপ আর গ্লাসের টুং-টাং আওয়াজ হচ্ছে চারপাশে। ভাগ্য যাতে খোলে সেজন্য জুয়াড়ীরা বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে। মহিলাদের হাসি, মাতালের প্রলাপ, পিট বস্‌দের একঘেয়ে ঘোষণা—সব মিলিয়ে মনে হয় লাস ভেগাসের কোনও ক্যাসিনো জাদুবলে এখানে তুলে এনেছে কেউ।

ভিড়ের মাঝ দিয়ে পথ করে এগোবার চেষ্টা করল রানা। কে যেন জ্যাকপট জিতেছে, তার দিকে যাচ্ছে বেশ কয়েকজন। রানাকে তাদের ধাক্কা সহ্য করতে হলো। পনেরো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পলা। অন্ধকারে উজ্জ্বল একটা বাতির মতোই

সবার মনোযোগ ছিনিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা রাখে মেয়েটা। লাল চুলগুলো চুড়ো করে বেঁধেছে। পরনে প্যান্টসুট। রানাকে দেখতে পায়নি এখনও। রানা লক্ষ করল পলার অপূর্ব সুন্দর চেহারার কোথায় যেন খানিকটা কঠোরতা রয়েছে।

ভিড়টা সরে যেতেই ঘুরে দাঁড়াল পলা, শেষ ক্যাশ কাউন্টারের কাছে গিয়ে কী যেন বলল, তারপর একটা দরজা খুলে ঢুকে গেল ভিতরে। রানাও ক্যাশ কাউন্টারের দিকে এগোল। তবে ওর আগেই পৌঁছে গেল এক বিজয়ী জুয়াড়ী। চিপগুলো দিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে রুপার কয়েন নিল সে। লোকটা চলে যেতে রানার খালি হাতের দিকে তাকাল ক্যাশিয়ার, জিজ্ঞেস করল, 'হেল্প ইউ, ফ্রেন্ড?'

'পলা দভস্কি,' বলল রানা। 'ওর সঙ্গে দেখা করব।'

'আপনার পরিচয়?'

হোটেল আইডি কার্ড বের করে দেখাল রানা।

'সাবধান থাকবেন,' পরামর্শের সুরে বলল বিশালদেহী ক্যাশিয়ার।

'কেন?'

'ওই মহিলা ভয়ঙ্কর। কাউকে ছাড় দেয় না। কাজে একটু ভুল করেছেন কী চাকরি নট।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ। উনি ডাকলে ভিতরটা কাঁপে আমার।'

বিশালদেহী ক্যাশিয়ারের দিকে তাকাল রানা। 'এতোই ভয়ঙ্কর?'

'হ্যাঁ। বাঘিনী একটা। হ্যান্ডশেক করলে চলে আসার আগে গুনে দেখে নেবেন হাতের পাঁচটা আঙুলই আছে কি না।' পলা যে-দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে সেটা দেখাল ক্যাশিয়ার। 'এইদিকে।' কাউন্টারের নীচের সুইচ টিপে লক খুলে দিল সে।

রানার হাতের স্পর্শে আস্তে করে দু'পাশে সরে গেল ধাতব পাল্লা দুটো। একটা কানা করিডরে দাঁড়িয়ে আছে ও। চারপাশটা দেখে ব্যাঙ্কের ভল্ট বলে মনে হয়। জায়গাটা ব্যবহারও করা হয় ভল্ট হিসেবে। একগাদা সুইচ সামনে নিয়ে একটা ডেস্কের পিছনে বসে আছে কালো এক আমেরিকান, পরনে খাকি ইউনিফর্ম। ওতে লেখা: জেব হারপার। পুলিশও হতে পারে আবার হোটেল সিকিউরিটির লোকও হতে পারে সে। রানাকে শীতল চোখে দেখল, অপেক্ষা করছে রানা কী বলে শুনবে বলে।

আইডি দেখাল রানা। 'পলা দভস্কি।'

একটা সুইচ অন করে ডেস্কে বসানো স্পিকারের কাছে মুখ নিয়ে গেল লোকটা, তারপর নিচু মোটা গলায় বলল, 'মিস্টার মাসুদ রানা। নতুন সিকিউরিটি চিফ।'

'পাঠাও,' স্পিকারে নারী কণ্ঠের জবাব ভেসে এলো।

আরেকটা সুইচ অন করল রিসেপশনিস্ট। সঙ্গে সঙ্গে করিডরের এক মাথায় একটা প্যানেল সরে গেল নিঃশব্দে। ওটার পিছনে বিরাট একটা ঘর দেখতে পেল রানা। ঘরের খালি দেয়ালগুলো হলদে রং করা। ঘরের পিছন দিকে একটা ডেস্ক। কয়েকটা খালি চেয়ার এবং একটা আরামদায়ক কাউচ ছাড়া আসবাবপত্র বলতে আর কিছু নেই।

চেয়ার পিছনে হেলিয়ে রানার দিকে তাকাল ম্যানেজার। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী চান?'

'পলা দভস্কির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বলুন: মাসুদ রানা।'

গড়িমসির একটা ভাব দেখা গেল ম্যানেজারের ভিতর। লোকটার কালো চুলগুলো তেল মেখে চাঁদির সঙ্গে সেঁটে আছে। চন্দ্রাকৃতি মুখটা এখনও নিভাঁজ, তবে কয়েক বছরের মধ্যেই ওখানে ভাঁজ পড়তে শুরু করবে। ঝলমলে একটা সিল্কের শার্ট পরে আছে সে। ওটার এক হাতায় উজ্জ্বল একটা মনোগ্রাম।

রানাকে আপাদমস্তক দেখল সে। 'মিস্টার মাসুদ রানা? ভিনসেন্ট কাপোচিনি।' ইন্টারকমের রিসিভার তুলে একটা নাম্বার টিপল ম্যানেজার। 'মিস পলা?'

'এখনও তাকে পাঠাচ্ছেন না কেন জানতে পারি, মিস্টার কাপোচিনি?' স্পিকারে ভেসে এলো নারীকণ্ঠ।

'পাঠাচ্ছি।' চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ব্যস্ত হাতে একটা সুইচ টিপল ভিনসেন্ট কাপোচিনি। দেয়ালের একটা প্যানেল সরে গেল, ভিতরে আরেকটা একই আকৃতির ঘর দেখা গেল। তবে ওটার মধ্যে একটা ভল্ট আছে। 'যান। উনি অপেক্ষা করছেন।'

ভিনসেন্ট কাপোচিনির উদ্দেশে হাত নেড়ে দ্বিতীয় ঘরের দিকে পা বাড়াল রানা। ও ঢুকতেই পিছনে পিছলে বন্ধ হয়ে গেল ধাতব প্যানেল।

'বসো,' হাতের ইশারায় ওকে বসতে বলল পলা দভস্কি। আরামদায়ক গদিমোড়া একটা চেয়ারে বসে আছে সে।

বসল রানা। লালচুলো মেয়েটাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে দেখতে পাচ্ছে ও আজ। কিচামের কথাগুলো মনে পড়ল। 'পলা দভস্কি। ক্যাসিনোর ইনচার্জ। তুখোড় মেয়ে। আনআর্মড কমব্যাট আর হালকা ও মাঝারি অস্ত্রে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত। অত্যন্ত বিশ্বস্ত। কঠোর পরিশ্রম করে অভ্যস্ত। কাউকে ছাড় দেয় না।'

রানা বসতেই সাপের মতো হিসহিস শব্দ করে একটা বাযার বেজে উঠল তিনবার।

'হার্ট অ্যাটাক,' নিরাসক্ত গলায় বলল পলা। 'কেউ বেশি জিতলে বা হারলে মাঝেমধ্যে ঘটে।' ইন্টারকমের সুইচ টিপল সে, দ্রুত নির্দেশ দিল। 'ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা করো। অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছে? এখনও হয়নি কেন, গাধা? ডাকো শীঘ্রি। আমি চাই না আমার ক্যাসিনোর বদনাম হোক।' ইন্টারকম রেখে দিল সে। রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'যেজন্যে

খবর দিয়েছি। মিস্টার ইরতিজা ফোন করেছিলেন। বললেন, তোমাকে যেন বিশেষ একজন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। আমি তোমাকে আজ সারাদিনের জন্যে নিয়ে যাব।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার। 'কেন?'

'সেটা আপাতত বলতে চাইছি না। শুধু এটুকু জেনে রাখো ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। একটা খবর কনফার্ম করা হবে।'

'তারার নিরাপত্তার দায়িত্বে আছি আমি,' বলল রানা। 'ও যাবে না? আজ সারাদিন আমাদের কোন্ এক লেগুনের তীরে পিকনিকে যাওয়ার কথা ছিল।'

ফোনটা এগিয়ে দিল পলা। 'গেলে তো ভালোই হয়। জিজ্ঞেস করে দেখো।'

ড়ায়াল করল রানা। তারাই ধরল। জানাল অসম্ভব মাথা ধরেছে, কোথাও বের হতে পারবে না। রানা জিজ্ঞেস করল ও সারাদিনের জন্য বাইরে থাকলে কোনও অসুবিধে আছে কি না। জবাবে তারা বলল, 'যাও তুমি। আমি রেস্ট নেব। সুইটে খাওয়া আনিয়ে নেব। না, কোনও অসুবিধে নেই। কাজটা যখন জরুরি, তোমার যাওয়াই উচিত। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।'

রানা রিসিভার নামিয়ে রাখতেই উঠে দাঁড়াল পলা, দরজার কন্ট্রোলে চাপ দিল। খুলে গেল ভিনসেন্ট কাপোচিনির ঘরে যাওয়ার দরজা।

ম্যানেজারের ঘর থেকে করিডরে বেরিয়ে এলো রানা পলার পিছু নিয়ে। রিসেপশনিস্ট জেব হারপার একটা সুইচ টিপল, সঙ্গে সঙ্গে করিডরের এক পাশে একটা এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। এটা ক্যাসিনোর উল্টোদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার একটা পথ।

এলিভেটরে করে নামল ওরা, চলে এলো চারটে গাড়ি রাখা যাবে এমন একটা বেযমেন্ট গ্যারেজে। আপাতত দুটো গাড়ি আছে এখানে। একটা ফোক্স স্টেশন-ওয়াগেন, অন্যটা দীর্ঘ একটা

কালো ক্যাডিলাক। দরজা খুলে ক্যাডিলাকের হুইলের পিছনে বসল পলা দভস্কি। তার পাশে জায়গা নিল রানা।

ঘড়ঘড় আওয়াজ করে উঠে গেল গ্যারেজের অটোমেটিক দরজা। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে সমতলে উঠে এলো ক্যাডিলাক, ছুটল শেল-ড্রাইভ ধরে। চাকার নীচে মৃদু আওয়াজ করছে শেলগুলো। বুলেভার্ডের দিকে বাঁক নিল ক্যাডিলাক, একটা দোকানে থামল পলা, পিকনিকের জন্য খাবার-দাবার নিল, তারপর রওনা হলো আবার।

আধ মাইল পেরিয়ে গেল ওরা দেখতে দেখতে।

গতকালকের উৎসবের পর রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে। নির্জন রাস্তা কালো একটা সাপের মতো নিথর হয়ে পড়ে আছে।

দু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত সমতল জমিতে ভুট্টা, গম আর ধানের খেত সবুজ হয়ে রয়েছে।

'এসবই ডক্টর আহমেদ ইরতিজার,' রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল পলা। 'জায়গাজমির অল্প খানিকটা দেখতে পাচ্ছো তুমি। এছাড়া শহরের কমার্শিয়াল এলাকায় তাঁর অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিও আছে।'

মসৃণ গতিতে ছুটছে ক্যাডিলাক। কিছুক্ষণ পর রাস্তার একধারে পাহাড়ের সারি শুরু হলো, আরেক পাশে জঙ্গল। রানা বুঝে পেল না, কেন এদিকে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে।

'এগুলোও ডক্টর ইরতিজার,' জানাল পলা। 'এখনও মাইনিঙের জন্যে এক্সপ্লোর করা হয়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে প্রচুর খনিজ সম্পদ আছে গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার আইল্যান্ডে।'

পাহাড়ের উপর করাল থাবা বিস্তার করা ভয়ালদর্শন একটা কালো দুর্গ পেরিয়ে এলো ওরা। পলা জানাল, ওটার নীচের ডানজনে ব্রিটিশ আমলে রাজনৈতিক বন্দিদের রাখা হতো। দুর্গের নীচে উপসাগরের দিকে পুরনো শহর। এখানে রাস্তাটা সরু হয়ে

গেছে। বাজারে যাচ্ছে উজ্জ্বল রংচঙা স্কার্ট পরা আদিবাসী মহিলারা, মাথায় স্কার্ফ। হর্ন দিয়ে কয়েকটা ভারবাহী গাধাকে সরিয়ে পথ করে নিল পলা। একটু পর পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে উপসাগরের খানিকটা দেখা গেল, সূর্যের আলোয় ঝিলমিল করছে স্বচ্ছ পানি।

পুরনো শহর পিছিয়ে পড়তে দু'পাশে আবার শুরু হলো চাষের জমি, তারপর একধারে জায়গা করে নিল পাহাড়সারি। উপসাগরের দিকে একটা একাকী প্রাচীন রিসোর্ট হোটেল দেখতে পেল রানা, ঘুণপোকা আচ্ছামত ওটার উপর নিজেদের কারুকাজ দেখিয়েছে। ছাদ আর ব্যালকনি থেকে ঝুলছে জিঞ্জারব্রেড। জংলা ফুলগাছে ভরা লনে দোতলার বারান্দা প্রায় খসে পড়ি-পড়ি করছে। প্লাইউড দিয়ে বাড়িটার দরজা-জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রানা আন্দাজ করল, রানী ভিক্টোরিয়ার আমলে নিশ্চয়ই দারুণ চিত্তাকর্ষক ছিল হোটেলটা।

'পয়েন্সিয়ানা,' বলল পলা। 'যখন তৈরি হয় তখন গোটা ক্যারিবিয়ানের সেরা হোটেল ছিল। এখন ঘুণপোকার স্বর্গ। তবে এখনও জায়গাটা ব্যবহার করা হয়। শহরের কাছে যখন থাকতে চায় তখন পাহাড়ি লোকরা এখনও ওই হোটেলে আশ্রয় নেয়।'

আরও বিশ মিনিট পর পথের দু'পাশেই ঘন জঙ্গল শুরু হলো। মাঝেমাঝে আখ আর কলার প্ল্যানটেশন। দেশটার অর্থনীতি বদলে যাচ্ছে, জানাল পলা। আখের চেয়ে অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আনছে কলা। কলাকে সবুজ সোনা বলে উল্লেখ করল পলা। এলাচি, রসুন, লবঙ্গ, দারুচিনি আর সুগন্ধী টোনকা বিনের চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রচুর রপ্তানী হচ্ছে ওসব।

পথটা এঁকেবেঁকে গেছে। খানিকক্ষণের জন্য সৈকতের পাশ দিয়ে গেল, তারপর চলল দ্বীপটাকে দু'ভাগে ভাগ করা পাহাড়সারির দিকে।

প্ল্যানটেশনগুলো পিছিয়ে পড়েছে। এক পাশে এখন জলা আর জঙ্গল, আরেকপাশে ঘন গাছে ছাওয়া পাহাড়ি খাদ আর গোলকধাঁধা, লতা-পাতায় ভরে আছে। শহর থেকে বারো মাইল অন্তত সরে এসেছে ওরা, আন্দাজ করল রানা। পথ ছেড়ে সরু একটা ফিতের মতো বালির রাস্তা ধরল পলা। সিকি মাইল পেরিয়ে গাছ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে থামল। সামনে একটা সাদা সৈকত আর নীল একটা লেগুনের পিছনের অংশ দেখতে পেল রানা।

এঞ্জিন বন্ধ করে পা থেকে স্যান্ডেল খুলে নামল পলা। খুঁটিয়ে দৃশ্যটা দেখছে রানা। তীরটা বেঁকে চলে গেছে আধমাইল দূরে। ওখানে পাথুরে টিলার উপর প্রাচীন একটা দুর্গ দেখতে পেল ও।

পিকনিকের বাক্স নামাল পলা। রানা ওকে সাহায্য করল। কাজটা সেরে জিজ্ঞেস করল, 'জরুরি খবর আছে বলেছিলে। এখানে তো দেখছি আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।'

'আসবে সে। ভয় নেই, আমার সঙ্গে একা থাকলেও তোমার ভয়ের কিছুই নেই। কামড় দেব না।'

সত্যি কথাই বলল রানা, 'কামড়ের কথা শুনে ভয় লাগছে, ঠিক। তবে দিলে যে খুব অসুখী হব, তা-ও না। আসলে কেন আমাকে এখানে আনা হলো জানার আগে পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না। ডক্টর ইরতিজা কেন হঠাৎ এখানে আমাকে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবেন তা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'সে আসবে,' বলল পলা। 'তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। নিজস্ব সময় ছাড়া দেখা দেয় না আবি ইউনিস।'

'আবি ইউনিস?' ভ্রূ কুঁচকাল রানা। 'কে সে?'

পলা বলল, 'আদিবাসী একটা উপজাতির নেতা আবি ইউনিস। অদ্ভুত এক লোক। দেখলে নিজেই বুঝতে পারবে।'

ঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে এগারোটা বাজে। সকালটা সুন্দর,

রোদ ঝলমল করছে। সামনে লেগুনের নীল স্বচ্ছ পানি। মৃদুমন্দ বাতাসে বুনো ফুলের সুবাস। সাগরের ঢেউ আসায় অল্প-অল্প দুলছে লেগুনের ঈষৎ উষ্ণ পানি। সাঁতারুদের জন্য লোভনীয় একটা জায়গা। 'পানিতে নামবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নামা যায়,' পোশাক খুলতে শুরু করল পলা। 'রক্ত না বের হলে হাঙরের ভয় নেই এখানে।'

'হাঙর?' শার্টের বোতামে হাত দিয়েও থমকে গেল রানা।

'সাগরে শুয়ে শুয়ে আছে। লেগুনে রক্ত ছড়ালে গাদাখানেক সেইল বোটের মতো পাখনা তুলে ঢুকে পড়ে সাগর থেকে।'

'থাক, সাঁতার কাটার দরকার নেই, ডাঙাতেই তো চমৎকার আছি। কী সুন্দর হাওয়া, ছায়া, জঙ্গল!' হাসিমুখে বলল রানা। 'এখানে প্রায়ই আসো বুঝি তুমি?'

'হ্যাঁ। সময় পেলেই। জায়গাটা সাঁতার কাটার জন্য দারুণ।'

'আর হাঙরগুলো কেমন?'

'ভয় পাই না। আমি নামছি।' বিকিনি ছাড়া আর সমস্ত কাপড় খুলে ফেলেছে পলা। দৌড়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল, দ্রুত সাঁতরে চওড়া লেগুনের মাঝখানে চলে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত মেয়েটাকে দেখল রানা, তারপর শার্ট-প্যান্ট খুলে আন্ডারপ্যান্ট পরা অবস্থায় তীরের প্রান্ত থেকে ডাইভ দিল ও-ও। তীর থেকে অনেকটা সরে আসার পর পলার পাশে পৌঁছে গেল রানা। কথা হলো না ওদের মাঝে। পানিতে চিত হয়ে শুয়ে থাকল দু'জন চুপচাপ, রোদ পোহাল অনেকক্ষণ।

তারপর আরও আধঘণ্টা পাশাপাশি সাঁতার কাটল ওরা। রানা জিজ্ঞেস করল তথ্য দিতে আসবে যে-লোকটা সে আসছে না কেন। পলা বলল, আসবে সে। নিজের সময় মতো এসে হাজির হবে। তখন বিস্মিত হতে হবে রানাকে।

একটু পর পলা চলে গেল সৈকতে, সাদা বালিতে রোদে

বসে থাকল। পনেরো মিনিট পর রানাও চলে গেল ওর পাশে। ঘড়ি দেখল। দেড়টা বাজে। পিকনিকের বাক্স খুলল পলা। বার্গার, স্যান্ডউইচ, মুরগির রোস্ট, ঝিনুক সেদ্ধ, মাছভাজা আরও নানা রকম খাবারের সঙ্গে ঠাণ্ডা কোক আর বিয়ার। আলাপ করতে করতে দু'জনের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ পর্যায়ে চলে এলো। পরস্পরকে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি বুঝতে পারছে ওরা।

ওরা দু'জন ছাড়া সৈকতে আর কেউ নেই। নড়াচড়া বলতে কয়েকটা কাঁকড়ার পাশে হেঁটে গর্ত বদল। সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসেছে।

খাওয়ার শেষ পর্যায়ে আঙুল তুলে রানাকে প্রাচীন দুর্গের দিকটা দেখাল পলা। ওদিক থেকে সাগরের পানির উপর দিয়ে কিছু একটা আসছে। তবে কোনও নৌকা নয়। দেখে মনে হচ্ছে কোনও মানুষ! রানার কিছুটা ক্লান্তি লাগছে, তবে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখবে তা কখনও হয় না ওর। চোখ পিটপিট করে মাথা বার কয়েক ঝাঁকিয়ে নিয়ে আবার তাকাল রানা। এখনও আছে লোকটা। এক হাজার ফুট দূরে, সে আসছে! অথচ ওখানে থই পায়নি রানা। কিন্তু লোকটা হেঁটে চলে আসছে ওই পানির উপর দিয়ে! দীর্ঘাকৃতি, কালো কুচকুচে একটা লোক, পরনে সাদা আলখেল্লা। সাদা দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত দীর্ঘ সাদা চুল আর আলখেল্লা পতপত করে বাতাসে উড়ছে, ভেজেনি তার মানে! এগিয়ে আসছে লোকটা। এ কি কোনও জাদুমন্ত্র? ভুডু? না কি লোকে যেটাকে বলে কুফরি কালাম, সে-ধরনের কিছু? এ তো অবিশ্বাস্য!

উঠে দাঁড়িয়ে ধীরেসুস্থে পোশাক পরল পলা। বিস্ময় বাধ মানছে না রানার। খাবারের সঙ্গে ভ্যালিয়াম জাতীয় কিছু ওকে গিলিয়ে দিয়েছে নাকি মেয়েটা? স্পষ্ট বুঝতে পারল, হ্যালুসিনেশন হচ্ছে ওর। চিন্তা করে দেখল, পানিটা নোনা পানি, ওখানে ভেসে থাকা সোজা, কিন্তু তবুও ওই পানির উপর দিয়ে হেঁটে আসা—

অসম্ভব।

লোকটা এখনও আসছে। পানি উপর দিয়ে তীরে উঠে এলো লোকটা। অন্তত সাতফুট দীর্ঘ হবে সে। সাদা দাড়ি আর পাকা চুল দেখে বোঝা যায় বয়স হয়েছে অনেক। রানা খেয়াল করল, শুধু গোড়ালি পর্যন্ত ভিজেছে তার।

পলার দিকে তাকিয়ে চওড়া হাসি হাসল লোকটা। মস্ত হাত বাড়িয়ে পলার হাতটা ধরল সে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো সাবধানে ডিম ধরেছে, ভয় পাচ্ছে চুরচুর হয়ে যেতে পারে খোসাটা। রানার অপরিচিত একটা ভাষায় কী যেন বলল পলা। ওর নাম উচ্চারণ করল। তারপর হেসে উঠল দু'জনই। এবার রানার দিকে তাকাল পলা, ইংরেজিতে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, রানা, ইনি আবি ইউনিস, প্রেসিডেন্ট আয়ান রবিন্সের বিশেষ বন্ধু। অত্যন্ত সম্মান করেন তিনি এঁকে। এখানেই বাস করেন ইনি। একটা উপজাতির নেতা আবি ইউনিস। ডক্টর ইরতিজারও বিশ্বাসভাজন। রীতিমতো ভক্তি করেন তিনি ইউনিসকে। ইনিই খবরটা দেবেন আমাদের।'

উঠে দাঁড়াল রানা, হাত মেলাল। ওর হাতটা যেন গিলে নিল আবি ইউনিসের বিশাল থাবা। তবে জোরে চাপ দিল না আবি ইউনিস, ভদ্রতাসূচক দৃঢ়তা থাকল হাত মেলানোয়। সত্যি লোকটার হাত ছুঁয়েছে ও, ভাবল রানা। রক্তমাংসের হাত। জীবিত লোকের হাত

'পলার মুখে শুনলাম আমার কর্মকাণ্ড দেখে আপনি অবাক হয়ে গেছেন, মিস্টার রানা,' বলল ইউনিস।

'অবাক?' অজান্তেই ঢোক গিলল রানা। 'শুধু অবাক? এ তো অবিশ্বাস্য কাণ্ড! না, বিশ্বাস করার মতো নয়। কিন্তু নিজের চোখে...'

পলার দিকে তাকাল ইউনিস। দু'জনের দৃষ্টি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না পরস্পরের বন্ধু তারা, সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে

পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। রানার পরিচয় দিল পলা। 'ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি প্রেসিডেন্ট আয়ান রবিন্সকে স্কাইজ্যাকারদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আশা করি তিনি এদেশের আরও অনেক উপকারে লাগবেন।'

মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে আবার রানার দিকে তাকাল ইউনিস। পরিষ্কার ব্রিটিশ টানের ইংরেজিতে বলল, 'মিস্টার রানা, দুঃখিত, কিন্তু বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারব না আমি। শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি। বলে রাখি, বিপদে আমাদের সাহায্য পাবেন আপনি। তবে বিপদটা সম্বন্ধে এখনও আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। নিশ্চিত হলে খবর পাঠাব আমি। গুটি চালা মাত্র আরম্ভ হয়েছে। চাল শেষ হলে খবর পাবো।' হাত নাড়ল সে। 'আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।'

ঝুঁকে পলার কপালে চুমু খেল ইউনিস, রানার দিকে চেয়ে একবার মাথা ঝোঁকাল, তারপর হেঁটে গেল তীরের দিকে। পানির উপর দিয়ে হনহন করে হেঁটে রওনা হলো যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে।

রানার চেহারা দেখে হেসে উঠল পলা। 'কী হলো, রানা?'

আঙুল তুলে ইউনিসকে দেখাল রানা। 'কীভাবে সম্ভব?'

হাসি মিলিয়ে গেল পলার চেহারা থেকে, রানার দিকে চেয়ে কী যেন হিসাব মেলাল, তারপর বলল, 'ইউনিসের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনাই দেখেছি আমি। তুমিও দেখবে। এবার চলো, যাওয়া যাক।' পিকনিকের আধখালি বাক্সটা গাড়িতে তুলল সে।

আস্তে আস্তে পোশাক পরছে রানা, বারবার ওর দৃষ্টি ফিরে যাচ্ছে দূরে চলে যাওয়া প্রাচীন লোকটার দিকে। আর বারবার পলার সপ্রশংস দৃষ্টি ওর পেশিবহুল শরীরটার উপর আছড়ে পড়ছে। পানির উপর দিয়ে হেঁটে পাহাড়ের পাথরের কাছে চলে

গেল আবি ইউনিস, অস্পষ্ট দেখাচ্ছে তাকে এখন। পানি থেকে শুরু হওয়া একটা সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ে উঠছে সে।

পলার দিকে তাকাল রানা, 'বলে ফেলো এসব রহস্যের জবাবটা কী, নইলে আমিই কামড় দেব।'

হেসে উঠল পলা, রানার কথাটাই ফিরিয়ে দিল রানাকে: 'কামড়ের কথা শুনে ভয় লাগছে, ঠিক। তবে দিলে যে খুব অসুখী হব, তা-ও না!'

হাসল রানাও। দুজনেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল পরস্পরের চোখের দিকে। তারপর হাসি থামিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল পলা। বলল, 'আগেই তো বলেছি, বিস্মিত হওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে তোমাকে। ইউনিসের আরও নানান কাণ্ড আছে, যার সবটা এখন পর্যন্ত আমারও দেখা হয়ে ওঠেনি।' দ্রুত পায়ে হেঁটে গাড়ির কাছে ফিরে গেল পলা, এঞ্জিন স্টার্ট দিল। রানা গাড়িতে উঠতেই গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা হলো সে ফেলে আসা রাস্তার দিকে।

এক সেকেন্ডের জন্যও রানা বিশ্বাস করেনি অলৌকিক কিছু থাকতে পারে ইউনিসের মধ্যে। স্বল্প পরিচয়ে খুব সচেতন আর চালাক মনে হয়েছে লোকটাকে ওর।

'সাধু নাকি লোকটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলতে পারো। ওই পুরনো দুর্গে অন্তত একশো লোক আছে, ইউনিস তাদের নেতা। ইউনিসের মুখে শুনেছি ক্রীতদাসদের একটা বিদ্রোহের পরে তার উপজাতির লোকেরা কয়েকশো বছর ধরে ওখানে আছে। অদ্ভুত মানুষ তারা। হয়তো জঙ্গলের চারপাশ থেকে তোমাকে ঘিরে রাখল, অথচ নিজে থেকে দেখা দিতে না চাইলে তাদের কাউকে দেখতে পাবে না তুমি।'

'তোমাদের পরিচয় হলো কীভাবে?'

মৃদু হাসল পলা। 'সেটাও এক অদ্ভুত ঘটনাই বলতে পারো। পাহাড়ের গুহার কাছে সাঁতার কাটছিলাম আমি একদিন, এমন

সময় ইউনিস পাহাড় থেকে নেমে এলো আমাকে একটা খবর দেয়ার জন্যে। ক্যাসিনোয় গোলমাল হয়েছে, একজন কর্মচারী মারা গেছে ভিনসেন্ট কাপোচিনি আমাকে খুঁজছে। লোকটা মারা গিয়েছিল বিকেল তিনটে দশে, আর ইউনিস আমাকে খবরটা দেয় তিনটে পনেরোতে।'

সম্ভব। পায়ের নীচে মাটি আছে বলে মনে হলো রানার। 'জঙ্গলের ড্রাম,' বলল ও 'বাঁশের টেলিগ্রাফ

'সম্ভবত কিন্তু পরে ওকে আমি দেখেছি এক ভয়ানক অসুস্থ মহিলাকে ভুডু দিয়ে সারিয়ে তুলতে। ইউনিস বলেছিল সে মহিলার ওপর ভর করা শয়তানটাকে সাগরে ছুঁড়ে দিয়েছে। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, সম্পূর্ণ সুস্থ

ভুডু আর ব্ল্যাকম্যাজিক নিয়ে কথা বলছে পলার মতো চরে খাওয়া বাস্তববাদী একটা মেয়ে, ব্যাপারটা ঠিক মানতে পারল না রানা তবে এ নিয়ে আর কোনও কথা তুলল না ও

নীরবে ধীরগতিতে মাইল দশেক পেরিয়ে গেল ওরা, তারপর হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দেখা দিল কালো একজন মানুষ হাত উঁচু করে ওদের থামতে ইশারা করছে সে তার পাশে গাড়ি থামাল পলা লোকটার কথার ভঙ্গি দেখে তাকে খুব উত্তেজিত মনে হলো রানার অদ্ভুত ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল পলা, জবাবে মাথা নাড়ল লোকটা; দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল পলার চেহারায়, গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে অ্যাক্সিলারেটর দাবিয়ে ফেলে আসা পথে দ্রুতগতিতে ছুটল সে।

'ইউনিস জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করতে বলেছে,' জানাল পলা। 'কিছু একটা ঘটেছে কী, সেটা জানায়নি সে

পলার দিকে একবার তাকিয়ে পিছনে তাকাল রানা লোকটা রাস্তায় নেই, আবার জঙ্গলে ঢুকে গেছে গাড়িটা পরের বাঁক নিয়ে অন্য একটা পথ ধরে এগোল বাঁক নেওয়ার পর রাস্তার অবস্থা

খুবই খারাপ হয়ে উঠল। জিপ দরকার ছিল, মনে হলো রানার। রাস্তাটা ক্রমেই উপরের দিকে উঠছে। ক্যাঁচকোঁচ করে আপত্তি জানাচ্ছে ক্যাডিলাকের স্প্রিংগুলো। ঢালের মাঝামাঝি উঠবার পর সরু রাস্তাটা দু'ফুট গভীর একটা বড় গর্তের সামনে শেষ হয়ে গেল।

'এখান থেকে হাঁটতে হবে,' বলল পলা। 'ক্যাডিলাকের সাধ্য নেই গর্তটা পার হয়।'

এটাকে হাঁটা বলে না, একটু পর ভাবল রানা। ঘড়ি দেখল, তিনটে বাজে। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে পাহাড়ি ছাগলের মতো উপরে উঠতে হচ্ছে। পৌনে এক ঘণ্টা উপরে উঠতে হলো ওদের সংকীর্ণ জংলা পথে, তারপর জঙ্গল হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল একটা পরিখার সামনে এসে। তার উপর ড্র-ব্রিজ। ওপাশে লাইমস্টোনের তৈরি দুর্গের উঁচু একটা দেয়াল। পুরু কাঠের একটা মস্ত দরজা দেখা গেল দেয়ালের গায়ে।

দুর্গটা গোল একটা টিলার পুরোটা সমতল মাথা জুড়ে বিস্তৃত। দেখে মনে হলো ভিতরের অধিবাসীরা না চাইলে কেউ সহজে ঢুকতে পারবে না। গভীর, চওড়া পরিখাটার উপর ড্র-ব্রিজটা ফেলে রাখা হয়েছে। খোলা ফটক পার হওয়ার পর লাইমস্টোন দিয়ে বাঁধানো একটা উঠান দেখতে পেল রানা। দেয়ালের দিকে পিছন ফিরে আছে একসারি পাথুরে বাড়ি। কয়েকটার অবস্থা ধসে পড়ার মতো, কিন্তু বেশিরভাগই ব্যবহারযোগ্য। ওগুলোর ছাদ পরস্পরকে ছুঁয়ে একটা চাতাল মতো সৃষ্টি করেছে।

আদিবাসীরা ইউনিসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। দেহের রং কালো তাদের, চেহারা ইন্ডিয়ানদের মতো। পুরুষদের পরনে সাদাসিধে সুতির কাপড় দিয়ে তৈরি পোশাক, মেয়েদের পরনে সংক্ষিপ্ত রংচঙে স্কার্ট। অনেকের কোলেই ন্যাংটো বাচ্চা দেখা গেল। তারা সবাই শান্ত এবং নীরব।

রানা আর পলাকে দেখে ভিড়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে

এলো ইউনিস। চেহারাটা থমথম করছে। চোখে অগ্নিদৃষ্টি। বলল, ‘ডক্টর আয়ান রবিন্সকে এই একটু আগে বন্দি করে নিয়ে গেছে। হোটেল সিকিউরিটি বাধা দিতে গিয়ে খুন হয়ে গেছে। ক্ষমতা দখল করেছে কর্নেল হুয়ান ম্যারোন। তার নির্দেশে টুরিস্টদেরকে ক্রুজ শিপে তুলে দিয়ে গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার থেকে আপাতত বহিষ্কার করা হয়েছে।’

‘তারা ইরতিজা কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল রানা। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল বিনা দ্বিধায় ইউনিসের কথা বিশ্বাস করেছে ও। প্রায় দশ মাইল পেরিয়ে আবার ফিরে এসেছে ওরা, মনে পড়ল, একবারের জন্যও জঙ্গলে ড্রামের আওয়াজ শোনেনি ও।

মাথা নাড়ল ইউনিস। ‘তার ব্যাপারে কোনও খবর আসেনি আমার কাছে।’

তার মানে খবর এসেছে, ব্যাপারটায় দৈব কিছু নেই। রানা জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় শুনলেন এ-সমস্ত?’

ভিড়ের উপর থেকে ঘুরে এলো ইউনিসের চোখ। ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল তার। ‘আমার কথা দয়া করে অবিশ্বাস করবেন না, মিস্টার রানা। এখন সন্দেহের সময় নেই। ডক্টর রবিন্স পুরনো দুর্গের ডানজনে বন্দি হয়ে আছেন। তাঁকে উদ্ধার করতে হবে। আপনার মিস তারাকে বোধহয় কোনও একটা ক্রুজ শিপে তুলে বিদায় করে দেয়া হয়েছে।’

‘মনে হয় না,’ দ্বিমত পোষণ করল রানা। ‘তারাকে জিম্মি করে ওর বাবার সঙ্গে কোনও লাভজনক চুক্তিতে আসতে চাইবে হুয়ান ম্যারোন।’

‘হতে পারে,’ মন্তব্য করল ইউনিস। ‘আপনার কথায় যুক্তি আছে। সেক্ষেত্রে তাকেও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একই জায়গায় বন্দি করে রেখেছে হয়তো কর্নেল ম্যারোন। এবার অন্য কথায় আসা যাক। আপনার আর পলার চেহারার বর্ণনা দিয়ে রেডিওতে

ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে। আপনাদের ধরতে পারলে প্রত্যেকের জন্যে এক হাজার ডলার করে পুরস্কার দেয়া হবে।'

'এসময় আমার হোটেলে থাকা উচিত ছিল,' বলল রানা, উদ্বিগ্ন বোধ করছে।

'থাকেননি সেটা আপনার পরম সৌভাগ্য,' বলল ইউনিস। 'যদি হোটেলে থাকতেন, তা হলে এতোক্ষণে লাশ হয়ে যেতেন, কারও কোনও কাজে আসতে পারতেন না। এখন বেঁচে আছেন, লড়তে পারবেন।'

রানা বলতে যাচ্ছিল ও এখানে লড়াই করতে আসেনি। কিন্তু বলল না কিছু। পলার দিকে ফিরল ও। 'আমি যাচ্ছি। তুমি এখানেই থাকো। এখানে মনে হচ্ছে বিপদের ভয় নেই।'

'না,' সরাসরি মানা করে দিল পলা। 'এলাকার কিছুই তুমি চেনো না। আমি চিনি, তা ছাড়া, আমারও একটা দায়িত্ব আছে।' মেয়েটার বলবার ভঙ্গিটাই এমন যে, বোঝা যায় মনস্থির করেই কথা বলছে।

'পলা ঠিকই বলেছে,' বলল ইউনিস। 'উপকূলের রাস্তা ধরে পোর্ট অভ স্পেইনে ফিরতে পারবেন না আপনি। পুরো রাস্তায় নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে কর্নেল ম্যারোন। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যেতে হবে আপনাকে। সেজন্য জায়গাটা চেনে এমন লোক দরকার আপনার।' আঙুল বাঁকিয়ে দলের দু'জন কালো ইন্ডিয়ানকে ডাকল ইউনিস। 'শার্ট আর প্যান্ট পরে নাও। তোমরা দু'জন এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

একটা বাড়ির দিকে দৌড় দিল লোকদুটো কথা না বাড়িয়ে। রানা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, ঘড়ি দেখল, চারটে বাজে।

ইউনিস বলল, 'ওরা ইংরেজি জানে। যথেষ্ট চালাক-চতুরও। গাড়ির কাছে চলে-যান, ওখানে ওরা আপনাদের সঙ্গে দেখা করবে।'

পরিস্থিতিটা রানার পছন্দ হচ্ছে না। কীভাবে নিশ্চিত হওয়া

যাবে যে, ইউনিস যা বলছে তা সত্যি? কোথায় যাবে ওরা ইউনিসের পদপ্রদর্শকদের দেখানো পথ ধরে তা একমাত্র স্রষ্টাই বলতে পারেন। কিন্তু আপাতত করারও কিছু দেখল না রানা। ইউনিসের লোকদের অবিচলিত ভক্তি তো আছেই, এখন ভাব দেখে মনে হচ্ছে পলাও ইউনিসের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে বসে আছে। রানা ঠিক করল, ওর মতের বিরুদ্ধে কিছু না ঘটলে কিছু বলবে না ও, এদের সঙ্গ দিয়ে যাবে।

রানা আর পলা ক্যাডিলাকের কাছে পৌঁছে দেখল আগেই পৌঁছে গেছে দুই গাইড, দাঁত বের করে হাসছে। হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ সুতির প্যান্ট আর হাতা ছেঁড়া সাদা শার্ট এখন তাদের পরনে। কোমরে দড়ির বেল্টে ঝুলছে ধারাল চকচকে ম্যাশেটি। গাড়ির পিছনের সিটে উঠে বসল তারা, পথনির্দেশনা দিতে শুরু করল।

ছোটখাটো কোনও গাধায়-টানা গাড়ি ঘোরাবার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে পথটায়। পাঁচ মিনিট কসরত করে ক্যাডিলাকটাকে ঘোরাতে পারল পলা, তারপর টিলা বেয়ে নামতে আরম্ভ করল ওরা। মেইন রোডের অবস্থা সুবিধের ছিল না, কিন্তু এখন ওরা যে-পথে যাচ্ছে সেটার আসলে অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। নিচু গিয়ারে চলছে গাড়ি, একের পর এক পার হচ্ছে খানা-খন্দ-গর্ত। তারপর জঙ্গল থেকে বের হতেই পাহাড়ের উল্টোদিকে খাড়া খাদের দেখা মিলল। অতি সরু একটা সর্পিল পথ ধরে নামছে গাড়িটা। ওটার একদিকের বাম্পার পাহাড়ের গায়ে হালকা ঘষা খাচ্ছে, আরেকদিকে রানা দেখতে পাচ্ছে সিকি মাইল গভীর খাদ। আর দু'ইঞ্চি এদিক ওদিক হলেই খাদের তলায় আছড়ে পড়ে চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে যাবে ক্যাডিলাক ড্রাইভিংরত পলার মনোযোগ নষ্ট হতে পারে ভেবে চুপ করে থাকল রানা।

আধমাইল এই বিপজ্জনক পথেই চলতে হলো. তারপর দু'পাশে জঙ্গলের দেখা মিলল। রাস্তাটাকে দু'পাশ থেকে বেড়া

দিয়ে রেখেছে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি। এতোক্ষণ পর স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিতে পারল রানা। বলল, 'ডক্টর রবিন্সকে যেখানে রেখেছে সেখানেই সম্ভবত বন্দি হয়ে আছে তারা ইরতিজাও। তুমি তো দেখছি রাস্তাঘাট সব চেনো, পলা, বলো দেখি, কীভাবে ওই ডানজনে ঢোকা যায়?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল পলা। 'এখনই কিছু বলতে পারছি না। এতক্ষণ তো তোমাকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতেই ব্যস্ত ছিলাম। ভেবে দেখতে হবে আগে। আগে আমরা যাচ্ছি ইউনিসের সঙ্গে দেখা করতে আসার পথে যে রিসোর্ট হোটেলটা দেখেছিলাম, ওটাতে। পয়েন্সিয়ানা। ওখানে পৌঁছে কিছু একটা পরিকল্পনা করা যাবে। ডানজনে শুধু ঢুকলেই তো হবে না, বন্দিদের নিয়ে বেরিয়ে আসতেও হবে। সহজ হবে না ব্যাপারটা।'

চুপ করে থাকল রানা। রিসোর্ট হোটেলের দিকে চলেছে ক্যাডিলাক জংলা পথে সন্ধের অন্ধকার নামতে শুরু করেছে, এমন সময়ে স্বাভাবিক ভাবে গাড়ি চলাচলের জন্য যথেষ্ট চওড়া একটা রাস্তায় পড়ল ওরা। গতি বাড়াল পলা। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে শহরের আলো দেখতে পাওয়া গেল এবার। শহর খুব বেশি দূরে নেই আর। হাইওয়েতে ঢুকবার আগে কিছুক্ষণ থেমে অপেক্ষা করল ওরা, তারপর সন্ধের আঁধার নামবার পর হেডলাইট জ্বেলে রওনা হলো পলা।

একটু পরেই হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল ইউনিফর্ম পরা এক লোক। তার হাতের রাইফেলটা সোজা গাড়ির দিকে তাক করা। চট করে ব্রেকে পা চেপে বসল পলার, ক্যাডিলাক থামতেই ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে নিতে শুরু করল গাড়িটা। অভ্যেস বশে পিছনের দিকে তাকাল রানা। টেইললাইটের আলোয় আরেকজন সৈন্যকে রাইফেল তুলতে দেখল। লোকটা রাইফেল কাঁধে তোলার আগেই রানার ওয়ালথার

গর্জে উঠল। কপালে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল সৈনিক। একই সঙ্গে গাড়ির উইন্ডশিল্ড বিস্ফোরিত হলো। কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল পলার সারা গায়ে, কিন্তু হুইল ছাড়েনি মেয়েটা। এবার ঘুরেই উইন্ডশিল্ডের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে গুলি করল রানা। সামনের লোকটা বুকে গুলি খেয়ে আস্তে করে কাত হয়ে পড়ল।

পলা ক্যাডিলাকটা থামিয়েছে। ইউনিসের পাঠানো গাইডদের কী অবস্থা দেখার জন্য পিছনে ফিরল রানা। সামনের সিট দুটোর আড়ালে কুঁজো হয়ে বসে আছে দু'জন। প্রথমে রানা ভেবেছিল বোধহয় গুলি লেগেছে তাদের, কিন্তু দু'জনই সিধে হয়ে উঠে বসল। ভয় পেয়েছে সন্দেহ নেই, যে-কারণে মাত্রাতিরিক্ত সতর্ক হয়ে উঠেছে। কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের ব্যবস্থা করে দেওয়া উপহার সংগ্রহ করতে গাড়ি থেকে নামল রানা। দু'জন সৈনিকই মারা গেছে। ইউনিফর্মগুলো খুলে নিল রানা, পিছনের সিটে বসা লোক দু'জনকে দিল, তারপর সংগ্রহ করে নিল রাইফেলগুলো। ইউনিসের লোক দু'জন যেভাবে রাইফেল বাগিয়ে ধরল তাতে মনে হলো অস্ত্রের ব্যবহার ভালোই জানে তারা।

'এগুলো কীভাবে কাজ করে, ঠিক জানো তো?' নিশ্চিত হতে জিজ্ঞেস করল রানা।

জানে তারা। আয়ান রবিন্স যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন প্যালেসের প্রহরী হিসেবে চাকরি করেছে দু'জন। তাদের জ্ঞানটা পরে হয়তো কাজে লাগতে পারে, ভাবল রানা। আপাতত অস্ত্রের দায়িত্বে থাকল ও, ইউনিসের পাঠানো লোক দু'জন ব্যস্ত হয়ে রাস্তার উপর থেকে লাশ দুটো সরিয়ে জঙ্গলের ভিতর ভরে রাখল।

রোডব্লকটা বুড়ো ইউনিসের কথারই সত্যতা প্রমাণ করছে। যতোটা রানা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত তার চেয়ে বেশি রহস্যময় কিছু আছে লোকটার মধ্যে, স্বীকার করতেই হলো ওকে। কর্নেল হুয়ান ম্যারোন সত্যিই তা হলে ক্ষমতা দখল করেছে। আর্মির সাধারণ

নিয়ম অনুযায়ী তার অধীনস্থরা এখনই কিছু করতে যাবে না। আগে নিজেদের মাঝে গোপনে আঁলাপ আলোচনা করে পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে চাইবে তারা। প্রত্যেকেই তারা জানে, হিসেবে একটু ভুল হলেই ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু হতে পারে। অর্থাৎ এখনই প্রেসিডেন্ট আয়ান রবিন্স আর তারা ইরতিজার মুক্তি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাদের মুক্ত করতে হলে যা করার রানাকেই করতে হবে। কিন্তু কী করবে ও? ইউনিসের পাঠানো লোক দু'জনের উপর কতোটা নির্ভর করা যায়? অস্ত্র চালাতে জানে তারা। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রতিরোধ গড়তে পারবে কি? সময়ই সেটা বলবে।

আর কোনও প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই রিসোর্ট হোটেলে পৌঁছুতে পারল ওরা। পিছন দিকের একটা ছাউনির নীচে ক্যাডিলাকটাকে ঢুকিয়ে রাখল পলা। প্রায় ধসে-পড়া লবিতে চলে এলো ওরা সবাই।

পয়েন্সিয়ানার ভিতরের বাতাসে শ্যাওলা আর পচা কাঠের গন্ধ। রানা আর পলার গাইড দু'জন ওদেরকে লবি পার করে একটা সিঁড়ির কাছে নিয়ে এলো। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল ওরা কয়েকবারই ওদের পায়ের চাপে দেবে গেল ধাপগুলোর তক্তা। নীচে নেমে রানা টের পেল, একটা কিচেনে চলে এসেছে ওরা। বিরাট কিচেন। একধারে কাঠের চুলোর সারি, আরেকদিকে ঘরের মাঝখানে একটা ওঅর্ক টেবিল। জায়গাটা আগেই দখল হয়ে গেছে। টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বলছে। তিনজন পাহাড়ি আয়েশ করে বিরাট এক গিরগিটি ভাজা খাচ্ছে। পেটের ভিতরটা গুড়গুড় করে উঠল রানার, মনে পড়ল দুপুরের পর আর কিছু খায়নি ও।

উত্তেজিত হয়ে উঠল লোকগুলো অস্ত্র আর ইউনিফর্মগুলো দেখে, অভিনন্দন জানাল রানাদের। পরিচিত হলো ওরা পরস্পরের সঙ্গে। সবার সাথে হাত মেলানোর পর সিঙ্কে একটা

পানি ভর্তি প্যান নজর কাড়ল রানার। পানি ব্যবহার করে ইউনিফর্ম দুটোর সামনে থেকে রক্তের দাগ তুলে ফেলল ও, তারপর যোগ দিল সাপারে। ওর প্লেট খালি হওয়ার আগেই বিদায় নিল তিন আদিবাসী। ওরা চলে যেতে খানিকটা স্বস্তিই পেল রানা। আসন্ন লড়াইয়ের পরিকল্পনা করতে হবে ওদের, সেখানে অনাহূত কেউ না থাকলেই ভালো।

ইউনিস কী যেন নাম বলেছিল গাইড দু'জনের, ঠিক মনে করতে পারল না রানা। তবে নামগুলো দীর্ঘ আর জটিল ছিল। নিজে কোনও নাম দিয়ে তাদের অপমান করতে চাইল না রানা, সমস্যাটা খুলে বলল।

দু'জনের মধ্যে লম্বা জন হাসিমুখে বলল, 'ল্যাম্বি বলে ডাকতে পারেন আপনি আমাকে। ল্যাম্বিইইই!'

রানার কানের কাছে পলা বলল, 'ল্যাম্বি হচ্ছে নোনা জলের কঞ্চো। ওগুলোর মাংস খাওয়া হয় সঙ্গমে সাফল্যের জন্যে।'

'আর তুমি?' দ্বিতীয়জনের দিকে তাকাল রানা।

'ক্যাকো।'

'ছোট নাম। মানে কি এর?'

হাসল লোকটা। 'শিকারী পাখি। খুবই হিংস্র।'

'গুড!' অখুশি নয় রানা। এই দু'জনের সহজ ভাবভঙ্গি বলে দিচ্ছে বিপদে এদের উপর নির্ভর করা যাবে। একটু থামল ও, তারপর বলল, 'তোমরা জানো ওই বন্দিশালায় ঢুকতে হবে আমাদের, প্রেসিডেন্ট রবিন্স আর মিস তারাকে জীবিত বের করে আনতে হবে। কিন্তু প্রথম কাজ ওখানে ঢোকা। তোমরা কি এমন কোনও পথের কথা জানো যেটা অনেক আগে কোনও বন্দি গোপনে ব্যবহার করেছিল?' সবার উপর ঘুরে এলো রানার দৃষ্টি।

জবাবটা না সূচক। একটা মাত্র পথ ছিল ওরকম, জানাল গাইড দু'জন। ছুঁচোর গর্তের মতো একটা সুড়ঙ্গ চলে গিয়েছিল

সেলের তলা দিয়ে টিলার গায়ে। সুড়ঙ্গটা ছিল খুব পেঁচানো আর খাড়া, একবার ঢুকলে পিছাবার উপায় ছিল না। টিলার খাড়া গায়ে সুড়ঙ্গটা যেখানে মুখ বের করেছে, সে-জায়গাটা মোটা গ্রিল দিয়ে আটকানো। এখনও ওই গ্রিলের কাছে একটা শুকনো কঙ্কাল দেখা যায়। ওটার আঙুলগুলো আজও মোটা মোটা শিক আঁকড়ে ধরে আছে।

কাজেই ওই পথে কিছু করার উপায় নেই, সম্ভাবনাটা মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিল রানা। যা করার করতে হবে দ্রুত এবং নিখুঁত ভাবে।

'দুর্গে ঢুকতে তৈরি তোমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

দুই গাইডই কাঁধ ঝাঁকাল নির্বিকার চেহারায়। ক্যাকো বলল, 'ডক্টর রবিন্স যদি মারা যান তো আমরাও মরব। বাবা ইউনিস বলেছেন, শয়তান কর্নেল হুয়ান ম্যারোন আমেরিকার মিসাইল-ঘাঁটি বানাতে চায় আমাদের ওই পাহাড়ে। তাকে ঠেকানোর তুলনায় আমরা সংখ্যায় অনেক কম। তা ছাড়া ভালো অস্ত্রেরও অভাব আছে আমাদের। বসতবাটি যদি না থাকল, তা হলে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ!'

সহজ-সরল লোক দু'জনকে ভালো লেগে যাচ্ছে ওর, অনুভব করল রানা। এদের মধ্যে কোনও ভণ্ডামি নেই। স্রষ্টা জানেন এদের বয়স কতো, কিন্তু গায়ের চামড়া এখনও টানটান, মাংসপেশি দড়ির মতো পাকানো। দু'জনের সমঝোতাও আছে, লড়াইয়ের সময় যেটা কখনও কখনও অবশ্য প্রয়োজনীয়। জঙ্গলের বড় বিড়ালের মতোই সাবলীল ল্যাম্বি আর ক্যাকোর চলাফেরা।

আঙুল তুলে ইউনিফর্ম দুটো দেখাল রানা। 'এগুলো পরে নাও। সৈন্যদের অভিনয় করবে তোমরা। তোমরা দু'জন আমাকে আর পলাকে গ্রেফতার করেছ, এখন দুর্গে পৌঁছে দিতে যাচ্ছ। প্রহরীদের বলবে কর্নেল ম্যারোন তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন

প্রেসিডেন্ট রবিন্স আর তারা ইরতিজার সঙ্গে একই সেলে আমাদের বন্দি করে রাখতে।' একটু ভেবেই আবার বলল, 'না। তারা ইরতিজার কথা বোলো না, ও কোথায় আছে আমরা সঠিক জানি না। শুধু প্রেসিডেন্টের কথা বলবে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল ল্যাম্বি ও ক্যাকো।

চোখ সরু হয়ে গেল পলা দভস্কির, কিন্তু কিছু বলল না সে। রানারও ভালো লাগছে না মেয়েটাকে এসবের মধ্যে জড়িয়ে দু'জনেরই মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে, কিন্তু দু'জনকে একসঙ্গে বন্দি দেখলে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হবে বেশি।

ক্যাকো আর ল্যাম্বি শার্ট-প্যান্ট খুলে ফেলল, এখন তাদের পরনে শুধু একখণ্ড সুতি কাপড়। এবার তারা লজ্জা পেয়ে রানা আর পলার দিকে পিছন ফিরে খুলে ফেলল ওগুলোও, তারপর দ্রুত পরে নিল ইউনিফর্ম। রানা খেয়াল করল দু'জনের গলাতেই ঝুলছে অ্যাভাংগা, যুদ্ধের তাবিজ। সঙ্গে রাইফেল থাকা যথেষ্ট, তবে তারা আধ্যাত্মিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত হতে চায়নি। ইউনিফর্ম পরা হলে বুক টানটান করে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল দু'জন।

ছাউনির তলায় চলে এলো ওরা প্রাচীন রিসোর্ট হোটেল থেকে বেরিয়ে। এবারও ড্রাইভ করছে পলা। রানা বসেছে তার পাশে। ওদের দু'জনের ঘাড়ের উপর রাইফেলের নল রেখে প্রস্তুত হয়ে আছে ল্যাম্বি আর ক্যাকো।

গাড়ি ঘুরিয়ে পিছনের গলি ধরে দুর্গের দিকে চলল পলা। আজ রাতে রাস্তা একেবারে ফাঁকা। সবাই যার যার বাড়ির ভিতর দরজা জানালা বন্ধ করে বসে আছে। থমথমে একটা পরিবেশ। দোকানগুলোও তালাবন্ধ। রাজধানী পোর্ট অভ স্পেইন এখন নীরব একটা বিষণ্ন শহর। আগের রাতের সেই প্রাণচাঞ্চল্য সম্পূর্ণই তিরোহিত হয়েছে।

নিচু টিলা ধরে ঢালু পথে দুর্গের সামনের ফটকের দিকে

চলেছে ক্যাডিলাক। লোহার বেড়া আর সদর ফটকের কাছে কামান দেখতে পেল ওরা। দুর্গের সামনে সবুজ লন। বেড়ার কাছে সেন্ট্রিবক্স।

একজন কর্পোরাল এবং দু'জন সৈন্য গাড়ির হেডলাইট দেখে তৈরি রাইফেল হাতে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল। গাড়ির গতি কমিয়ে তাদের কাছাকাছি থামল পলা। রানার পিছন থেকে ল্যাম্বি চেঁচিয়ে বলল, 'কর্পোরাল, দেখো এসে আমরা কী নিয়ে এসেছি! পুরস্কার! দুই হাজার ডলার!' রাইফেলের নলের গুঁতো দিয়ে রানার মাথাটা সামনের দিকে বাড়াতে বাধ্য করল সে, খিঁকখিঁক করে হাসছে।

সাবধানে এগিয়ে এলো কর্পোরাল। ক্যাকো আর ল্যাম্বি সবিস্তারে বর্ণনা করছে কীভাবে গা শিউরানো ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধের পর রানা আর পলাকে গ্রেফতার করতে পেরেছে তারা। গল্প বানাতে ওস্তাদ দু'জনই, বলছেও জমিয়ে; এমন লোক বাংলাদেশে থাকলে অনেক লেখককেই না খেয়ে মরতে হতো। কর্পোরাল প্রভাবিত হয়ে গেল সহজেই। ক্যাকো আর ল্যাম্বির কথা শেষ হওয়ার আগেই রাইফেলটা রানার দিকে তাক করল সে।

পেটের পেশি গিঁঠ পাকিয়ে যাচ্ছে, টের পেল রানা। লোকটা কি গুলি করে দেবে নাকি! কর্নেল ম্যারোন কি সেরকম নির্দেশই দিয়েছে পরে? সাইটে রানাকে আতঙ্কিত দেখে সন্তুষ্ট বোধ করল কর্পোরাল। এবার ঘেউ করে উঠে একটা নির্দেশ দিল সে। রাস্তার দু'ধার থেকে সরে এলো সাধারণ সৈন্য দু'জন। কর্পোরাল গাড়ির পিছনের সিটে উঠে বসল, পলাকে নির্দেশ দিল দুর্গের ভিতরে যেতে।

দুর্গের মূল ভবনটা বিচ্ছিরি দেখতে। কোনও জানালা নেই। মাঝখানে রাক্ষসের মুখ-গহ্বরের মতো হাঁ করে আছে একটা ফটক। ভবনের সামনে বাঁধানো পার্কিং লটে গাড়ি থামাল পলা একটা ড্র-ব্রিজ দেখতে পেল রানা, ওটা দিয়ে পরিখা পার হয়ে

মূল দুর্গের ভিতর যেতে হয়। পরিখাটায় এখন আর পানি নেই, ঘাস-লতা-পাতায় ছাওয়া। এক সময় এই পরিখা ভরতে কঠোর পরিশ্রম করে সাগর থেকে পানি আনতে হতো ক্রীতদাসদের। হামলা হলে হামলাকারীদের পানি ভরা পরিখায় না নেমে উপায় থাকত না। আর তখন তাদের অপেক্ষাকৃত স্থবিরতা উপর থেকে মৃত্যু ডেকে আনত।

ড্র-ব্রিজের মাঝখানে একজন সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। পুরো এলাকায় দিনের মতো উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে কয়েকটা ফ্লাডলাইট। গাড়ি থামতেই কর্পোরাল গাড়ি থেকে নেমে আবার রাইফেল তাক করল রানার মাথায়।

'নামো তোমরা!' নির্দেশ দিল কর্পোরাল। পরক্ষণেই ল্যাম্বো আর ক্যাকোকে বলল, 'সাবধান, এ-দুটো কোনওরকম চালাকির চেষ্টা করতে পারে!'

'খবরদার!' বলে এগিয়ে এলো ল্যাম্বো।

ঘাড়ে ল্যাম্বির রাইফেলের গুঁতো খেয়ে নেমে পড়ল রানা। আরেক পাশে ক্যাকোর সাবধানী দৃষ্টির সামনে নেমেছে পলা। রানা আর পলার পিঠে রাইফেল তাক করে রাখল ক্যাকো আর ল্যাম্বি। নিজের সন্তুষ্টি খুশি মনে প্রকাশ করল কর্পোরাল, তারপর ড্র-ব্রিজ পার হয়ে মূল দুর্গের ভিতর ঢুকে গেল। কয়েক মিনিট পর ফিরল সে একজন লেফটেন্যান্টকে নিয়ে। ড্র-ব্রিজে দাঁড়ানো প্রহরী চৌকস ভাবে স্যালিউট করল লেফটেন্যান্টকে রানা বুঝতে পারল, লেফটেন্যান্টই এখন এখানে কমান্ডে আছে।

কাঠবিড়ালির মতো প্রায় নাচছে কর্পোরাল, মুখে তুবড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে। হাত তুলে তাকে নিরুৎসাহিত করল লেফটেন্যান্ট। লোকটার চোখের চকচকে চাহনি দেখে রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না, সত্যি সত্যি ওরা ধরা পড়লে কে কর্নেল ম্যারোনের ঘোষণা মোতাবেক পুরস্কার সংগ্রহ করত

ল্যাম্বি স্মার্ট ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'কর্নেলের অর্ডার, সার। আয়ান রবিন্সের সঙ্গে এই দু'টোকেও একই সেলে বন্দি করে রাখতে হবে। এদের কী শাস্তি হবে সেটা পরে ঠিক করবেন উনি।'

'বুঝেছি,' কড়া গলায় বলল লেফটেন্যান্ট। 'গার্ডরুমে নিয়ে এসো ওদের।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়িয়েছে লেফটেন্যান্ট, অর্থাৎ কাহিনীর সবটুকুই বিশ্বাস করে বসে আছে। রানা আর পলাকে পাথুরে একটা প্যাসেজ ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রায় বদ্ধ জায়গাটায় প্রতিটা শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, যাদের ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে তাদের জন্য এটা একটা দোজখ। গার্ডরুমে ঢুকবার পর হাতের ইশারায় রানা আর পলাকে সার্চ করতে নির্দেশ দিল লেফটেন্যান্ট।

ক্যাকো স্যালিউট করে বলে উঠল, 'ধরেই প্রথমে সার্চ করেছি আমরা, সার। আর কিছু নেই এদের কাছে।'

'ভালোই কাজ দেখিয়েছ তোমরা।' কড়া চোখে রানার দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। 'মাসুদ রানা, না? কর্নেল বলেছেন তুমি নাকি খুবই বিপজ্জনক লোক। আমার ধারণা আজ রাতে তোমার দাঁতগুলো একটা একটা করে প্লায়ার্স দিয়ে টেনে তোলা হবে।'

হতাশায় কাঁধ ঝুলিয়ে দাঁড়াল রানা। ওর চেহারা দেখে মনে হলো শেষ আশাও বিলীন হয়েছে ওর অন্তর থেকে। পলার দিকে মনোযোগ দিল এবার লেফটেন্যান্ট। আতঙ্কিত চেহারা পলার, তবে এখনও যথেষ্ট আকর্ষণীয়া। হাল ছেড়ে দেওয়া ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পলা, সেটা হয়তো লেফটেন্যান্টকে আরও বেশি প্রলোভিত করল। সামনে বাড়ল সে, তর্জনী দিয়ে পলার চিবুকটা উঁচু করে ধরল। 'আর তুমি, সুন্দরী। তোমাকেও দরকার হবে আমাদের, তবে দরকার হবে বিছানায় আনন্দ দেওয়ার জন্য। তার আগে অবশ্য ক্যাসিনোর টাকাগুলো কোথায় আছে তার হদিশ দেবে তুমি।' লেফটেন্যান্টের কালো চোখ চকচক করে

উঠল। 'কোথায় আছে ক্যাসিনোর ভল্ট? অনেক খুঁজেও পায়নি আমাদের কেউ।'

পলাকে দেখে মনে হলো আশার আলো দেখতে পেয়েছে। থেমে থেমে বলল, 'আমি জানি। আমি চিনি জায়গাটা। মুখে বলে বোঝাতে পারব না কোথায়...কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিলে আমি...'

খুব কুৎসিত শোনাল লেফটেন্যান্টের খ্যাখ্যাখ্যাখ্যা হাসি। 'কী যে বলো, সোনামণি! মাসুদ রানাকে তো ছাড়বোই না, তোমার ব্যাপারটাও ভেবে দেখতে হবে। রানা বা তোমাকে এখন ছেড়ে দিলে কর্নেল আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারবেন। কেন জানি না, কর্নেল ম্যারোন মাসুদ রানার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের সবাইকে।'

ব্যগ্রতার সঙ্গে লেফটেন্যান্টের সামনে চলে গেল পলা, কাতর স্বরে বলল, 'তা হলে শুধু আমাকে ছাড়ুন? শুধু আমি আর আপনি জানব ক্যাসিনোর লাভের সমস্ত টাকা কোথায় রাখা আছে।'

লোভের ছাপ পড়ল লেফটেন্যান্টের চেহারায়। পলার উপর থেকে চোখ না সরিয়েই ল্যাম্বি আর ক্যাকোকে সে বলল, 'তোমাদের একজন এখানে থাকো, অন্যজন নিয়ে যাও মাসুদ রানাকে।'

একজন গার্ড দিয়ে ওকে পাঠানো হচ্ছে দেখে লেফটেন্যান্টের ভুল সিদ্ধান্তে খুশি হয়ে উঠল রানা। সেই একজন আবার ক্যাকো বা ল্যাম্বি। একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল রানা, ভাব দেখে মনে হলো ঝুঁকি নিয়ে হলেও গার্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কি না ভাবছে। মনে মনে পরিস্থিতিটা যাচাই করে দেখল, লেফটেন্যান্টকে কাবু করতে ইউনিসের পাঠানো এই দু'জনের একজন এবং পলাই যথেষ্ট। কিন্তু আপাতত তেমন কিছু ঘটুক তা চাইছে না ও। তাতে আওয়াজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা হলে আরও সৈন্য চলে আসতে পারে। রানার নড়াচড়াটা খেয়াল করেছে লেফটেন্যান্ট। দাঁত খিঁচাল সে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তারও যাওয়া দরকার

রানার সঙ্গে। ল্যাম্বি আর রানার পিছনে দরজা পার হয়ে করিডর ধরে এগিয়ে চলল সে। মধুঝরা কণ্ঠে পলা পিছন থেকে বলল, 'লেফটেন্যান্ট, আমি কিন্তু অপেক্ষায় থাকলাম।'

মার্চ করে এগিয়ে চলেছে লেফটেন্যান্ট। ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল রানা। বুঝতে পারছে লেফটেন্যান্টের মন এখন ডিউটিতে পুরোপুরি নেই। থাকতে পারে না। ক্যাসিনোর টাকার চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। পলার সান্নিধ্যের চিন্তাও অস্থির করে তুলেছে তাকে—ভাবছে, কী মজা হবে বিছানায়!

হলের শেষ মাথায় পৌঁছে পাথরের স্ল্যাবের একটা দরজা খুলল লোকটা, রানা আর ল্যাম্বিকে এগোতে বলে পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা। গ্র্যানিটের ওই স্ল্যাব বন্ধ হওয়ার পর নীচের কোনও শব্দই উপর পর্যন্ত পৌঁছুবে না। গোল প্যাঁচানো একটা সিঁড়ি বেয়ে আরেকটা প্যাসেজে চলে এলো ওরা। এখানে গম্বুজাকৃতি ছাদের লাইমস্টোন স্ট্যালাকটাইট থেকে পানি ঝরছে ফোঁটা-ফোঁটা, তৈরি করছে কিম্ভূতকিমাকার মসৃণ স্তম্ভ। লেফটেন্যান্টের লণ্ঠনের আলোয় চিকচিক করছে ওগুলো আলোর আর কোনও উৎস নেই এখানে। এবার সামনে চলে গেল লেফটেন্যান্ট, শূন্য সেলগুলো পার হচ্ছে। দু'পাশে দশটা-বারোটা সেল পেরোনোর পর শেষমাথায় পৌঁছে ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ বিরাট একটা চাবি বের করল সে পকেট থেকে, তালা খুলে রানাকে ভিতরে ঢুকতে ইশারা করল

পিছনের দেয়ালের কাছে সবুজ শ্যাওলা ছাওয়া মেঝেতে বসে আছেন ডক্টর আয়ান রবিন্স। একটা হাঁটু দেহের নীচে ভাঁজ করা। অন্য পা-টা বিশ্রী ভাবে ফুলে আছে। এক হাত দেয়াল থেকে বের হওয়া একটা শেকলের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ দিয়ে আটকানো।

সেলের দরজা খোলার শব্দে মাথা তুললেন তিনি, আলোর বিপরীতে দেখতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে দেখতে পেলেন রাইফেলধারী গার্ড আর লেফটেন্যান্টকে। কাঁধ ঝুলে পড়ল তাঁর।

মাথাটাও ঝুঁকে এলো বুকের কাছে। তাঁর বুকের সামনে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট, খ্যাখ্যাখ্যাখ্যা করে সেই বিচ্ছিরি হাসিটা হাসল, তারপর হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে একপাশে সরে দাঁড়াল। এখন সে একই সঙ্গে ডক্টর আয়ান রবিন্স আর রানার উপর নজর রাখতে পারবে। রানা খেয়াল করল, এই সেলে তারা নেই। আস্তে আস্তে রিভলভারের নল রানার পেটে তাক করতে শুরু করল লেফটেন্যান্ট।

'ডক্টর,' অস্ত্র তাক করার ফাঁকে মসৃণ গলায় বলল সে। 'আপনি কি ভেবেছিলেন দ্বীপে আপনার কোনও সক্ষম মিত্র আছে? এমন একজন লোক আছে, যে একবার আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে, আবারও করতে পারে? তাকে আমি আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আপনার সঙ্গেই তাকে রেখে যাব। তার আগে নিশ্চিত করতে হবে এ যাতে এখানেই থাকে, যাতে পরে কর্নেল ম্যারোন একে জিজ্ঞেসাবাদ করতে পারেন।'

রানার পিছনে হঠাৎ বড় করে দম নিল ল্যাম্বি।

দুটো উপায় আছে এখন রানার সামনে। এক পাশে সরে দাঁড়াতে পারে ও, ল্যাম্বিকে গুলি করার সুযোগ দিতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে হয়তো আগেই ট্রিগার টিপে দেবে লেফটেন্যান্ট। ল্যাম্বি তা হলে মারা যাবে। আরেকটা কাজ করতে পারে ও, লেফটেন্যান্টের মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করে ওয়ালথারটা বের করার চেষ্টা করতে পারে।

রানার চিন্তা শেষ হওয়ার আগেই কালচে-ধূসর একটা মস্ত ইঁদুর লণ্ঠনের আলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে লেফটেন্যান্টের বুটের উপর দিয়ে পার হতে শুরু করল। কোনও তাড়া নেই ওটার। কালচে কুৎসিত প্রাণীটাকে চোখের কোণে দেখল লেফটেন্যান্ট, লাফ দিয়ে সরে গেল সে, তারপর গুলি করল ইঁদুরটাকে লক্ষ্য করে। তার রিভলভারটা যথেষ্টরও বেশি সময়

রানার উপর থেকে সরে গেছে। ওয়ালথারটা হাতে চলে এসেছে রানার। ঠিক চোখে গুলি করল ও। পড়ে যেতে শুরু করল লেফটেন্যান্ট, তার হাত থেকে উড়াল দিল লণ্ঠন। খালি হাতে ওটা খপ করে ধরল রানা, হাতে গরম কাঁচের ছ্যাকা খেল। মনের উপর জোর খাটিয়ে জিনিসটাকে অক্ষত অবস্থায় আস্তে করে নামিয়ে রাখল ও। মৃত লেফটেন্যান্ট মেঝেতে পড়ে আছে, সবুজ শেওলায় রক্তের লাল দাগ ছড়াতে শুরু করেছে।

ল্যাম্বির গলা দিয়ে সন্তুষ্টির একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। ওর কাঁধে হালকা একটা চাপড় মেরে প্রেসিডেন্ট রবিন্সকে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল রানা। এখনও চোখ কুঁচকে রেখেছেন ডক্টর আয়ান রবিন্স, আলোতে এখনও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি।

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না,' কাঁপা গলায় বললেন তিনি। 'কর্নেল হুয়ান ম্যারোন আমাকে দেশে ফিরে ক্ষমতা নিতে অনুরোধ জানাল, তারপর ক্যু করল। কেন? আপনাকেই বা এখানে আনা হলো কেন? আর এই সৈনিকের সঙ্গে আপনার এতো সুসম্পর্কই বা কীভাবে হলো?'

'পরে আমরা এ-বিষয়ে কথা বলব,' জানাল রানা, 'শুধু এটুকু জেনে রাখুন, জনগণ আপনাকে চায়। আর্মির বেশিরভাগ সদস্যও আপনাকেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে চায়। কিন্তু আপাতত তারা নিরুপায়। আমেরিকাকে গ্র্যান্ড লাক্রেযারে মিসাইল ঘাঁটি তৈরি করতে দেয়ার বিনিময়ে আমেরিকার সরকারের সঙ্গে কোনও ধরনের চুক্তিতে এসেছে কর্নেল হুয়ান ম্যারোন। হয়তো শীঘ্রি আমেরিকান আর্মির প্রতিনিধিদল পৌঁছে যাবে এই দ্বীপে।' প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলতে ভদ্রলোকের পা দেখাল রানা। 'কতোটা খারাপ, জখম?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর আয়ান রবিন্স। 'আমার পা-টা ভেঙে দিয়েছে।'

'চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে,' বলল রানা। এবার জিজ্ঞেস করল,

'ডক্টর রবিন্স, আপনি কি জানেন তারা ইরতিজার কী হয়েছে? ওকে কি বাকি টুরিস্টদের মতো ক্রুজ শিপে তুলে দিয়েছে কর্নেল হুয়ান ম্যারোন?'

'না,' প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন ডক্টর রবিন্স। 'আমাকে যেসব সৈন্যরা বন্দি করে, তাদের মুখে শুনেছি ডক্টর আহমেদ ইরতিজার সঙ্গে বিশেষ কোনও চুক্তিতে আসার জন্য তারাকে ব্যবহার করতে চায় কর্নেল হুয়ান ম্যারোন। ও কোথায় জানি না, কিন্তু আমার সঙ্গে ওকে এই দুর্গে আনা হয়নি।'

রানার নির্দেশে দ্রুত হাতে লেফটেন্যান্টের পকেট সার্চ করল ল্যাম্বি। ডক্টরের হ্যান্ডকাফের চাবিটা মৃত লোকটার কাছে নেই। লণ্ঠন ধরে শেকলটা পরখ করে দেখল রানা। গুলি করে ওটা ছেঁড়া সম্ভব, কিন্তু বেশি গুলি নেই ওর কাছে। উপরতলায় হয়তো গুলিগুলো অনেক বেশি কাজে আসবে। একটা গুলির তফাৎই হয়তো স্থির করবে ওরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে কি না।

পাথরের খাঁজে চুনামাটিতে যেখানে শেকলটা গজাল দিয়ে আটকানো আছে সেখানটা অন্তত কয়েকশো বছরের পুরনো। পানি চুইয়ে পড়ায় শেকলেও পুরু হয়ে জং পড়েছে। দেয়ালে এক পা ঠেকিয়ে শেকল ধরে গায়ের জোরে টান দিল রানা। দেয়ালের ভিতর থেকে এক ইঞ্চি বেরিয়ে এলো শেকলের গজাল। আবার টান লাগাল রানা। নড়ল না গজাল। আরও বার কয়েক টেনেও কোনও লাভ হলো না। গজালটা খুঁড়ে বের করতে হবে।

হাতের ঝাঁকিতে খাপ থেকে স্টিলেটো বের করে ফেলল রানা। ওটার চোখা মাথার খোঁচায় একেকবারে একেকটা করে নুড়ি পাথর খসে পড়তে শুরু করল চুনা মাটির আস্তরণ থেকে। গজালটা ধরে নাড়ছে ল্যাম্বি। যতোটা সময় লাগবে ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি সময় লাগছে শেকলটা দেয়াল থেকে খুলে আনতে। সেলের এই শীতল স্যাঁতসেঁতে পরিবেশেও দরদর করে ঘামছে

রানা। মাথায় একটাই চিন্তা আপাতত, শীঘ্রি যদি লেফটেন্যান্ট উপরতলায় দেখা না দেয় তা হলে এক বা একাধিক সশস্ত্র সৈনিক তাকে খুঁজতে চলে আসতে পারে।

গজালের একধারে গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে রানা। এবার নীরব সঙ্কেতের মাধ্যমে একসঙ্গে শেকল ধরে টান দিল ও আর ল্যাম্বি। কট করে আওয়াজ হলো একটা, শেকলটা ছিঁড়ে গেল মাঝখান থেকে। পিচ্ছিল শেওলার উপর মাতালের মতো কয়েক পা পিছিয়ে তারপর ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল রানা আর ল্যাম্বি। ঝাঁকি খেয়ে সামনে বাড়লেন ডক্টর আয়ান রবিন্স।

সামলে নিয়ে শেকলের একমাথা ডক্টরের প্যান্টের পকেটে গুঁজে দিল রানা, তারপর ল্যাম্বির সাহায্য নিয়ে ভদ্রলোককে ভালো পা-টার উপর দাঁড় করাল ওরা। ল্যাম্বির হাতে খানিকক্ষণের জন্য তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে দিল রানা, লেফটেন্যান্টের সোনালী কারুকাজ করা কোটটা খুলে নিল। কোমরের বেল্টও খুলে ফেলল, তারপর অস্ত্রটা কুড়িয়ে ধরিয়ে দিল ল্যাম্বির হাতে। নিজে এবার ও ডক্টর রবিন্সের দায়িত্ব নিল। ল্যাম্বিকে বলল, 'ওই জ্যাকেট খুলে ফেলো। লেফটেন্যান্টের কোটটা পরে ফেলো জলদি। তোমাকে খুব দ্রুত কমিশন দেওয়া গেল।'

নির্দেশ পালন করল ল্যাম্বি। রিভলভার কোমরে গুঁজে রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল ও। এবার দু'জন মিলে ধরে ডক্টর রবিন্সকে সাবধানে গার্ডরুমে নিয়ে এলো ওরা।

ওদের দেখে স্বস্তির শ্বাস গোপন করতে পারল না পলা। একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিল সে ডক্টর রবিন্সের বসার জন্য, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এতোক্ষণ লাগল কেন তোমাদের? আরেকটু দেরি করলেই কী হয়েছে দেখতে যেতাম আমরা।' ডক্টরের দিকে তাকাল পলা। 'খোদা! কী করেছে ওরা এঁকে?'

ক্যাকোকে ইশারায় ড্রয়ার দেখাল রানা, 'চাবি আছে কি না

খুঁজে দেখো।'

উপরের ড্রয়ারটা খুলেই একগাদা চাবি পেয়ে গেল ক্যাকো, রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল। একটা একটা করে পরখ করে দেখতে শুরু করল রানা, কিছুক্ষণ পর আসলটা পেল। কিন্তু হ্যান্ডকাফের তালায় এতো জং ধরে গেছে যে চাবি দিয়ে তালা খুলবার পরও পেপার ওয়েটের কয়েকটা বাড়ি লাগল হ্যান্ডকাফ খুলতে। এবার ও দেখতে পেল হ্যান্ডকাফের ভিতরের সরু সরু পেরেক ডক্টরের কব্জিতে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। শুকনো রক্ত কালচে হয়ে জমে আছে জখমগুলোয়। সেগুলোয় মেখে আছে জং। অথচ এখন ক্ষতগুলো ধোয়ার কোনও উপায় নেই। গার্ডরুমে কোনও ফার্স্ট এইড কিট নেই। পরে করতে হবে পরিচর্যা।

কীভাবে দুর্গ থেকে বের হবে সেই পরিকল্পনাটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা এবার। ল্যাম্বি তার নতুন ইউনিফর্ম পরে দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে। ড্র-ব্রিজে প্রহরারত সৈনিককে ক্যাকো জানাবে, লেফটেন্যান্ট তাকে ভিতরে ডাকছেন। যখন সে আসবে, অতর্কিতে তাকে নিরস্ত্র করা হবে। তারপর হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রাখা হবে গার্ডরুমে।

সদর ফটকের বাধা দূর হলে পলা যাবে গাড়ির জন্য। ওটাকে ড্র-ব্রিজের কাছে নিয়ে আসবে ও। ওখানে ডক্টর রবিন্সকে গাড়িতে তোলা হবে। পিছনের সিটের পাদানিতে লুকিয়ে শুয়ে থাকবে রানা আর ডক্টর রবিন্স। লেফটেন্যান্টের ইউনিফর্ম পরা ল্যাম্বি থাকবে ক্যাকো আর পলার মাঝখানে, সামনের সিটে।

সেন্ট্রি পোস্টে ল্যাম্বি লেফটেন্যান্টের ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় তার রিভলভারটা তাক করে ধরবে পলার দিকে। পলার দিকে তাকিয়ে থাকবে সে। ক্যাকো কর্পোরালকে জানাবে, কর্নেল নতুন নির্দেশ দিয়েছেন, মেয়েটাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। যদি এতে কাজ হয় তো ভালো, নইলে ল্যাম্বি আর ক্যাকোর কাছে অস্ত্র

আছে। রানার ওয়ালথারও তৈরি থাকবে। তিনজনের বিরুদ্ধে তিনজন, লড়াইটা খুব কঠিন হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে চমক দেওয়ার সুযোগ যখন পাওয়া যাবে।

ক্যাডিলাক পর্যন্ত পৌঁছুতে এবং ওটাতে ডক্টর রবিন্সকে তুলতে বিশেষ কোনও ঝামেলা পোহাতে হলো না। সহজেই ফাঁদে পড়ে বন্দি হলো সেন্ট্রি। হেডলাইট জ্বেলে টিলা বেয়ে নীচের দিকে রওনা হলো পলা। সেন্ট্রিবক্সের কর্পোরাল আর তার দুই সৈনিক গাড়ির আলো দেখে রাস্তায় এসে দাঁড়াল, তবে রাস্তা আটকাল না। তাদের বন্দিকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা কারও মাথায় আসবার কথা নয়। রুটিন চেক করবার জন্য একটা হাত তুলল কর্পোরাল। ক্যাকো একটু সামনে ঝুঁকল যাতে ল্যাম্বিকে সৈনিকরা স্পষ্ট দেখতে না পায়। কথাবার্তায় তাকে অত্যন্ত বিরক্ত বলে মনে হলো।

'কর্নেল মত বদলেছেন। উনি চান মেয়েটাকে এখনই তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হোক।'

কর্পোরাল চিন্তিত হয়ে পড়ল। ল্যাম্বির উদ্দেশে বলল, 'লেফটেন্যান্ট, আপনি যদি একে নিজে নিয়ে যান তা হলে দুর্গের দায়িত্বে থাকবে কে?'

'তুমি!' ধমকে উঠল ল্যাম্বি। 'আমি ফিরে আসার আগে কাউকে দুর্গে ঢুকতে দেবে না তুমি ভুলেও। এগোও মেয়ে। কর্পোরাল, রাস্তা ছাড়ো!'

লাফ দিয়ে পিছু হটল কর্পোরাল। আসল লেফটেন্যান্টের সঙ্গে ল্যাম্বির কণ্ঠস্বর আর বাচনভঙ্গির মিল নেই। 'এক মিনিট! দাঁড়ান! আপনি তো লেফটেন্যান্ট...কী ব্যাপার?'

একটা অস্ত্রের গর্জন শুনতে পেয়ে হাঁটুর উপর ভর করে উঁচু হলো রানা। ক্যাকো কর্পোরালকে গুলি করেছে। সাধারণ সৈনিক দু'জন মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেছে। পলা গাড়িটা দ্রুত সামনে

বাড়ানোয় একজন দরজার হ্যান্ডেল ধরে ফেলল। ওয়ালথারের এক গুলিতে লোকটাকে শুইয়ে দিল রানা। দ্বিতীয়জন রাইফেল তুলেছে। রানার দ্বিতীয় গুলি সিধে তার পেটে গিয়ে গাঁথল। ট্রিগারে টান পড়ায় হুঙ্কার ছাড়ল সৈনিকের রাইফেল, গাড়ির দরজায় এসে বিঁধল শক্তিশালী বুলেট।

আর কোনও বাধা নেই। এঁকেবেঁকে পাহাড়ি পথ বেয়ে টিলা থেকে নেমে চলেছে ক্যাডিলাক। সমতলে পৌঁছুনোর একটু আগে ক্যাডিলাকটার এঞ্জিন বারকয়েক কেশে স্তব্ধ হয়ে গেল! আওয়াজটা চেনে রানা। তেল ফুরিয়ে গেছে। আস্তে করে থামল ক্যাডিলাক সমতলে খানিকটা গড়িয়ে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানার দিকে ফিরে তাকাল পলা। শহরে মার্শাল ল জারি করা হয়েছে, একটা পেট্রল পাম্পও খোলা পাওয়া যাবে না। এদিকে ডক্টর রবিন্সের অবস্থা এমন নয় যে তিনি পাহাড়ি পথে এত দূর হাঁটতে পারবেন। এতোটা পথ বয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।

তাঁকে হয়তো পয়েন্সিয়ানা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। তারপর কী হবে? তিনি মুক্তি পেয়েছেন এ-খবর প্রকাশ হওয়ার পর পোর্ট অভ স্পেইনের ধারে-কাছে কোথাও ডক্টর রবিন্স নিরাপদ নন। রানা স্পষ্ট বুঝতে পারছে, আরেকটা গাড়ি দরকার ওদের। দরকার খুব জরুরি ভিত্তিতে। ওরা এখনও যথেষ্ট উঁচু জমিতে আছে, ফলে সৈকতের রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে এখান থেকে। পুরনো শহরের খানিকটা দূরে একটা জিপ পার্ক করা আছে, হলদে আলোয় দেখতে পেল রানা। ওটার কাছেই হাঁটাহাঁটি করছে কালো কয়েকটা ছায়া। হাইওয়ের মাঝখানে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন রেখেছে তারা। কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের আরেকটা রোডব্লক। ল্যাম্বি আর ক্যাকোকে জিপটা দেখাল রানা।

'ওই যে আমাদের গাড়ি। ওটা পেতে হলে কতজনকে সরাতে হবে আমি জানি না। কিন্তু গোলাগুলি চলবে না। আরও সৈন্য

চলে আসতে পারে তা হলে। ল্যাম্বি, ক্যাকো, তোমরা দু'জন গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ জুড়বে, আমি যাব পেছন থেকে।' মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। 'পলা, তোমার কাছে অস্ত্র আছে?'

যেন ভয়ঙ্কর অপমান করা হয়েছে, এমন ভাবে তাকাল পলা। 'আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি ন্যাংটো?'

'তা হলে তুমি ডক্টরের সঙ্গে থাকো। কেউ এলে গুলি করবে। তবে তার আগে নিশ্চিত হয়ে নেবে সে আমাদের কেউ নয়।'

কালো রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল ল্যাম্বি আর ক্যাকো। টিলার দিকে মুখ করা বাড়িগুলোর পিছনে চলে এলো রানা। এদিকে কটেজগুলো পরস্পরের গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর পিছনে আরেক সারি কটেজ। বাড়িগুলো পেরোনোর পর জঙ্গল শুরু হলো। লণ্ঠনটা দূরে রাস্তার উপর মিটমিট করে জ্বলছে।

ফার্ন আর সবুজ লতা রানার এগিয়ে চলার সব আওয়াজ চেপে দিচ্ছে। খানিকটা দূর থেকে জিপের পিছনে উঁকি দিল রানা। প্রহরারত সৈনিকদের অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কথা বোঝা যাচ্ছে না, তবে হাসাহাসিতে বোঝা গেল ল্যাম্বি আর ক্যাকো যা বলছে তা খুব হাসির কিছুই হবে। চারজন সৈনিক, পেট চেপে ধরে দু'ভাঁজ হয়ে হাসছে। তাদের পিঠ রানার দিকে। দ্রুত নিঃশব্দে এগোল রানা, ওয়ালথারটা তাক করে একদম কাছে গিয়ে হঠাৎ ঐশীবাণীর মতো নির্দেশ দিল, 'তোমাদের ওপর অস্ত্র তাক করে রাখা হয়েছে। কেউ নড়বে না!'

হাসির ঝর্না একটা সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের মধ্যেই থেমে গেল। আইসক্রীমের মতো জমে গেল সৈনিকরা। ল্যাম্বি পিছাল, রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছে। তার কোটের সোনার ব্রেইড চকচক করছে লণ্ঠনের হলদে আলোতে। ক্যাকো লাফ দিয়ে জিপে উঠল, একটু পরই নেমে এলো দড়ি হাতে। সৈনিকদের মাথা তাকে অনুসরণ করল। এক পাশ থেকে আতঙ্কিত এবং বিস্মিত সৈনিকদের

চেহারা দেখতে পেল রানা। ক্যাকো ঝটপট বেঁধে ফেলল চার সৈনিককে। ল্যাম্বির রাইফেলের সহায়তায় শেষজনকে যখন সে বাঁধছে, সেই ফাঁকে জিপের ফুয়েল গজ পরীক্ষা করে দেখল রানা। জিপের ট্যাঙ্ক পেট্রলে পুরোপুরি ভর্তি।

'তোমরা লণ্ঠনটা রাস্তা থেকে সরিয়ে তারপর এদের ঝোপঝাড়ের মধ্যে রেখে আসো,' বলল রানা। 'আমি ডক্টরকে নিয়ে আসছি।'

জিপটা ছোট, বামন আকৃতির। ওটা চালিয়ে ক্যাডিলাকের কাছে ফিরল রানা। মনে মনে ভাবছে সাইফন করে যদি বাঁটকু জিপের ফুয়েল ক্যাডিলাকে ভরা যেত তা হলে একটা কাজের কাজ হতো। আলোরও দরকার অনুভব করল। জিপের হেডলাইট কাজ করে না। ক্যাডিলাকের পিছনের দরজা খুলে ফেলেছে পলা, সিটের একধারে বসে আছেন ডক্টর রবিন্স। তাঁকে সাবধানে তুলে জিপের পিছনের সিটে বসিয়ে দিল রানা।

'একরত্তি জায়গা থাকবে না জিপে,' পলাকে তাকাতে দেখে মন্তব্য করল রানা। হুইলের পিছনে বসে পড়ল ও। ওর পাশেই বসল পলা। রানা বলল, 'ল্যাম্বি আর ক্যাকো বাম্পারের ওপর বসতে পারবে পয়েন্সিয়ানা পর্যন্ত। তারপর বাড়ি ফেরার জন্যে নিজেদের পথ করে নেবে ওরা।'

এছাড়া আর কোনও উপায় নেই, কিন্তু ব্যবস্থাটা খুব অসুবিধেজনক ঠেকল। হেডলাইট আর পথনির্দেশনা ছাড়া পাহাড়ি পথে চলা প্রায় অসম্ভব। অন্ধকারে ওইসব পাহাড়ি তীক্ষ্ণ বাঁক আর পার্শ্ববর্তী খাদের কথা ভেবে রানার মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে ঠাণ্ডা অনুভূতি নামল। পয়েন্সিয়ানার সামনে এসে ইচ্ছের বিরুদ্ধে জিপের ফেন্ডার থেকে নামল ক্যাকো আর ল্যাম্বি। আবার রওনা হলো রানা।

প্রেসিডেন্ট রবিন্স জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় আমাকে নিয়ে

যাচ্ছেন আপনি?'

'আবি ইউনিসের কাছে।'

'আপাতত ওর সাহায্য আমার দরকার,' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন ডক্টর রবিন্স। 'তারপর আবার সমতলে নামব আমি। মানুষ আমার কথা শুনবে।'

অলীক কল্পনায় তাঁকে ডুবে থাকতে বাধা দিল না রানা। অস্ত্রের মুখে কে-ই বা নিজের জীবন বিপন্ন করতে চায়! নানা দুশ্চিন্তায় ভারী হয়ে আছে রানার অন্তর। তর্ক করা বা বোঝানোর মানসিকতায় নেই এখন ও। তারাকে উদ্ধার করতে হবে। এই দ্বীপরাষ্ট্রে ওর ভালোমন্দ দেখাই রানার প্রধান দায়িত্ব ছিল। পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে ও। একটা কর্তব্য নিয়ে এসেছিল, পারেনি সেই কর্তব্য অনুযায়ী কাজ করতে। মেয়েটাকে যেভাবে হোক নিরাপদে পৌঁছে দিতে হবে ওর বাবার কাছে।

জিপটাকে যতোটা সম্ভব দ্রুত ছোটাচ্ছে রানা। গ্যাস প্যাডেল মেঝে ছুঁয়ে আছে। যতো দ্রুত আয়ান রবিন্স আর পলাকে ও নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পারবে, ততো দ্রুত শহরে ফিরতে পারবে ও তারা ইরতিজার খোঁজে। পিছলে একটা বাঁক ঘুরল জিপ, তারপরই সামনে লণ্ঠনের আলো দেখতে পেল রাস্তায়। আরেকটা রোডব্লক!

'মাথা নিচু করে রাখো, পলা,' নির্দেশ দিল রানা। 'শক্ত করে ধরে বসো।'

গতি কমাল রানা। ও মনে মনে চাইছে সামনে অপেক্ষারত সৈনিকরা ভাবুক ও থামবে। সৈনিকদের মনে কোনও সন্দেহ না জাগিয়েই কাছাকাছি চলে যেতে হবে ওকে। তারপর লোকগুলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই দ্রুত পেরিয়ে যেতে হবে রোড ব্লক। এতোক্ষণ অন্ধকারে গাড়িটা চালিয়ে আনায় এখন লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে রানার চোখ। সৈনিকদের কাছ

থেকে মাত্র তিরিশফুট দূরে থাকতে বিরাট ট্রাকটা দেখতে পেল ও। ওটার পিছনে মাথা তুলে আছে একটা র‍্যাপিড ফায়ার হাউইটযার। ট্রাকটা পুরো রাস্তা জুড়ে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পার হওয়ার উপায় নেই।

রাস্তার এক ধারে জলার পানিতে লণ্ঠনের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। অন্যদিকে জন্মেছে পাম গাছ। পাম গাছ পানিতে জন্মায় না, তার মানে ওদিকে শক্ত জমি আছে। কিন্তু গাছগুলো ঢালের গায়ে যেভাবে ঘন হয়ে জন্মেছে তাতে জিপটার ওগুলোর ভিতর দিয়ে পথ করে নেওয়া কঠিন হবে। হয়তো আটকেই যাবে জিপ। তবু এটাই সৈনিকদের এড়ানোর একমাত্র উপায়। সে-চেষ্টাই করবে ও।

বনবন করে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাল রানা, ওর পা চেপে বসল অ্যাক্সেলারেটরে। রাস্তা থেকে নেমে পড়ল জিপ। থামতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সৈনিকদের চিৎকার শুনতে পেল রানা। তারপর একটা রাইফেল গর্জে উঠল। পাম গাছের পাতা ছিদ্র করে বেরিয়ে গেল বুলেট। সতর্ক করতে গুলিটা করা হয়েছে। পলা সিটে প্রায় ঘুরে বসেছে, পাল্টা গুলি করল। ফিরেও তাকাল না রানা, ওর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে পাম গাছগুলোকে এড়াতে। জিপটা ডাঙায় তোলা মাছের মতো লাফাচ্ছে। একটা পাম এড়াতে গিয়ে দু'চাকায় কাত হয়ে গেল জিপ, আরেকটু হলেই উল্টে যাচ্ছিল, তারপর আবার সোজা হলো। গাছের ফাঁকে জিপ ঢুকিয়ে দিল ও। চারটে ফেন্ডারই গাছে ঘষা খেয়ে কর্কশ আওয়াজ করছে। দেখতে পাচ্ছে না, ফলে আওয়াজ লক্ষ্য করে গুলি করছে সৈনিকরা। ট্রাকটা পার হয়েই আবার রাস্তায় জিপ তুলল রানা। ওর জন্য আরেকটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

ট্রাকের এপাশে একটা জিপ আছে। সেটার দিকে ছুটছে চারজন সৈন্য। ওটা পার হওয়ার সময় আর্মির লোকদের জিপটায়

উঠতে দেখল রানা। আয়ান রবিন্স ভাঙা পায়ের ব্যথায় গোঙাচ্ছেন। রাস্তায় ওঠার আগে পর্যন্ত প্রচুর ঝাঁকি সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। আয়ান রবিন্সের মাথার উপর দিয়ে গুলি করছে পলা। রানা চেষ্টা করছে ছোট্ট জিপের কাছ থেকে যতোটা সম্ভব গতি আদায় করতে। তাতে কোনও লাভ হবে বলে মনে হলো না। জিপের একটা চাকা ফুটো হয়ে গেছে বুলেটের আঘাতে।

পলা উত্তেজিত স্বরে জানাল, 'ওরা কাছে চলে আসছে, রানা!'

বলার দরকার ছিল না। গুলির শিস শুনতে পাচ্ছে রানা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেলের হুঙ্কার। ওয়ালথারটা পলার হাতে দিল রানা। 'চাকায় লাগাতে চেষ্টা করো। চাকা!'

দু'হাতে ওয়ালথার তুলল পলা, কিন্তু চলন্ত গাড়ি থেকে আরেকটা চলন্ত গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি করলে তাক করার বিশেষ অবকাশ থাকে না।

অস্ফুট একটা আওয়াজ করল পলা। রানা মনে করেছিল গুলি লেগেছে, কিন্তু হাঁটু মুড়ে বসল মেয়েটা। রিয়ার ভিউ মিররে কারণটা দেখতে পেল রানা। পিছনের গাড়িটা যেন মাতাল কোনও ড্রাইভার চালাচ্ছে। প্রচণ্ড গতিতে আধপাক ঘুরে জলার মধ্যে গিয়ে পড়ল ওটা। ডুবে গেল প্রায় দেখতে দেখতে। জলার পানির উপর বড় বড় বুদ্বুদ উঠতে শুরু করল। মিলিয়ে গেল ওটার হেডলাইটের আলো।

ওয়ালথারটা সিটের উপর রেখে ঘুরে বসল পলা। ফুটো টায়ারের কারণে ছেঁচড়ে এগিয়ে চলেছে রানার জিপ। জিপের এঞ্জিনের আওয়াজই বনের ভিতর একমাত্র আওয়াজ নয়। বাঁশ দিয়ে লগ ড্রামে বাড়ি মেরে সঙ্কেত আদান-প্রদান করছে কারা যেন।

আওয়াজটা মৃদু শোনাচ্ছে। ভুতুড়ে লাগছে শুনতে। হয়তো ক্যাকো আর ল্যাম্বি তাদের উপজাতির কাছে খবর পাঠাচ্ছে। অথবা জানানো হচ্ছে ওদের অগ্রগতির কথা। জঙ্গলে মিশে অপেক্ষায় আছে হয়তো আদিবাসীরা।

আওয়াজটা দ্রুত হলো। মনে হচ্ছে জরুরি খবর পাঠানো হচ্ছে। পিছনের সিট থেকে ডক্টর আয়ান রবিন্স দুর্বল স্বরে কথা বলে উঠলেন। 'আমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে। দ্রুত কাছে চলে আসছে ওরা।'

অ্যাক্সেলারেটরে আবার পা চেপে বসল রানার, ছোট্ট জিপটার কাছ থেকে শেষ শক্তিটুকুও নিংড়ে বের করে নিতে চাইছে ও।

ছয়

রাস্তার বেশ কিছুটা সামনে একটা মশাল জ্বলছে। সঙ্কেত দেওয়া হচ্ছে ওদের, বাঁক নিতে হবে। বিনা প্রশ্নে বাঁক নিল রানা, বালির রাস্তায় পড়ল। আরেকটা মশাল লেগুনের তীরের কাছে সঙ্কেত দিচ্ছে। ওটার কাছে পৌঁছে জিপ থামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা।

ইউনিসকে দেখতে পেল ও। এখন তার পরনে সাদা আলখেল্লা নেই; শুধু সরু এক চিলতে কাপড় দিয়ে গোপনস্থান ঢেকে রেখেছে। এঞ্জিন বন্ধ পরবর্তী নীরবতায় পিছনে ফেলে আসা রাস্তায় একটা ভারী এঞ্জিনের একটানা গর্জন শুনতে পেল রানা। বুঝতে পারছে সময় শেষ হয়ে আসছে। পালাবার পথ নেই। ওদের পিঠ সাগরের দিকে। ওর ওয়ালথারটা খালি। সৈনিকদের রাইফেলের বিরুদ্ধে স্টিলেটো দিয়ে কী করবে ও! পলা নেমে পড়েছে জিপ থেকে, স্যান্ডেল খুলে ফেলল, এবার হাতের ইশারায় রানাকে নামতে বলল সে। ইউনিস পিছনের সিট থেকে ঝুঁকে অনায়াসে তুলে নিল ডক্টর রবিন্সকে। এবার শান্ত গলায় বলল,

'আসুন, মিস্টার রানা। পলার হাত ছাড়বেন না। আমার পিছন পিছন আসুন।'

ওয়ালথারটা হোলস্টারে রেখে পলার হাত ধরে অনুসরণ করল রানা। পানিতে নেমে পড়েছে ইউনিস।

লোকটাকে প্রশ্ন করে এখন কী হবে? আর কিছু করবার নেই, স্পষ্ট বুঝতে পারছে রানা। আর একটু পরই লাশ হয়ে যাবে ওরা সবক'জন। তবে অনুসরণকারী সৈনিকরা আসার আগেই যদি কালো ঢেউয়ের সঙ্গে মাথাটাকে মিশিয়ে সাঁতরে যথেষ্ট দূরে চলে যেতে পারে ওরা, তা হলে হয়তো বাঁচার একটা সুযোগ পেতেও পারে।

রানার পায়ের নীচ থেকে আলগা বালি সরে সরে যাচ্ছে। ইউনিস নিশ্চিত পদক্ষেপে সামনে বাড়ছে। যেভাবে ডক্টর রবিন্সকে বুকের সঙ্গে আড়াআড়ি ধরে রেখেছে তাতে মনে হয় তার কোনও কষ্টই হচ্ছে না। সাগরের পানিতে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল ইউনিসের, তারপর আর ডুবল না সে। হাঁটছে পানির মধ্য দিয়ে! তার পিছনে পলাও হাঁটছে!

রানার পরবর্তী পদক্ষেপ একটা সমতল পাথরের উপর পড়ল। হোঁচট খেল ও, আরেকটু হলে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যেত। উঠল ও পাথরটার উপর, তারপর সামনে বাড়ল। ওর জন্য থেমে দাঁড়িয়েছিল ইউনিস আর পলা, আবার এগোল দু'জন। সামনে পা বাড়িয়ে পাথরের চওড়া দেয়াল পেল রানা।

পানির ছয় ইঞ্চি নীচে কোনও ধরনের একটা পাথরের তাকের উপর দিয়ে চলেছে ওরা।

রানার কুঁচকানো ভ্রূ সোজা হয়ে গেল। এই পথেই প্রথমবার ইউনিসকে পানির উপর দিয়ে হেঁটে আসতে দেখেছিল ও। এখন বুঝতে পারছে প্রাচীন কোনও নির্মাণ এটা। সম্ভবত কোনও ব্রেকওয়াটার। বহু আগে কোনও ভূমিকম্পে হয়তো পানির ছয় ইঞ্চি নীচে দেবে গিয়েছে। এখনকার শহুরে মানুষ এটার অস্তিত্বের

কথা হয়তো জানেও না। ইউনিসও বোধহয় এটা পানির উপর থাকা অবস্থায় দেখেনি, হয়তো সাঁতার কাটতে গিয়ে হঠাৎ করেই আবিষ্কার করে বসেছে। তার পর থেকে চতুর লোকটা মানুষের শ্রদ্ধা আদায় করতে এটা ব্যবহার করে আসছে।

পলা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'তোমাকে সম্মান দেখানো হয়েছে, রানা। এমন একটা গোপন তথ্য জানানো হয়েছে যেটা আর কেউ জানে না। সাবধানে এগিয়ো, জায়গায় জায়গায় বেশ পিছলা কিন্তু। আর ভুলেও পাশে সোরো না। উপরের দিকে বাঁধটা মাত্র দু'ফুট চওড়া।'

জবাবে পলার হাতে বেশ জোরে একটা চাপ দিল রানা। ওকে ঠকানোয় এটা পলার শাস্তি। 'তুমি জানতে। আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছ। কীভাবে এটা আবিষ্কার করলে তুমি?'

'সাঁতার কাটতে গিয়ে। মাথাটা ঠুকে গিয়েছিল বেশ জোরে। জ্ঞান হারিয়ে ডুবে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ইউনিস এসে আমাকে তীরে পৌঁছে দেয়। তখনও বলেনি কীসে আমার মাথা ঠুকে গেছে। তারপর তাকে যখন বললাম ওটা কী তা জানবই আমি, তখন ও আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিল, যাতে কাউকে কখনও এটার কথা না বলি।'

দুর্গের নীচে টিলার গোড়ায় প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা। পিছনে হেডলাইটের আলো দেখতে পেল। হতাশ চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে এলো পানির উপর দিয়ে। পরিত্যক্ত জিপটা পেয়েছে সৈন্যরা, কিন্তু তাদের শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। আলোর সীমানার বাইরে চলে এসেছে ওরা, এখন আর ওদের দেখার উপায় নেই।

লাইমস্টোনের খাড়া একটা টিলার গায়ে ব্রেকওয়াটারটা শেষ হয়েছে। টিলার গা কেটে পাথুরে সিঁড়ির ধাপ করা আছে, তবে ধাপগুলো খুব সরু। একবারে একজনের বেশি ওঠার উপায় নেই।

দুর্গের অধিবাসীরা উপর থেকে লেগুনের ঢুকবার পথটায় অনায়াসে নজর রাখতে পারত, প্রয়োজনে নিজেদের রক্ষা করতে পারত অগ্রসরমান জাহাজের নাবিকদের হাত থেকে। উপর থেকে পাথর ফেললে ওই সরু সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সাধ্য নেই কারও। খাড়া টিলা বেয়ে উঠবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

সিঁড়িটা বেশ উঁচু। আগে আগে চলেছে ইউনিস। শেষ ধাপ পেরোনোর পর পাঁচ ফুট লাফ দিয়ে নামল সে। জায়গাটা প্রতিরোধকারীদের অবস্থান হিসেবে চমৎকার। নীচের ঘরগুলোর ছাদ আসলে ওটা। রানার মনে হলো বিসিআইয়ের ফিটনেস কোর্স অবলীলায় পাশ করতে পারবে এই বুড়ো ইউনিস। অধীনস্থ কয়েকজনের হাতে ডক্টর রবিন্সকে তুলে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টরকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা ঘরে।

তাদের অনুসরণ করে রানা দেখল ঘরটা ডক্টর রবিন্সের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। পাথরের দেয়ালে বসানো ব্র্যাকেট থেকে জ্বলছে বেশ কয়েকটা মশাল। মেঝের মাঝখানে সুগন্ধী বেশ কিছু পাতা পুরু করে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। দু'পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে আদিবাসীরা, পার হওয়ার সময় আস্তে করে ডক্টরের দেহ ছুঁয়ে দিচ্ছে তারা, যেন নিজেদের শক্তি তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাইছে। আদিবাসীদের মাঝ দিয়ে পথ করে এগোল রানা আর পলা।

পাতার উপর ডক্টর রবিন্সকে শুইয়ে দেওয়া হলো। রানা বলল, 'পা ভেঙে গেছে ওঁর। কব্জির জখমেও মরচে লেগে আছে। রক্তদূষণ হয়ে যেতে পারে। এখনই অ্যান্টিবায়োটিক দরকার। অ্যান্টিবায়োটিক আছে এখানে?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল ইউনিস। মনে হলো না বিন্দুমাত্র বিচলিত সে। ডক্টর রবিন্সকে দুর্বল লাগছে দেখতে, তবে মৃদু হাসছেন তিনি।

'আমার জন্যে ভাবছেন বলে ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। তবে আমি সেরা লোকের হাতে আছি। দুনিয়ার যে-কোনও বিশেষজ্ঞের বদলে ইউনিসের ওষুধের উপর বেশি ভরসা করব আমি।'

ইউনিস বলল, 'ওঁর আহত হবার খবরটা আমরা আগেই পেয়েছি, ফলে চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি।' পাতার বিছানার পাশে রাখা কয়েকটা হাঁড়ি দেখাল সে ওগুলোর মধ্যে সবুজ তরল আর পরিষ্কার কাপড় আছে। দু'জন মহিলা আন্ডারওয়্যার ছাড়া ডক্টর রবিন্সের সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে ফেলল। এবার তাঁর পাশে হাঁটু মুড়ে বসল ইউনিস, তরলে একটা স্পঞ্জ ডুবিয়ে ডক্টর রবিন্সের কব্জি থেকে মরচে পরিষ্কার করে সবুজ থকথকে একটা জিনিস মাখিয়ে দিল। রানাকে বলল, 'এটা হলুদ সাবানের সঙ্গে রাঁধা কোচান পাতার গরম পুলটিস। কাপড় দিয়ে ক্ষতটা এখন ঢেকে দেব। শীঘ্রি সেরে যাবে ক্ষত।'

ভাঙা পায়ের চিকিৎসা আরও যত্নের সঙ্গে জটিল পদ্ধতিতে করা হলো। প্রথমে হাড়টা জায়গা মতো বসাল ইউনিস, তারপর স্প্লিন্ট বাঁধল। এবার লাল মলমের মতো কী যেন একটা আঙুলে নিয়ে ভাঙা হাড়ের উপর ক্রস আঁকল। কাজটা শেষ করে রানার দিকে চেয়ে হাসল সে। 'মোরগের রক্ত। পা থেকে শয়তান দূর করতে কাজে দেবে। এবার সুরিয়েউ আর ব্যারাচিন পাতার ঘন আস্তরণ দেব গরম ভুট্টার দানার ওপর। তার উপর বাঁধব ব্যান্ডেজ।'

এসবের কতোখানি আদিবাসীদের আবিষ্কৃত ওষুধ আর কতোটা সেরে উঠবার জন্য মানসিক প্রক্রিয়ায় সাহায্য তা আঁচ করতে পারল না রানা। তবে আয়ান রবিন্স এদেরই মানুষ, তিনি যদি এসবে বিশ্বাস করেন, তা হলে তাঁর সেরে উঠবার সম্ভাবনাই বেশি। তবে এখন এদের কর্মকাণ্ড দেখবার সময় নেই ওর হাতে।

ইউনিসকে একধারে ডেকে নিল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ড্রামের সঙ্কেতে কি বলেছে যে ডক্টর রবিন্স ফিরে গিয়ে ভাষণ

দিতে চান?'

'বলেছে।' ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল ইউনিস। 'খাঁটি লোক ডক্টর রবিন্স, তবে বড় বেশি জেদি। তাঁর শকটা কাটুক, তখন আমি বোঝাব যে মোটেও উচিত হবে না যাওয়া। আপনি, মিস্টার রানা, আপনি নিশ্চয়ই মিস ইরতিজার জন্যে শহরে ফিরে যেতে চাইবেন এখন?'

ইউনিসকে কিছুই বলেনি রানা এ বিষয়ে। এই নির্জন দুর্গম পাহাড়ি দুর্গে থেকেও সব ব্যাপারেই লোকটার জ্ঞান আছে দেখা যাচ্ছে। জঙ্গলের ড্রাম শুনে সম্ভবত জানছে সে কোথায় কী ঘটছে। সেই সঙ্গে আছে দুই আর দুইয়ে চার মেলানোর উপস্থিত বুদ্ধি।

'মিস তারার নিরাপত্তা দেখবার জন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছিল,' বলল রানা। 'ওকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে আনা আমার দায়িত্ব।'

রানার কথাটা শুনেছে পলা। এবার সে বলে উঠল, 'বোকার কাজ হবে এখন শহরে ফিরে মেয়েটাকে খোঁজা। তবে তুমি যদি যাও, তা হলে আমিও যাব।'

'তুমি কেন?' ভুরু কুঁচকে ওর দিকে চাইল রানা।

'বা রে! তুমি ওর আপন সৎ-চাচা হতে পারো, আমি তো ওর আপন বাপের কর্মচারী! এটা আমারও দায়িত্ব।'

'তাতে আমার ঝুঁকি বাড়বে,' বলল রানা। ইউনিসের দিকে তাকাল। 'ইউনিস, ও আপনার সঙ্গে থাকবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ইউনিস। 'আপনাকে পথ দেখানোর জন্য একজন গাইড দেব আমি।'

'না,' সরাসরি নিষেধ করল রানা। 'আমরা যে-পথে এসেছি সে-পথেই যাব আমি। গাইড লাগবে না। তবে ক্যাকো আর ল্যাম্বি যদি রাজি থাকে তা হলে পয়েন্সিয়ানা থেকে ওদের তুলে নেব।'

ভ্রূ উঁচু করল ইউনিস, তবে আপত্তি করল না। লোকটা এরই

মধ্যে বুঝে নিয়েছে রানা একবার মনস্থির করে ফেললে ওর মত পরিবর্তন করা যায় না। কাঁধ ঝাঁকাল ইউনিস, তারপর পলার হাত ধরে ডক্টর রবিন্সের কাছে ফিরে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। ওর পিছনে আদিবাসীরা গুঞ্জন তুলে প্রার্থনা করছে। বোধহয় ডক্টর রবিন্সের দ্রুত আরোগ্যই তাদের প্রার্থনার বিষয়। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে ব্রেকওয়াটারে পা দিল রানা, জিপটা কোনদিকে আছে একবার আন্দাজ করে নিল, তারপর এগোল সেদিকে। কালো একটা স্তূপের মতো দেখাচ্ছে জিপটাকে রুপালি বালির উপর। আশেপাশে কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ল না ওর। সৈন্যরা সম্ভবত চলে গেছে।

অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছে রানা, এমন সময়ে পাথরে গজানো সামুদ্রিক পিছলা ঘাসে পা পড়ল ওর। পিছলে ঝপাস করে পানিতে পড়ে গেল রানা। সাঁতরে এসে আবার ব্রেকওয়াটারে উঠল ও, জিপটা আরেকবার দেখে নিয়ে আগের চেয়ে সাবধানে এগোল আবার। ব্রেকওয়াটার শেষ হতে তীরে উঠল চুপচুপে ভিজে হয়ে।

চিপে কাপড় থেকে পানি ঝরাল ও, তারপর ওয়ালথার আর অ্যামিউনিশন বেল্টের বুলেটগুলো মুছে শুকাল। কাজটা সেরে সামনের সিটে রেখে দিল পিস্তল আর গুলির বেল্ট। কাপড়গুলো ছড়িয়ে দিল জিপের হুডের উপর। কয়েক মাইল পেরোলেই এঞ্জিনের গরমে শুকিয়ে যাবে ওগুলো।

ফুটো চাকার কারণে ফড়ফড়াৎ ফড়ফড়াৎ আওয়াজ তুলে এগোল জিপ। অন্য জিপটা যেখানে জলার ভিতর পড়েছিল তার খানিক আগে পৌঁছে কাপড় পরে নিল ও, শুকিয়ে গেছে। এবার ওয়ালথারে গুলি ভরে নিল। এগোল আবার। জিপ যেখানে ডুবেছে সেখানে তিনচারটে ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ও। কী যেন করছে তারা। সৈন্যরা সম্ভবত ডুবে মরেনি, কিন্তু কী করছে ওখানে

লোকগুলো?

তাদের একজন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ওকে থামতে ইশারা করল। রানা গুলি করতে গিয়েও করল না। লোকটার পরনে সাদাসিধে পোশাক, সৈনিকের ইউনিফর্ম নয়। তবে ওয়ালথারটা হাতেই রাখল রানা, আস্তে সামনে বাড়াল জিপ। একটা হাসির আওয়াজ কানে এলো ওর, হেঁইও বলে উঠল একজন, তারপর কালো জলার ভিতর থেকে দানবের মতো নাক তুলল জিপটা। একটা দড়ি দিয়ে ওটাকে বাঁধা হয়েছে। টেনে তোলা হলো তীরে, তারপর এক ধারে দড়ি আটকে ছেঁচড়ে সরিয়ে আনা হলো রাস্তায়।

ইউনিসের লোকরা জিপের একটা চাকা খুলে গড়িয়ে আনল রানার জিপের দিকে। জিপ থেকে নেমে তাদের কাজ দেখল রানা। দু'জন জিপের নাকটা তুলে ধরল, আরও দু'জন ঝটপট চাকা পাল্টে ফেলল। তাদের চওড়া হাসি দেখে বোঝা গেল সব পরিকল্পনা মতোই চলছে। এবার লোকগুলো পামগাছের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। এতো দ্রুত তারা জঙ্গলে মিশে গেল যে, রানা যদি চোখের পলক ফেলত, তা হলে ভাবত স্বপ্ন দেখেছে, আসলে কোনও লোক ছিলই না এখানে।

রওনা হলো রানা। এবার জিপের গতি তুলতে পারছে। আন্দাজ করবার চেষ্টা করল সামনে কী আছে। বিরাট ট্রাকটা রাস্তা বন্ধ করে কি এখনও দাঁড়িয়ে আছে? ওটা দেখতে পেল রানা। ওখানেও ইউনিসের লোকরা ট্রাক সরানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের লতাপাতার দড়ি অতো ভারী ট্রাক সরাতে কোনও কাজে আসছে না। রানা নেমে তাদের সরে যেতে বলল, তারপর উঠে বসল হুইলের পিছনে। ইগনিশনে চাবি থাকায় এঞ্জিন স্টার্ট দিতে অসুবিধে হলো না। হাতের ইশারায় সবাইকে সরে যেতে বলে ব্যাকগিয়ার দিল রানা, তারপর লাফ দিয়ে নেমে পড়ল যন্ত্রদানবটা

থেকে। জলায় গিয়ে পড়ল ট্রাক, প্রায় পুরোটাই ডুবে গেল, বাকি রইল শুধু হাউইটযারের মোটা নলের শেষ এক ফুট। গ্যাসের বুদ্বুদের দিক থেকে চোখে সরিয়ে রানা দেখল লোকগুলো মিলিয়ে গেছে জঙ্গলে।

এরপর পুরনো রিসোর্ট হোটেল পর্যন্ত রাস্তায় আর কাউকে দেখল না রানা। কিচেনে ঢুকে দেখল কয়েকজন বসে জুয়া খেলছে। খেলাটা আগে কখনও দেখেনি রানা। প্রত্যেকের কাছে একটা করে হাড় আছে, দেখতে একদম মানুষের আঙুলের মতো। একজনের পর একজন তাদের হাড় টেবিলে গড়িয়ে দিচ্ছে। যার হাড় টেবিলের মাঝখানের চেরা অংশটার সবচেয়ে কাছে থামছে, সে-ই জিতছে সেই রাউন্ড। প্রতিযোগীরা অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে খেলছে। ক্যাকো তার ভাগ্য সবার শেষে পরখ করল। তার হাড়টা চেরার উপর থেমে যাওয়ায় ক্যাকোর মুখ দিয়ে খুশির একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। যারা হেরে গেল তাদের দ্বিগুণ টাকা দিতে হলো।

ক্যাকো আর ল্যাম্বি খেলা ছেড়ে উঠে পড়ল রানার কথা শোনার জন্য। রানা যখন বলল লা গ্র্যান্ড তারা হোটেলে ঢুকবে ওরা, তখন দু'জনের চেহারা থেকেই উৎসাহের ছাপ অদৃশ্য হলো।

দুঃখিত চেহারায় বার কয়েক খুকখুক করে কাশল ল্যাম্বি। 'দুর্গে লেফটেন্যান্টকে বোকা বানিয়ে ফাঁদে ফেলা এক কথা আর কর্নেলকে বোকা বানানো সম্পূর্ণ আরেক। তাকে বোকা বানানো যাবে না।'

এই দু'জনকে রানার দরকার ওর পরিকল্পনা মতো কাজ সারতে হলে। কিন্তু তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে পারে না ও। এরা নার্ভাস আর অনিশ্চিত অবস্থায় ওর কোনও কাজে আসবে না, বরং বিপদের কারণ হতে পারে।

'ইউনিস জানে আমি কোথায় যাচ্ছি,' বলল রানা। 'সে

সাহায্য করবে।'

এতেই কাজ হলো। বাবা ইউনিস যদি মনে করে হোটেলে যেতে কোনও অসুবিধে নেই, তা হলে সব ঠিক আছে। ল্যাম্বি আর ক্যাকো মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল। উৎসাহের সঙ্গে রানার পিছনে জিপে এসে উঠল ওরা।

শহরের রাস্তাগুলো এখনও ফাঁকা। মাত্র কয়েকজন লোক ঘুরঘুর করছিল, জিপের আওয়াজ পেয়ে ভীত ইঁদুরের মতো বাড়িঘরে ঢুকে পড়ল তারা। রাস্তায় কোনও গাড়িঘোড়া নেই, অফিসগুলো সব বন্ধ, শুধু লা গ্র্যান্ড তারা হোটেলের নীচতলায় সদর দরজার সামনে মানুষের নড়াচড়া দেখা গেল। রানা জিপটা চালিয়ে হোটেলের ড্রাইভে ঢুকল। ওর পিঠে রাইফেল তাক করে রেখেছে ক্যাকো। কোলের উপর একটা রিভলভার রেখে লেফটেন্যান্ট ল্যাম্বি বসে আছে তার পাশে। খোলা সদর দরজার সামনে আলোর নীচে জিপ থামাল রানা। দরজার পাশের ছায়ায় দাঁড়ানো এক সেন্ট্রি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ল্যাম্বি জিপ থেকে নেমে রানার দিকে রিভলভার তাক করল। ক্যাকো নেমেছে আরেকপাশ দিয়ে, সে রাইফেলের নল ঝাঁকিয়ে রানাকে নামতে নির্দেশ দিল। দু'পাশে দুই সেনার মাঝখানে হাঁটছে রানা। সেন্ট্রি সামনে বেড়ে পথ আটকাল।

'দুঃখিত সার, কিন্তু কর্নেল বলেছেন আজ রাতে কাউকে হোটেলে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।'

'সরে দাঁড়াও!' ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতো ধমকে উঠল লেফটেন্যান্ট ল্যাম্বি। 'এই লোক মাসুদ রানা। একে এনে দিতে পারলে এক হাজার ডলার দেবেন বলেছেন কর্নেল।'

'তা-ই?' রাইফেলটা রানার উপর তাক করল সেন্ট্রি। 'তা হলে একে আমি ভেতরে নিয়ে যাব, সার।'

'তুমি? হাহ্!' গর্জন ছাড়ল ল্যাম্বি। 'ভেবেছ পুরস্কারের টাকাটা

নিজের পকেটে পুরবে? সরো!'

অপরাধের ছায়া পড়ল সেন্ট্রির চেহারায়। যথেষ্ট দ্রুত সরল না সে। ক্যাকো সামনে বেড়ে রাইফেলের নল দিয়ে সেন্ট্রির কানের পাশে বাড়ি মারল। ধড়াস করে মেঝেতে পড়ল সেন্ট্রি। ট্রিগারে চেপে বসল ক্যাকোর আঙুল। গুলিটা রানার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। মনে মনে আঁৎকে উঠল রানা। ঘটনাগুলো একটু বেশি বাস্তবধর্মী হয়ে উঠছে বলে মনে হলো ওর। ল্যাম্বি আবার গর্জন ছাড়ল। 'কর্নেল! কোথায় উনি?'

উঠে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল ভীত সেন্ট্রি, তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'ইয়েস, সার। ইয়েস। ক্যাসিনোতে আছেন, সার। আমি আপনাদের নিয়ে যাব?'

'আমরাই তাঁকে খুঁজে নিতে পারব,' কড়া গলায় বলল ল্যাম্বি। 'পোস্ট ছেড়ে নড়বে না তুমি।'

ক্যাকোর রাইফেলের গুঁতো খেয়ে লবিতে ঢুকে পড়ল রানা। ডক্টর আহমেদ ইরতিজা রাগে ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতেন এখন হোটেল লবির অবস্থা দেখলে। দামি দামি সোফাগুলো চিরে দেওয়া হয়েছে, স্প্রিং আর ফোম ছড়িয়ে উল্টে পড়ে আছে ওগুলো। নিউজস্ট্যান্ডগুলো উল্টে ফেলা হয়েছে। পেপার আর ম্যাগাযিনগুলো মেঝেতে ফেলে মাড়ানো হয়েছে। ট্রিংকেট আর ক্যান্ডি চুরি হয়ে গেছে। দোকানগুলোর কাঁচের দরজা সব ভাঙা। ভিতরে একটা জিনিসও আস্ত নেই। যা-তা অবস্থা। রানা মনে মনে বলল, কর্নেল হুয়ান ম্যারোন ষড়যন্ত্রে দক্ষ হতে পারে, কিন্তু আর্মি অফিসার হিসেবে দক্ষ নয়। দক্ষ হলে অধীনস্থদের এভাবে সব তছনছ করতে দিত না সে। ক্যু সফল হলে এগুলো তো আসলে তারই হবে

লবির চেয়ে ক্যাসিনোর অবস্থা আরও অনেক বেশি খারাপ হাজার হাজার ডলার দামের জুয়ার টেবিলগুলো ভেঙেচুরে ফেলা

হয়েছে। রুলেত হুইলগুলো এমন ভাবে ভাঙা হয়েছে যে ওগুলোর রিংগিং আর চুম্বক পড়ে আছে চিপগুলোর সঙ্গে বারের কাছে যতো কাঁচ ছিল সব ভাঙা। মডেলদের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ক্যাকো আর ল্যাম্বি ওগুলো দেখে মৃদু শিস বাজাল।

'বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিয়েছে সবকিছুর,' মন্তব্য করল ক্যাকো।

মেঝেতে অসংখ্য গ্লাস পড়ে আছে। সেই সঙ্গে আছে কিছু খালি মদের বোতল। বাকিগুলো অদৃশ্য হয়েছে। 'কর্নেলের আর্মি মাল খেয়ে টাল হওয়ার সুযোগটা ছাড়েনি,' বলল ল্যাম্বি।

চোখে অস্বস্তি নিয়ে গুহার মতো খালি ঘরটা দেখল ক্যাকো। 'সবাই গেছে কোথায়? কর্নেল? সে কোথায়?'

'বিছানায় পাওয়া যাবে সৈন্যদের,' বলল রানা। 'তবে হুয়ান ম্যারোন নিশ্চয়ই আছে পলা দভস্কির অফিসে, লুটের টাকা গুনছে। চলো, তার সঙ্গে দেখা করা যাক।'

ক্যাশিয়ারের বুদের কাছে চলে এলো ওরা। এগুলোর কোনও ক্ষতি করা হয়নি। তবে কাঁচের ওপাশে খোলা ড্রয়ারগুলোতে একটা কয়েনও দেখা গেল না। সৈনিকদের বোধহয় এখানে আসতে দেওয়া হয়নি। ক্যাকোর ভাঁজ করা হাঁটুর উপর উঠে কাউন্টারে পা রাখল রানা, গ্লাস পার্টিশনের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দরজার ছিটকিনি খুলল। এবার ক্যাকো আর ল্যাম্বির মাঝখানে ভিতরের করিডরে পা বাড়াল ও।

একগাদা সুইচ সামনে নিয়ে টেবিলের পিছনে এখনও আছে সেই কালো আমেরিকান। লোকটা সম্ভবত দল ত্যাগ করেছে। অথবা প্রথম থেকেই সে কর্নেলের লোক। রানাকে দেখে বিস্মিত হলো সে, অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, তারপর ক্যাকোর রাইফেলের নল রানার পাঁজরে তাক করা দেখে হেসে উঠল

'আহ্‌হা, মিস্টার রানা।' ল্যাম্বির দিকে তাকাল সে। 'একে

কোথায় পেলেন, লেফটেন্যান্ট?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাতাসে রিভলভার নাড়ল ল্যাম্বি 'রোডব্লকে ধরা পড়েছে। কর্নেলকে জানান আমরা এসেছি।'

'এখনই নয়। মিস্টার রানার সঙ্গে পলা দভস্কিও এখান থেকে বেরিয়েছিল। সে কোথায়?'

রাজকীয় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ল্যাম্বি। 'রোডব্লকে এর সঙ্গে আর কেউ ছিল না। হয়তো আগেই ধরা পড়েছে মেয়েটা, ক্রুজ শিপে তুলে বের করে দেয়া হয়েছে তাকেও।'

'যাক ওর কথা,' নিরাসক্ত গলায় বলল নিগ্রো। এবার ইন্টারকমের বাটন টিপে মধু ঝরাল সে, 'কর্নেল, আপনার কাছে অতিথি এসেছে।'

কর্কশ স্বরে খেঁকিয়ে উঠল হুয়ান ম্যারোন। 'আমি না বলেছি কাউকে...'

'মিস্টার মাসুদ রানা। তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছে আর্মির দু'জন।'

গলার স্বরটা মুহূর্তেই পাল্টে গেল। নরম শোনাল এবার। 'ও, সে তো ভিন্ন ব্যাপার। আসতে দাও ওদের।'

অফিসের দরজা খোলার বোতামে চাপ দিল বিশ্বাসঘাতক লোকটা। রানাকে চোখ টিপল। 'যান, মিস্টার রানা, উপভোগ করুন সময়টা।'

দরজা খুলে যেতেই পাশের ঘরে পলার অফিসে কর্নেলকে দেখতে পেল রানা, বসে আছে পলার ডেস্কে। তার সামনে ট্রের উপর স্তূপ হয়ে আছে বড় অঙ্কের নোট। ভল্টটা ভাঙা। ডিনামাইট দিয়ে ওটার দরজা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মেঝেতেও টাকার ছড়াছড়ি। ক্যাসিনোর টাকা, হোটেলের বিল আর দোকানের ক্যাশবাক্স খালি করা যা কিছু আছে সবই এঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। কম্পিউটারে হিসেব তুলছে সে কতো আছে। মৃদু হাসল

রানা লোকটার দিকে তাকিয়ে

'জুয়ার চেয়েও দ্রুত টাকা কামাবার উপায় পেয়ে গেছ, কর্নেল!'

জবাবে হাসল হুয়ান ম্যারোনও, তবে তার হাসিটা শীতল। 'সত্যিই জুয়ার চেয়ে দ্রুতই কামাব আমি টাকা।' রানাকে পাশ কাটিয়ে ল্যাম্বির দিকে তাকাল সে। 'লেফটেন্যান্ট, এর সঙ্গে যে মেয়েটা ছিল সে কোথায়?'

'মারা গেছে,' জবাবটা রানাই দিল। 'ডুবে গিয়েছিল।'

কালো চোখ দুটো সরু হলো। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল কর্নেল ম্যারোন। ঠোঁট জোড়া নড়ল না, কিন্তু কথা বেরিয়ে এলো স্পষ্ট। 'ডলফিনের মতো সাঁতার কাটতে পারে ওই মেয়ে, মিস্টার রানা। ডুবে মরবে না ও।'

কাঁধের উপর দিয়ে দরজার দিকে তাকাল রানা। দরজা এখনও খোলা। করিডর থেকে চলে এসে ভিনসেন্ট কাপোচিনির অফিসে দাঁড়িয়ে কৌতূহলের সঙ্গে ওদের আলাপ শুনছে বিশ্বাসঘাতক আমেরিকান নিগ্রো। সে আছে ক্যাকো আর ল্যাম্বির পিছনে। এই অবস্থায় এখন ওয়ালথারটা বের করে কর্নেলের উপর তাক করার অর্থ গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে যাওয়া।

দরজাটা বন্ধ করবার কোনও ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য কর্নেলকে প্রভাবিত করতে হবে, যেন সে দরজাটা বন্ধ করে

রানা বলল, 'তুমি হয়তো তারা ইরতিজাকে জিম্মি করে মুক্তিপণ পাবে, কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এই লেফটেন্যান্ট তোমার মতো লোভীর কাছ থেকে আমাকে ধরার পুরস্কারের টাকাটা কিছুতেই পাবে না

সুইচ টিপল কর্নেল। পিছলে বন্ধ হয়ে গেল ম্যানেজারের ঘরে বের হওয়ার দরজাটা এবার টেবিলে চোখ নামাল ম্যারোন, ডলারের একটা প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল নোট গুনে চোখ

যখন তুলল, দেখল রানার হাতে ধরা ওয়ালথারের দিকে চেয়ে আছে সে।

'যা লাগে নিয়ে নিতে পারো,' ক্যাকো আর ল্যাম্পিকে বলল রানা। ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়িয়েছে কর্নেল, রানা বলে উঠল, 'না, কর্নেল। চেয়ারটা পিছিয়ে নিয়ে বসো।'

নড়ল না কর্নেল হুয়ান ম্যারোন। হাত দুটো দেহের দু'পাশে ঝুলে পড়ল। ক্যাকো আর ল্যাম্পির অস্ত্র রানার উপর থেকে সরে তার বুকে স্থির হয়েছে দেখে থমথমে হয়ে উঠল চেহারাটা। 'বিশ্বাসঘাতকতা, মিস্টার রানা? সৈনিকদের ঘুষ প্রদান? বেশি দেরি নেই, এই অপরাধে কোর্টমার্শাল হবে ওদের। ওদের আমি...'

অসম্ভব ক্ষিপ্র লোকটা। রানা আন্দাজ করেছিল সে ক্ষিপ্রই হবে। ডেস্কের পিছনে বসে পড়ে শোল্ডার হোলস্টারের দিকে বিদ্যুদ্গতিতে হাত চালাল হুয়ান ম্যারোন। তবে আরও দ্রুত, ওয়ালথারটা হাত বদল করেই স্টিলেটো ছুঁড়ে দিয়েছে রানা। স্টিলেটোটা কর্নেলের শার্টের হাতা আর হোলস্টারে গাঁথল, নষ্ট করে দিল লোকটার লক্ষ্য।

অত্যন্ত সাহসী লোক কর্নেল ম্যারোন, কোনও সন্দেহ নেই তাতে, কিন্তু কখন থামতে হবে সেটা সে ভালো করেই জানে গুলি করবার চেষ্টা করল না সে, চেয়ারে সোজা হয়ে বসল, চেহারা দেখে মনে হলো পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় আছে। ওয়ালথারটা কক করে দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে তাকে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল রানা।

চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছে কর্নেলের, তবে ধীরস্থির ভাবে উঠে দাঁড়াল, পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করছে ল্যাম্পি ওর রিভলভারটা ডেস্কে ছড়ানো ডলারের উপর রেখে কর্নেলকে সার্চ করল, তারপর রানাকে স্টিলেটো আর কর্নেলের রিভলভার ফেরত

দিল।

'এবার কাউচে আরাম করে বসো,' নির্দেশ দিল রানা। 'সুস্থির হয়ে বলো দেখি তারা ইরতিজা কোথায়।'

চোখের পলক পড়ল না কর্নেলের, কাউচের হ্যান্ডেলে আয়েস করে হাত রেখে পায়ের উপর পা রেখে বসল সে। ঠোঁট অল্প একটু ফাঁক হলো তার। জিজ্ঞেস করল পাল্টা, 'পলা দভস্কি কোথায়?'

প্রশ্নোত্তরের খেলা খেলবার সময় নেই রানার, পুরো হোটেল খুঁজে দেখতে হলে যে-সময় প্রয়োজন তা-ও নেই ওর হাতে। তবে যুক্তি বলে তারাকে হুয়ান ম্যারোন এই হোটেলেই কোথাও রেখেছে। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী যে কর্নেলের আর্মির সবাই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘুমাচ্ছে? সে-সম্ভাবনা খুবই কম। ও তারাকে খুঁজতে গেলে ফাঁদে পড়ে যেতে পারে। সময় নষ্ট না করে কর্নেলের গালের উপর আড়াআড়ি ভাবে ওয়ালথারের সাইট নামিয়ে আনল ও। প্রথমে সাদা দেখাল ক্ষতটা, তারপর রক্তে ভরে উঠল। খুদে কিন্তু গভীর একটা নালা বেয়ে গড়িয়ে নামছে তাজা রক্ত, চিবুক বেয়ে গড়াচ্ছে। চোখ কুঁচকে গেল কর্নেলের, কিন্তু মুখ দিয়ে টুঁ শব্দ করল না। লোকটাকে এখনই খুন করার কোনও ইচ্ছে নেই রানার। বিপথগামী আর্মিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আপাতত একে দরকার হবে ওর একে জিম্মি করে গ্র্যান্ড লাক্সেয়ার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তার আগে তারা ইরতিজার খোঁজ বের করতে হবে লোকটার কাছ থেকে।

ওয়ালথারটা আবার উপরে তুলল রানা। এই মুহূর্তে যমদূতের মতো দেখাচ্ছে ওকে। গুড়গুড় করে উঠল ওর কণ্ঠ। 'মুখটা দর্শনযোগ্য রাখতে হলে তারা কোথায় সেটা বলে ফেলো।'

হুয়ান ম্যারোন সুদর্শন লোক, সেটা সে-ও জানে। মানসিক চাপ পড়ছে তার ওই চেহারা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়।

'বেশ,' গম্ভীর স্বরে বলল কর্নেল, 'বলছি সে কোথায় তবে তোমার সাধ্য হবে না, রানা, ওকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার। টপ ফ্লোরে আছে। মিস তারা আর তোমার মাঝখানে পাহারায় আছে ছয়শো সৈন্য।'

সাত

ল্যাম্বি কর্নেলকে কাভার করে আছে, ক্যাকো আর রানা দু'জন মিলে কর্নেলের জ্যাকেট আর শার্ট খুলে নিল। শার্ট ছিঁড়ে হাত বাঁধা হলো কর্নেলের, মুখে খানিকটা কাপড় গুঁজে দিল ক্যাকো। কাউচে শুইয়ে দেওয়া হলো তাকে, তারপর দড়ি দিয়ে মোড়ানো হলো গোটা শরীর। দেখে মনে হচ্ছে জীবন্ত মমি।

'চলো এবার,' দুই সঙ্গীকে বলল রানা। দরজা খোলার রিমোট কন্ট্রোলটা দেখিয়ে দিল। 'বেরিয়ে যাব আমরা, মিস ইরতিজাকে উদ্ধার করতে পারলে ফিরে এসে কর্নেলকে ধরে নিয়ে যাব। তার আগে করিডরের লোকটাকে ম্যানেজ করতে হবে। তারপর আমরা তারাকে খুঁজতে যাব।'

ল্যাম্বি আবার রানার পিঠে তার রিভলভার ঠেসে ধরল বেরিয়ে এলো ওর দু'জন। একটা রেসিং ফর্মে বিশ্বাসঘাতক হারপারের মনোযোগ, রানাকে খেয়ালই করল না তার দৃষ্টির আড়ালে ওয়ালথার পিপিকে ধরে রেখেছে রানা, একেবারে কাছে গিয়ে ওটা বের করে লোকটার গোল মাথায় নামিয়ে আনল ও ধুপ করে ডেস্কের উপর পড়ল লোকটার মাথা, বদমাশটা মারা গেছে কি না সেটা নির্ভর করে ব্যাটার করোটি কতোটা পুরু তার

উপর। পালস দেখল রানা। নাহ্, বেঁচেই আছে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে যদি অফিসের দরজা খোলে ভেবে তাকে আচ্ছামতো বাঁধল ল্যাম্বি আর ক্যাকো, এবার তাকে ছেঁচড়ে নিয়ে ক্যাশিয়ারের একটা খাঁচায় ভরা হলো। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে তাকে একটা টুলের সঙ্গেও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল ল্যাম্বি। এবার তছনছ করা ক্যাসিনো পার হলো ওরা, হোটেলে ঢুকে এগোল এলিভেটরের দিকে।

ওরা লবি অর্ধেক পার হতেই খুলে গেল একটা এলিভেটরের দরজা, টলতে টলতে বের হলো এক সৈনিক, রানা আর ল্যাম্বির হ্যান্ডগান দেখেই স্টেনগান তুলবার ফাঁকে পিছনে হটতে চেষ্টা করল সে। হাতটা পিছনে নিয়েই ওর জাগিউলার ভেইন লক্ষ্য করে স্টিলেটো ছুঁড়ল রানা। ঠিক মতোই গাঁথল স্টিলেটো, একদম হাতল পর্যন্ত। একটা শব্দও না করে ঢলে পড়ল লোকটা রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের পিছনে তাকে সরিয়ে নিয়ে রাখল ল্যাম্বি। রানা স্টিলেটো সংগ্রহ করে খুঁজে দেখল, মেইল বক্সে তারার সুইটের চাবিটা নেই। কোনও বক্সেই একটাও চাবি নেই। সুইটে ঢুকতে হলে রানাকে জোর খাটাতে হবে, তবে আওয়াজ করা চলবে না ভুলেও।

এলিভেটরের কাছে চলে এলো এবার ওরা। এখন পর্যন্ত বলতে গেলে কোনও বিপদই ঘটেনি। কর্নেলের কথা অনুযায়ী আর মাত্র পাঁচশো নিরানব্বুইজন সৈন্য পাহারায় আছে! বাইরে কতোজন আছে কে জানে! এলিভেটরে করে টপ ফ্লোরে উঠে এলো ওরা, তারার সুইটের দরজা বন্ধ দেখে স্টিলেটো ব্যবহার করল রানা। কেউ করিডরে দেখা দেওয়ার আগেই ভিতরে ঢুকে পড়ল দু'জন।

ঘরের ভিতরটা থমথম করছে এয়ারকন্ডিশন বন্ধ। উজ্জ্বল আলো জ্বেলে প্যান্টি আর ব্রা পরা অবস্থায় বিছানায় হাত-পা বেঁধে চিত করে শুইয়ে রাখা হয়েছে তারা-ইরতিজাকে। তবে শুধু ব্রা-

আন্ডারপ্যান্টই ওর পরনে নেই, সেই সঙ্গে আছে প্রচুর টেপ; হাত-পা, কোমর এবং গোড়ালি আটকে রাখা হয়েছে যাতে একচুলও নড়তে না পারে। মুখে কোনও টেপ নেই। হোটেলের সাউন্ডপ্রুফিং সিস্টেমের কারণে তার দরকারও নেই। চেঁচিয়ে গলা ফাটালে তবেই শুধু পাশের সুইট থেকে কেউ শুনবে।

রানা আর ল্যাম্বিকে দেখেছে তারা, চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠল, হাঁ করল চিৎকার করতে। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল রানা, মেয়েটার মুখে হাত চাপা দিল। নিচু গলায় বলল, 'হুয়ান ম্যারোনের লোক আশেপাশেই আছে। চুপ করে থাকো।'

ল্যাম্বি আর ক্যাকোর উপর দৃষ্টি স্থির হলো তারার। প্রথমে ভেবেছিল রানাও বন্দি, এখন ওর ভুল ভাঙল। রানা জানাল ক্যাকো আর ল্যাম্বি আসলে নিজেদের লোক। কালো চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল তারার, দৃষ্টিতে আতঙ্কের চেয়ে রাগের ভাবটাই বেশি। মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল রানা, ব্যথা যাতে কম পায় সেজন্য ঝটপট টেপগুলো খুলতে শুরু করল। ফিসফিস করল তারা, 'ডক্টর রবিন্স কি মারা গেছেন?'

'না,' কাজ না থামিয়ে বলল রানা। 'তাঁকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আহত হয়েছেন, তবে এখন পাহাড়ে ইউনিসের ওখানে নিরাপদেই আছেন।'

'কে?'

তারার জানবার কথা নয় ইউনিস বা তার উপজাতির কথা।

সংক্ষেপে ইউনিসের পরিচয় জানাল রানা।

টেপ খোলার পর দেখা গেল তারার হাত-পা বেগুনী হয়ে গেছে। খুব শক্ত ভাবে টেপ আটকানো হয়েছিল। নতুন করে রক্ত চলাচল শুরু হতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল তারা, চোখে জল জমল। রানা বুঝতে পারল, এই অবস্থায় তারা দাঁড়াতে পারবে না, হাঁটা তো দূরের কথা। কিন্তু ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত

ঝুঁকিপূর্ণ। কেউ যদি ওদের থামাতে চেষ্টা করে তা হলে হাত দুটো মুক্ত থাকা দরকার ওর। ক্যাকো আর ল্যাম্বিরও সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে।

বাথরুম থেকে তোয়ালে ভিজিয়ে এনে তারার হাত-পায়ের দাগ পড়ে যাওয়া জায়গাগুলোতে ডলল রানা, তারপর ক্লজিট থেকে একটা সুতির গাউন বের করে ওকে পরতে সাহায্য করল। বেশ কয়েক মিনিট লেগে গেল তারার নিজের পায়ে দাঁড়াতে। হাঁটতে লাগল আরও বেশ কিছুক্ষণ। এবার ল্যাম্বিকে করিডরে পাঠাল রানা কেউ আছে কি না দেখতে। দরজার কাছে থাকল অস্ত্র হাতে ক্যাকো। আধমিনিট পর দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে এপাশ-ওপাশ দোলাল ল্যাম্বি। তার পিছু নিয়ে দ্রুত পায়ে এলিভেটরের কাছে চলে এলো ক্যাকো, রানা ও তারা। এলিভেটরে উঠে লবির বাটনে চাপ দিল রানা। ঠিক তখনই করিডরের দূরপ্রান্তে একটা দরজা খুলে যাওয়ার আওয়াজ পেল। দরজার ফাঁকটা ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসছে। ওই ফাঁক দিয়ে সৈন্যদের দেখতে পেল, ছুটে আসছে সবাই। তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার, তাদের আগে আগে পিস্তল হাতে ছুটে আসছে কর্নেল হুয়ান ম্যারোন!

চট করে বেযমেন্টে নামার বাটনে চাপ দিল রানা, সরে গেল দরজার পাশে। গুলি করল কর্নেল। সবাইকে নিয়ে এলিভেটরের মেঝেতে শুয়ে পড়ল রানা। এলিভেটরের পিছনের দেয়ালে লেগে পিছলে গেল গুলিটা, ছোটাছুটি শুরু করল। গতি কমে যেতে টপ করে পড়ে গেল মেঝেতে। ওদের কপাল খুবই ভালো যে গুলিটা কারও গায়ে লাগেনি। বন্ধ হয়ে গেছে এলিভেটরের দরজা, নীচে নামছে এলিভেটর। রানার মনে হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে ওরা নামছে তো নামছেই। আসলে এক-দেড় মিনিট হবে বড়জোর। কর্নেল ওদের তাড়া করবেই। বেযমেন্ট গ্যারেজে যদি

গাড়ি না থাকে, বা র‍্যাম্পটা যদি আটকানো থাকে, তা হলে বিসিআইকে একজন জনপ্রিয়, টপ এজেন্ট হারাতে হবে। ডক্টর আহমেদ ইরতিজা হারাবেন একমাত্র কন্যা, আর ইউনিস হারাবে তার অতি বিশ্বস্ত দু'জন অনুচরকে।

লবিতে একবার থেমে বেযমেন্ট ফ্লোরে নেমে এয়ার বাফার স্পর্শ করে থামল এলিভেটর। দরজা খুলে যেতেই বেরিয়ে পড়ল রানা, তারা, ক্যাকো আর ল্যাম্বি। এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক সৈনিক। তার পিঠে রিভলভার ঠেসে ধরে অস্ত্রটা কেড়ে নিল ল্যাম্বি।

গ্যারেজটা সামনেই। গাড়ির কোনও অভাব নেই। কিন্তু চাবি? চাবি নেই যে, কোনও গাড়ির ভিতর ঢোকা যাবে। হাতে নষ্ট করার মতো এক সেকেন্ড সময়ও নেই। র‍্যাম্পের কাছে একটা মিলিটারি ট্রাক পার্ক করে রাখা হয়েছে। মুহূর্তের নোটিসে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত বলেই মনে হলো। কিন্তু ট্রাকটা বেশ দূরে। ওটার দিকে আঙুল তুলল রানা। 'ল্যাম্বি, ক্যাকো, তারা, তোমরা ওটার দিকে দৌড় দাও। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে অপেক্ষা করবে। আমি এলিভেটর পাহারা দিচ্ছি।'

ছুটল তারা আর ল্যাম্বি। ক্যাকো অস্ত্রের মুখে বন্দি সৈনিককে নিয়ে চলেছে। ল্যাম্বি তারার হাত ধরে আছে এখনও ঠিকমতো দৌড়াতে পারছে না তারা, তবে চেষ্টার ত্রুটি করছে না তাদের দু'জনকে দৌড় শুরু করতে দেখল রানা, তারপর ফিরে এলিভেটরগুলোর দিকে মনোযোগ দিল। ইন্ডিকেটর নিড্‌ল নড়ছে একটার। থেমে গেল। এবার খুলতে শুরু করল এলিভেটরের দরজা।

দরজা দু'ইঞ্চি ফাঁক হতেই ভিতরে গুলি করল রানা। একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেল। মনে মনে আশা করল চিৎকারটা যেন কর্নেলের হয়। দরজা এখনও ফাঁক হচ্ছে। একের পর এক গুলি

করতে শুরু করল রানা ক্রমবর্ধমান ফাঁকটা দিয়ে। আরও কয়েকটা আর্তনাদ শুনতে পেল। তারপর কে যেন বুদ্ধি করে বাটন টিপে এলিভেটরটাকে উপরে নিয়ে যেতে চাইল। ওটার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত গুলি করল রানা, তারপর ঝেড়ে দৌড় দিল ট্রাক লক্ষ্য করে। ক্যানভাসের ছাদের নীচে ট্রাকের পিছনে আছে ল্যাম্বি আর ক্যাকো। বন্দি করা সৈনিককেও তুলেছে দু'জন মিলে ট্রাকের পিছনে। তারা এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে, ড্রাইভারের সিট থেকে সরে রানার জন্য অপেক্ষা করছে। এখন পর্যন্ত কপালটা ভালো যাচ্ছে, ট্রাকে উঠে ভাবল রানা। বাইরে কীসের মোকাবিলা করতে হবে কে জানে!

স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসেই সেকেন্ড গিয়ার দিয়ে র‍্যাম্প বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। সমতলে কোনও ব্যারিকেড নেই। রাস্তার দিকে ট্রাক ঘোরাল ও। হোটেলের সামনে দিয়ে পার হওয়ার সময় চট করে তাকাল, দেখল সদর দরজা দিয়ে ছিটকে বের হচ্ছে কর্নেল ম্যারোন আর তার অনুগত সৈন্যরা। সিঁড়ির উপরের ধাপে থমকে দাঁড়াল তারা, ট্রাকের পিছনে রাইফেল তাক করে গুলি করতে শুরু করল। বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। বুলেটগুলো ট্রাকের নীচ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এঁকেবেঁকে ট্রাক চালাচ্ছে রানা, যাতে লক্ষ্যস্থির করা কঠিন হয়। পিছন থেকে রিভলভার আর রাইফেলের গুলির আওয়াজ পেল। ক্যাকো আর ল্যাম্বি পাল্টা গুলি করছে। ক্যাকো বন্দি সৈনিককে ধরে রেখেছে নিজের সামনে। এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যাতে পিছন থেকে আসা গুলি ড্রাইভিংরত রানার মাথায় লাগতে না পারে। টেইলগেটের আড়ালে ওদের দু'জনকে সরে আসতে চিৎকার করে নির্দেশ দিল রানা। ল্যাম্বি শুয়ে পড়ল মেঝেতে। হয় ক্যাকো শুনতে পায়নি, অথবা চিন্তা করার তুলনায় বেশি উত্তেজিত। রানা আবার চিৎকার করার আগেই সংক্ষিপ্ত একটা

আর্তনাদ শুনল। রিয়ারভিউ মিররে দেখল, ট্রাকের পিছন থেকে পড়ে গেল বন্দি সৈনিক। রাস্তার মাঝখানে নিথর হয়ে পড়েই থাকল সে। বোধহয় আগেই মারা গেছে। কিন্তু হোটেলের ওদিক থেকে আসা গুলির ধাক্কায় বারবার কেঁপে উঠল তার মৃতদেহ। ক্যাকোও মেঝেতে শুয়ে পড়েছে, টেইলগেটের আড়াল থেকে পাল্টা গুলি করছে সৈনিকদের লক্ষ্য করে।

শত্রুপক্ষের একটা গুলি পড়ে যাওয়া আহত সৈনিকের মাথায় লাগল। অর্ধেকটা খুলি ছিটকে বেরিয়ে গেল মগজের উপর থেকে। রানা, ক্যাকো, ল্যাম্বি আর তারাকে ধরতে না পেরে কর্নেল হুয়ান ম্যারোন যেন ক্ষোভ মেটাচ্ছে লাশটার উপর এখনও জানে না লাশটা তার নিজের লোকের।

ট্রাক চালানোয় মনোযোগ দিল রানা, একটু আগে দেখা দৃশ্যটার কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করল।

গুলি বন্ধ হয়ে গেছে। রিয়ারভিউ মিররে রানা দেখল, কর্নেল আর তার লোকজন দৌড়ে যাচ্ছে হোটেলের গেটের দিকে ওখানে কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা আছে। গন্তব্য এখনও অনেক দূর। বুলেভার্ডে বাঁক নেওয়ার পর গতি বাড়াতে পা দিয়ে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল রানা অ্যাক্সেলারেটর। ট্রাকটা ভারী মাল বহনের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে, দ্রুত গতিতে চলবার জন্য নয় এগিয়ে আছে ওরা কর্নেলের চেয়ে, তবে এতোটা এগিয়ে নেই যে কর্নেল ওদের ধরে ফেলতে পারবে না।

স্তব্ধ শহর পিছনে ফেলে এলো ওরা, এগিয়ে চলল পয়েন্সিয়ানার দিকে। ওখানে পৌঁছে জরুরি একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সৈকতবর্তী হাইওয়েতে কর্নেল ম্যারোনকে পিছনে ফেলতে পারবে না রানা। দুটো কাজ করতে পারে ওরা এখন। পয়েন্সিয়ানার ছাউনির নীচে ট্রাকটা রেখে ওখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে পারে, অথবা পাহাড়ের উপর দিয়ে বিপজ্জনক সংকীর্ণ পথে

ইউনিসের দুর্গে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কর্নেল সম্ভবত জানে ইউনিসের লোকরা প্রাচীন হোটেলটা ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে ওখানে ফাঁদ পাততে পারে সে। পয়েন্সিয়ানায় থাকলে ধরা পড়ার ঝুঁকি নিতে হবে। ওখানে গোলাগুলি করে ওদের বন্দি করতে হবে না হুয়ান ম্যারোনকে, বাড়িটা খটখটে শুকনো ঘুণে খাওয়া কাঠের, আগুন ধরিয়ে দিলেই বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে ওরা।

কাজেই বাকি থাকল পাহাড়ি পথ। ভারী এই ট্রাক সম্ভবত গর্তগুলো পার করে ওদের নিয়ে যেতে পারবে ওপথে। অন্তত হালকা দামি গাড়ির চেয়ে ভালোভাবেই পারবে। এবং তাতে সময়ও লাগবে তুলনামূলক ভাবে কম।

ট্রাক যখন বাঁক নিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় পড়ল তখনও পিছন থেকে আসা গাড়িগুলোর আলো ট্রাকটাকে ছুঁতে পারেনি। বাতি নিভিয়ে দিল রানা, ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভিতর। পিছনে আওয়াজ শুনতে পেল, দুটো জিপ দ্রুতগতিতে পার হয়ে গেল হাইওয়ে ধরে। ট্রাক থামাল রানা, ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে ট্রাকের পিছনে চলে গেল পিছনের কী অবস্থা দেখতে। মনের মাঝে একটা আশাও কাজ করছে। ক্যাকো আর ল্যাম্বির কাছে হয়তো গুলি আছে। ওর ওয়ালথারের গুলি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ক্যাকো ল্যাম্বি ওদের অস্ত্র দেখাল ওকে। একটা গুলিও নেই। রানার কথায় তবু ট্রাকের পিছনটা খুঁজল ওরা। দড়িদড়া, শাবল-কোদাল, তিনটে ক্রেট আর অন্যান্য ইকুইপমেন্টের মধ্যে পাওয়া গেল না কোনও গুলি বা অস্ত্র। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে রানার ফ্ল্যাশলাইট পড়ল একটা ক্রেটের উপর। ওটার গায়ে স্টেনসিল করে লেখা দেখল: *ডিনামাইট*। ফ্ল্যাশলাইট তাক করল রানা। একটা বাক্স আংশিক খোলা, ওটা থেকে কয়েকটা স্টিক সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে কাঠের কুচির উপর বেশিরভাগ ডিনামাইট স্টিকই আছে।

হাইওয়ে ধরে বেশিদূর যাবে না কর্নেল। ওদের ধরতে না পেরে বুঝে যাবে ওরা এ-পথে এসেছে। কিন্তু এখন রানাও তার জন্য তৈরি থাকতে পারবে। জংলা পথে একশো গজ মতো ঢুকে পড়েছে ওরা ট্রাক নিয়ে।

ট্রাক থেকে নামল রানা, ক্যাকো আর ল্যাম্বিকে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যেতে নির্দেশ দিল। ওদের কাজ আপাতত শেষ বুঝে চলে যেতে আপত্তি করল না দু'জন। জানাল, রানার সঙ্গে কাজ করে খুবই আনন্দ পেয়েছে, আরও কোনও কাজ থাকলে পয়েন্সিয়ানায় ওদের পাওয়া যাবে।

রানা চলে এলো দুই রাস্তার বাঁকে। কর্নেলের লোকরা জিপ নিয়ে ফেরার আগেই একটা চার্জ তৈরি করে ফেলল ও। প্রথম জিপ এলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। ব্রেক করে বাঁকটা ঘুরেই গতি তুলতে শুরু করল আবার। ওটার হেডলাইট রানা যে-ঝোপে লুকিয়ে আছে সেটার উপর দিয়ে ঘুরে গেল। এবার অন্ধকারে দাঁড়ানো ট্রাকটা দেখতে পেল লোকগুলো। খুশির একটা চিৎকার উঠল তাদের মাঝে। জিপটা কাছে চলে আসতেই ফিউজে আগুন দিল রানা। জিপটাকে পার হতে দিল ও, তারপর ওটার পিছনের সিটে ডিনামাইটের স্টিকটা ছুঁড়ে দিল। কাজটা করেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। শকওয়েভের ধাক্কায় উড়ে গিয়ে রাস্তার উপর পড়ল রানা। বিহ্বল লাগছে ওর কিছুটা, তবে ছিন্নভিন্ন জিপে যারা ছিল তাদের চেয়ে ওর অবস্থা হাজারগুণে ভালো। শ্বাস নিল ও বড় করে। তারার গলা শুনতে পেল। তারা দৌড়ে আসছে ওর দিকে। উঠে দাঁড়াল ও, হাতের ইশারায় তারাকে ফিরে যেতে বলল। রাস্তাটা দেখল একনজর। রাস্তা জুড়ে মস্ত বড় একটা গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে।

দ্বিতীয় জিপটা বাঁকের কাছে চলে এসেছে রানা ট্রাক স্টার্ট

দিয়ে রওনা হয়ে যাওয়ার পর বিরাট গর্তের সামনে এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে থামল ওটা। রানা রিয়ারভিউ মিররে দেখল, জিপ থেকে নামল দীর্ঘদেহী কর্নেল হুয়ান ম্যারোন। আলোয় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। তার অনুগত সৈনিকরা গুলি শুরু করল। দূরত্ব অনেক বেশি, পিছনের বালিতে নাক গুঁজল বুলেটগুলো।

ফোঁপাচ্ছে তারা। রানা বলল, 'এখন আমরা নিরাপদ। ওই গর্তের উপর গাছ ফেলে সেতু তৈরি না করলে ধাওয়া করে আসতে পারবে না ওরা। তাতে সময় লাগবে। ততোক্ষণে আরও দূরে চলে যাব আমরা। রোলার-কোস্টার চড়ার জন্য তৈরি হয়ে যাও। সামনে রাস্তা অসম্ভব খারাপ।'

অন্ধকারে বাঁক নিতে গিয়ে আরেকটু হলেই একটা গাছে গুঁতো লাগিয়ে বসছিল রানা। আলোর দরকার অনুভব করে হেডলাইট জ্বালল ও। ঘড়ি দেখল একবার। রাত প্রায় শেষ হতে চলল। পাহাড়ি রাস্তার সবচেয়ে বাজে জায়গাটায় ওরা যখন পৌঁছোবে তখন ভোরের হালকা আলো ফুটতে শুরু করবে। এখন ওদের মাথার উপর গাছের পাতার আচ্ছাদন, তার নীচে কুচকুচে কালো অন্ধকার। হেডলাইটের আলো একটা টানেল মতো তৈরি করেছে। ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে ভারী ট্রাক। দরজা আঁকড়ে বসেছে তারা, যাতে ছিটকে এদিক ওদিক না পড়ে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল, তারপর জোর করে হাসল তারা, বলল, 'রানা, সত্যি, যখন জেদ ধরেছিলাম এখানে আসব, তখন কল্পনাও করতে পারিনি কী ঘটতে পারে। সবকিছু হালকা ভাবে নিয়েছিলাম। এখন বুঝছি পরিস্থিতি কতোটা নাজুক। চোখ খুলে গেছে আমার।'

'অনেকের চেয়ে অনেক ভালোভাবে নিজেকে এতোক্ষণ সামলে রেখেছ তুমি,' সান্ত্বনা দিল রানা। 'সামনের রাস্তায় ইচ্ছে করলে চোখ বন্ধ করে রাখতে পারো। তাতে ভয় কম পাবে।'

একসময় পাহাড়ের চুড়োয় উঠে এলো ওরা ট্রাক নিয়ে। ভোরের ঝাপসা আলোয় সর্পিল বিপজ্জনক পথটা ফাঁকাই দেখল ওরা। একপাশে খাদ শুরু হতেই তারাকে চোখ বন্ধ করতে বলল রানা। চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকল তারা। সবচেয়ে বিপজ্জনক আধমাইল পেরোনোর সময় একবার চোখ মেলল, পরক্ষণেই শ্বাস আটকে ফিসফিস করে উঠল, 'ভ-ভয়ঙ্কর!'

একসময় খাদ শেষ হলো। গোঙাতে গোঙাতে উপরের দিকে উঠছে ট্রাক। স্বস্তির শ্বাস ফেলে দেহ শিথিল করল রানা। ওর চিন্তায় ঘুরে ফিরে এলো ডক্টর রবিন্সের কথা।

সামনে রাস্তাটা শেষ হয়ে গেছে। ওখানে ট্রাক রেখে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা, তারাকে সাহায্য করছে। নীচে নামার সময় খেয়াল করেনি এমন একটা ব্যাপার এবার চোখে পড়ল ওর। পথের একধারে গভীর খাদ, অন্যদিকে একসারে অনেকগুলো গুহা। ইউনিসের উপজাতির লোক, যাদের দুর্গে স্থান হয়নি, তারা ওগুলোতে থাকে। এখন দেখে মনে হলো না গুহাগুলোতে কেউ আছে।

ড্র-ব্রিজের উপর দিয়ে গভীর পরিখা পেরোনোর পর মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ির তৈরি দরজাটা ঠেলে দেখল রানা, বন্ধ। ওয়ালথারের বাঁট দিয়ে ঠকাঠক আওয়াজ তুলল ও। গলা উঁচিয়ে ইউনিসকে ডাকল। কয়েক মিনিট পর শেকলের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, দরজার ব্র্যাকেট থেকে লোহার দন্ড সরানোর ঘটাং-ঘট কানে এলো। ভিতর দিকে খুলে গেল দরজা, সাদা আলখেল্লা পরা ইউনিস ওদের স্বাগত জানাল। তারাকে নিয়ে রানাকে ফিরে আসতে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরল ইউনিস, তাই দেখে জয়ধ্বনি দিল আদিবাসীরা। সবাই জানত মৃত্যুর মুখে চলেছে রানা।

ইউনিসের উচ্চতা দেখে হাঁ হয়ে গেল তারা। মৃদু হাসল ইউনিস। তার নির্দেশে পরিখার উপর থেকে ড্র-ব্রিজ তুলে নেওয়া

হলো, আটকে দেওয়া হলো পুরু, ভারী দরজা। স্বাভাবিক ভদ্রতার সঙ্গে তারাকে গ্রহণ করল ইউনিস আর তার লোকরা। ইউনিস জানাল, ডক্টর রবিন্সের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। তারপর দুঃসংবাদটা দিল সে।

'আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, মিস্টার রানা, কাজেই আপনি যাওয়ার পর নিচু এলাকা থেকে আর কোনও খবর আমরা পাইনি। পোর্ট অভ স্পেইনের হালচাল এখন কীরকম?'

পয়েন্সিয়ানা হোটেলটা ইউনিসের লোকরা শুধু শহরের কাছে ক্যাম্প করার জন্যই ব্যবহার করে না, বুঝল রানা। শহরের সমস্ত খবরাখবর জড়ো করার ওটা একটা আখড়া। ড্রামের মাধ্যমে সে-খবর পৌঁছে যায় ইউনিসের কাছে। আর এখন কোনও খবর না পাওয়ার অর্থ, কর্নেল হুয়ান ম্যারোন হোটেলটায় রেইড করেছে।

খুব ক্লান্ত লাগছে রানার। অনেক বেশি পরিশ্রম করেছে ও বিশ্রাম ছাড়া। কিন্তু নানান চিন্তা ওর ঘুম ঠেকিয়ে রেখেছে।

এই পুরনো দুর্গ সাগরের দিক থেকে আসা অনেক শত্রুর আক্রমণ ঠেকিয়ে টিকে আছে। কিন্তু এখন ওয়ালথার আর সামান্য গুলি ছাড়া এই দুর্গ রক্ষা করবার জন্য আর কোনও অস্ত্র নেই। না, আছে। পলা দভস্কির পিস্তল আর কয়েক কেস ডিনামাইট আধুনিক কোনও আর্মি ঠেকানোর জন্য এসব যথেষ্ট নয়। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে রানার শরীর। পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ও। সংক্ষেপে ইউনিসকে বলল পরিস্থিতি কীরকম। শেষ করল ডিনামাইট দিয়ে ও কী করতে চায় জানিয়ে।

'পথের শুরুতেই টিলা ধসিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমার,' দায় স্বীকারের সুরে বলল রানা। 'তবে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আজকে কর্নেল ম্যারোন পাহাড়ি পথে জিপ নিয়ে হাজির হবে। ওই পথে আমি মাইন বসাতে চাই। কয়েকজন পোর্টার দরকার হবে আমার।'

ইউনিস লোক বাছাইয়ে লেগে গেল। এই ফাঁকে পলার হাতে তুলে দিল রানা তারাকে। ওকে পলা নিয়ে গেল ঘুমাবার মতো একটা জায়গা খুঁজে দিতে।

আট

ট্রাক থেকে ডিনামাইট বয়ে নিয়ে গেল তিনজন পোর্টার। আধখালি বাক্সটা দুর্গে নিয়ে যাওয়া হলো। একটা বাক্স রাখা হলো পাহাড়ি পথে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য। ট্রাক থেকে সরে আসার আগে ডিসট্রিবিউটর থেকে রোটর খুলে নিল রানা। এখন আর ওটাকে কেউ স্টার্ট দিতে পারবে না।

পথ খুঁড়ে ডিনামাইট বসাল রানা। ফিউজগুলো এমন ভাবে তৈরি করল যাতে একজন লোকই একসঙ্গে বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। কাজ করতে করতে দুর্গের ভিতর ড্রাম বাজতে শুনল ও। খবর আদান-প্রদানের জন্য নয় এবার, আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে গুরুগম্ভীর আওয়াজে ড্রাম বাজছে। রানা আন্দাজ করল, ইউনিস সম্ভবত দলের লোকদের সাহস দেওয়ার জন্য ড্রাম ব্যবহার করছে।

রানার কাজ শেষ হতে হতে দিনের আলো ফুটে গেল। দুর্গে যখন ও ঢুকল তখন শরীর ভেঙে আসছে, খিদের কথাটা জানাতে পেটের ভিতর ছুঁচোর কীর্তন শুরু হয়েছে। ভিতরে ঢুকে দেখল, সত্যিই একটা অনুষ্ঠান মতো হচ্ছে।

উৎসর্গের ফাউল ইতিমধ্যেই জবাই করা হয়ে গিয়েছে, সেগুলো এখন পটে সিদ্ধ হচ্ছে। নর্তকরা পট ঘিরে নাচছে বর্শা

আর রংচঙে ঢাল হাতে। বায়ুকার বিরুদ্ধে বর্শা আর ঢাল কী কাজে আসবে ভেবে পেল না রানা। ইউনিস একটা কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে দেখে মহিলাদের কয়েকজনকে নির্দেশ দিল, রানাকে যাতে টেবিলে বসানো হয়। কাঠের বেঞ্চিতে বসানো হলো রানাকে, খাবার নিয়ে আসা হলো। বুনো পেঁপে ভরা অর্ধেকটা অ্যাভাকাডো, সেদ্ধ শেলফিশ, নারকেলের খোলায় হোয়াইট রাম, চিনির পানি আর সেই সঙ্গে লেবুর রসে ভিজানো আনারসের টুকরো দিয়ে সারতে হবে নাস্তা। খিদের পেটে খাবারগুলো রানার বেহেস্তি খানা বলেই মনে হলো।

খেতে খেতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো ওর, জোর করে জেগে থাকল। ভাবতে চেষ্টা করল এই মুহূর্তে ওর কর্তব্য কী। তারাকে গ্র্যান্ড লাক্লেয়ার থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। ওর চিন্তা ডক্টর রবিন্সের দিকে মোড় নিল। ভদ্রলোকের জনপ্রিয়তা আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মানুষ হয়তো তাঁর জন্য লড়তে চাইবে। কিন্তু তাদের কাছে অস্ত্র নেই। কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের সৈন্যদের সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারবে না তারা। আমেরিকাও হয়তো সাহায্য করবে হুয়ান ম্যারোনকে। তবে এখনই নয়। তারা চাইবে আগে ডক্টর রবিন্স মারা যান। সেটা এখনও ঘটেনি।

কখন রানা ঘুমিয়ে পড়েছে টেবিলে মাথা রেখে বলতে পারবে না। ঝাঁকি দিয়ে ওকে ঘুম থেকে তুলল ইউনিস। রানার মনে হলো এক মিনিটও ঘুমাতে পারেনি। চোখ মেলে দেখল ঠাণ্ডা একটা ঘরে শুয়ে আছে ও পাতার বিছানায়। ঘরে আবছায়া। দরজা দিয়ে আসা আলোর ছায়া দেখে বুঝতে পারল এখন প্রায় দুপুর।

পাহাড়ি পথে একজনকে নজর রাখতে রেখে এসেছে ও। অনেক দূর থেকে অগ্রসরমান গাড়ি দেখতে পাবে সে। সতর্ক করে দিতে পারবে অনেক আগেই। এখন সে ইউনিসের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, চেহারায় উত্তেজনা।

রানা উঠে বসতেই ইউনিস বলল, 'আর্মি এখন ট্রাকের কাছে পৌঁছে গেছে।'

পরিপূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল রানা। 'কতোজন?'

'ও গুনতে পারে না,' জানাল ইউনিস। 'শুধু বলছে অনেক-অনেক।'

দ্রুতপায়ে দরজার কাছে চলে গেল রানা। পাহাড় বেয়ে নিশ্চয়ই এতোক্ষণে উঠতে শুরু করেছে আর্মি। তারা ডিনামাইট দেখে ডিফিউজ করুক বা ওগুলো পেরিয়ে যাক তা চায় না ও। খেয়াল করে দেখল, আদিবাসীদের সমর নৃত্য শেষ হয়েছে, যারা তাদের গুহায় ফিরে গিয়েছিল তারা দৌড়ে ফিরে আসছে দুর্গে।

ডক্টর রবিন্সের ঘর পেরোনোর সময় দেখল দু'জন মহিলার সাহায্য নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি, আহত পা-টা স্লিঙে বাঁধা। ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত কোথাও ফুলে নেই। সুস্থ দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। অবাক হলো রানা, কিন্তু কথা বলতে থামল না। প্রায়-খাড়া পথটা ধরে নামতে শুরু করল ও, সতর্ক। আর্মি যদি তাড়াহুড়ো করে, তা হলে পথেই তাদের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যেতে পারে।

ফিউজের কাছে পৌঁছে গেল ও, এখনও কোনও অস্বাভাবিক আওয়াজ শুনতে পায়নি। এই জায়গাটা বেশ ফাঁকা। গাছপালা দূরে দূরে জন্মেছে। সিকি মাইল নীচে খাদের পাড়ে ট্রাকটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল। তিরিশ-চল্লিশজন সৈন্য ট্রাকটার ধারে-কাছে ঘুরঘুর করছে, কিন্তু তাদের কেউ এখনও এদিকে আসতে শুরু করেনি। কেন, তা আন্দাজ করতে চেষ্টা করল রানা। আধমিনিট পরেই পিছনে পায়ের আওয়াজ পেল ও। পলা এসে থামল ওর পাশে। সে ব্যাখ্যা করল সৈন্যদের না আসার কারণ।

'আরেকদিক থেকে আক্রমণ আসছে, রানা। লেগুনের দিকে এগিয়ে আসছে অনেকগুলো বোট।'

এবার বোঝা গেল নীচের সৈন্যরা কেন আসছে না। পিন্সার মুভ। একই সঙ্গে দু'দিক থেকে আক্রমণ করা হবে। যোগাযোগ রাখবে রেডিওর মাধ্যমে। পলার চোখে তাকাল রানা। 'বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারো তুমি?'

ভ্রূ নাচাল পলা 'বিপদ? কী বিপদ? তুমি কি এখনই আমার কাপড় খুলবে নাকি?'

হাসল রানা.

হাত ধরে মেয়েটাকে ওর পাশে বসাল রানা, ফিউজগুলো দেখাল। ব্যাখ্যা করে বলল কী করতে হবে। পলা মাথা ঝাঁকানোয় ওর হাতে লাইটারটা তুলে দিল ও। হাত তুলে দেখাল। 'ওই যে, ওই দুই জায়গায় খানিক পর পর মাইন বসানো হয়েছে। ডানদিকের ফিউজগুলো জ্বাললে ঠিক তিন মিনিট পর দূরের ডিনামাইটগুলো ফাটবে। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ জায়গায় আসবার জন্য সামনে বাড়বে আর্মি। প্রথমটার চল্লিশ ফুট কাছে আছে দ্বিতীয় চার্জ। প্রথমটায় আগুন ধরিয়ে দেড় মিনিট পর দ্বিতীয় ফিউজের একটায় আগুন দেবে তুমি। এর বেশি আর কিছু করতে হবে না আশা করি। সৈন্যরা পৌঁছুতেই ফাটবে দ্বিতীয় চার্জ, মারা পড়বে লোকগুলো। কেউ কেউ হয়তো বেঁচে যাবে, তাদেরকে পিস্তল দিয়ে ঠেকাবে তুমি ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।' শীতল চোখে সৈন্যদের দেখল মেয়েটা। 'গুড লাক, মাই ডিয়ার রানা। তুমি ওদিকে বোটগুলোকে ঠেকাও।'

'পারব আশা করি,' মৃদু হাসল রানা, মনে মনে শঙ্কিত বোধ করছে।

দু'দিক থেকে অবরোধ করলে বেশিদিন টিকে থাকার কোনও উপায় আসলে নেই দুর্গের সাধ্যমতো করবে রানা, ও জানে, কিন্তু তারপরেও আজ সন্ধ্যা নামবার আগে পর্যন্ত যদি ওরা বেঁচে থাকে, তা হলে সেটা অলৌকিক ঘটনা বলতে হবে।

দুর্গের দরজার কাছে চলে এলো রানা, ড্র-ব্রিজ পেরিয়ে ঢুকে দেখল ভিতরের দৃশ্য পাল্টে গেছে। আদিবাসীরা ব্যস্ত হয়ে একটা স্তূপ থেকে বালতিতে ভরে পাথর তুলে পাশেরজনকে সরবরাহ করছে। এক সারিতে দাঁড়িয়েছে পাথরবাহকরা। মই বেয়ে দেয়াল সংলগ্ন নিচু ছাদের উপর তোলা হচ্ছে বালতিগুলো। আরও দুটো দল বালতিতে পাথর ভরে দুর্গের দুই কোনায় জড়ো করছে।

নীরব একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। নিঃশব্দে কাজ করছে সবাই। বিস্ময় লাগল রানার ভাবতে যে, জীবনে কখনও লড়াই না করলেও ভীতি নয়, আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ছে লোকগুলোর আচরণে।

ইউনিসকে বরং তার লোকদের তুলনায় একটু বিচলিত দেখাচ্ছে। কর্মতৎপরতা থেকে দূরে সদর দরজার কাছে ডক্টর রবিন্সের সঙ্গে তর্ক করছে সে। ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর রবিন্স, নিজের মত থেকে সরতে নারাজ।

'ঠিক আছে, ইউনিস, আমি মানলাম ম্যারোন বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু আমার জন্যে তোমাদের সবার জীবন বিপন্ন হবে তা আমি মেনে নিতে পারি না। ম্যারোন যদি ক্ষমতার জন্যে এতোই পাগল হয়ে ওঠে, তা হলে হার্নান্দেজের সময় যা করেছিলাম তা-ই করব আমি, দেশ ছেড়ে চলে যাব। ম্যারোন কর্মঠ লোক, আর এই দ্বীপের মানুষ আগেও মিলিটারি শাসনে টিকে থেকেছে, কাজেই শুধু আমার জন্য কিছুই আটকে থাকবে না।'

ইউনিস দ্বিমত পোষণ করে বলল, 'আমি আপনার নীতিকে শ্রদ্ধা করি, ডক্টর রবিন্স। কিন্তু ওর আধিক্য আপনাকে অন্ধ করে দিয়েছে। জেনারেল হার্নান্দেজ যখন আপনাকে আমেরিকায় পাঠাল তখনও আমরা বিশ্বাস করতাম তার শপথ অনুযায়ী দ্বীপটা সে দ্বীপবাসীদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে না আমাদের অধিকার ক্ষুন্ন হবে না তার পক্ষে সম্ভব ছিল আপনাকে দেশান্তরে

পাঠানো। কিন্তু কর্নেল ম্যারোনের পক্ষে তা সম্ভব নয়। একফোঁটা জনপ্রিয়তা নেই তার সাধারণ মানুষের কাছে। যতোক্ষণ জনগণ আপনাকে নেতা হিসেবে চায় ততোক্ষণ আপনি তার চরম প্রতিপক্ষ। আপনি বেঁচে থাকলে তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। তার ক্ষমতা নিষ্কণ্টক হবে না। এখানে শুধু আপনার জীবনই ঝুঁকির মধ্যে নেই, বরং আমাদের সবার জীবনই ঝুঁকিপূর্ণ। কর্নেলের কাছের একজন লোকের মাধ্যমে জেনেছি, আমাদের এই দুর্গ সে আমেরিকানদের কাছে লিয দিতে চায়। কিউবার উপর আরও চাপ সৃষ্টি করতে এখানে তারা মিসাইল ঘাঁটি বানাবে। আমেরিকানদের সহায়তা ছাড়া ম্যারোনের পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। আর এইসব পাহাড় আমাদের জন্য পবিত্র ভূমি, এখানে বংশ পরম্পরায় আমরা বাস করে এসেছি, এই এলাকা রক্ষার জন্য জীবন দিতেও আপত্তি নেই আমার লোকদের।'

উদ্দীপ্ত হয়ে কথাগুলো বলেছে ইউনিস। প্রভাবিতও করতে পেরেছে সে ডক্টর রবিন্সকে। ডক্টর রবিন্স কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আমি তোমার যুক্তি খণ্ডাতে পারব না, ইউনিস। অনেকদিন ধরে যেন স্বপ্নের ঘোরে আছি আমি। আশা করে এসেছি সব ঠিক হয়ে যাবে। তা যে হবে না, সেটা কখনও ভাবিনি।' মৃদু হাসলেন। 'ঠিক আছে, এক হাতেও পাথর ছুঁড়তে পারব আমি।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিচু ছাদের দিকে চললেন তিনি। রানাকে তাকাতে দেখে চোখ টিপল ইউনিস।

ছাদে উঠে দেয়ালের গায়ের একটা গর্তের ভিতর দিয়ে সাগর আর লেগুনের সরু সঙ্গমস্থলের দিকে তাকাল রানা। দৃশ্যটা মনটাকে দমিয়ে দেওয়ার মতো। রানার মনে হলো দ্বীপের এদিকের যতো নৌকো, আউটবোর্ড মোটরওয়ালা বোট আর ইয়ট আছে, সব যেন হাজির হয়েছে সঙ্গমস্থলের মুখে, ঢুকবার অপেক্ষায় আছে। টুরিস্টদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ছোট্ট নৌকো

থেকে শুরু করে মাছধরা লম্বাটে নৌকোও বাদ যায়নি। সংখ্যায় সব মিলিয়ে পঞ্চাশটারও বেশি হবে। ওগুলোতে গিজগিজ করছে আর্মির ইউনিফর্ম পরা লোক।

রানা দিবাস্বপ্ন দেখল, এখন বাংলাদেশ নেভির যুদ্ধজাহাজ ছুটে আসছে ওদের রক্ষা করতে। ভাবতে ভালো লাগল, কিন্তু ব্যাপারটা অসম্ভব।

লেগুনে ঢুকে পড়েছে সামনের বোটগুলো, এখন তীরের দিকে এগোচ্ছে দ্রুতগতিতে। যেগুলো দূরবর্তী তীর ঘেঁষে আসছে সেগুলো গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবে, বাকিগুলোর জন্য বিস্ময় অপেক্ষা করছে। তীব্র গতিতে আসছে সামনের বোটগুলো, জানেও না তাদের পথ জুড়ে পানির নীচে ওঁৎ পেতে আছে পাথর দিয়ে তৈরি ব্রেকওয়াটার। ইউনিস সম্ভবত ছোট্ট এই বন্দরের রহস্য গোপনই রাখতে পেরেছে। তার উপজাতির লোক ছাড়া কাউকে বোধহয় এদিকে ঘেঁষতে দেয়নি। পানির নীচে অপেক্ষমাণ পাথুরে দাঁতের কথা অনেক আগেই ভুলে গেছে এই দ্বীপের লোক।

পাশাপাশি ছুটন্ত দুটো ইয়টের উপর চোখ আটকে গেল রানার। বিনকিউলার ছাড়াও ওগুলোর ডেকে দাঁড়ানো যাত্রীদের হাতে বাযুকা আর সাবমেশিন-গান স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। একই সঙ্গে দুটো ইয়ট ব্রেকওয়াটারে গুঁতো খেল। স্টিলের পাত ছিঁড়ে যাবার কর্কশ গা রীরী করা আওয়াজ হলো। ইয়ট দুটোর সামনের দিক উপরে উঠে গেল। ধাক্কার প্রচণ্ডতায় ডেকে দাঁড়ানো লোকগুলো ছিটকে পড়ল পানিতে। কেঁপে উঠল ইয়টগুলো, তারপর কাত হয়ে ডুবতে শুরু করল। ব্রেকওয়াটারে আটকে থেমে গেল অর্ধেক ডুবন্ত অবস্থায়।

যেন এই ঘটনার সঙ্গে তাল মেলাতেই পাহাড়ি পথের দিক থেকে পলার প্রথম ডিনামাইট ফাটল বিকট শব্দে।

ইয়ট দুটোর পিছনে আসছিল দুটো টাগ-বোট। গতি কমাবার

কোনও সুযোগই পেল না ওদুটো, সরাসরি ধাক্কা মারল ব্রেকওয়াটারে, অর্ধেকটা উঠে পড়ল বাঁধের উপর। ওগুলোর সৈন্যরা পুতুলের মতো ছিটকে পড়ল লেগুনে। তাদের কেউ কেউ ভারী বুট আর পোশাকের কারণে ডুবে গেল দেখতে দেখতে। অন্যরা সাঁতার কেটে এসে পাথুরে দেয়াল ধরে টিকে থাকল। এর পরের সারির বোটগুলো গতি কমিয়ে লেগুনের মাঝখানে থামল। খুঁটি দিয়ে পানিতে খোঁচা মারতে মারতে সৈন্য ভর্তি তিনটে নৌকো এগোল শামুকের গতিতে। ওগুলো পৌঁছে গেল ব্রেকওয়াটার যেখানে দুর্গের উঠবার সিঁড়ির সঙ্গে মিশেছে, সেখানে। প্রথম আর দ্বিতীয় নৌকার সৈনিকরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। তৃতীয় নৌকো পিছিয়ে গেল, তারপর ওটা থেকে দুর্গদেয়াল লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল সৈন্যরা।

ইউনিসকে এদিকে আসতে দেখেনি রানা, এখন খেয়াল করল সে ওর পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। মাথাটা নিচু করে রেখেছে সে, গর্তের ভিতর দিয়ে বাঁশের একটা পেরিস্কোপ দিয়ে নীচটা দেখছে এক হাত তুলল সে নির্দেশ দিতে। দেয়াল ঘেঁষে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে তার লোকরা, সবাই ইউনিসের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকের হাতে করোটির সমান বড় একটা করে পাথর।

নৌকো থেকে আসা মেশিনগানের গুলির আওয়াজের উপর দিয়ে সৈনিকদের বুটের শব্দ শুনতে পেল রানা, তারপর ঘোঁৎ করে উঠল কে যেন। সৈন্যরা এখন ওদের ঠিক নীচের সিঁড়িতে। ঝট করে হাত নামাল ইউনিস। দুর্গের দেয়ালের গর্তগুলোর চারপাশে ব্যস্ত তৎপরতা দেখতে পেল রানা। আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি অগ্রাহ্য করে তিনফুট চওড়া দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ইউনিসের লোক, বাদামী কিছু দুঃসাহসী মানুষ, গর্ত দিয়ে পাথর ফেলেই চট করে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে আসছে। তিনজন রক্তাক্ত সৈন্য সিঁড়ি থেকে পাশের পাহাড়ের কাঁধে পড়ে গেল সরিয়ে নেওয়া হলো তাদের,

বদলে অন্য লোক এগোতে শুরু করেছে। পাথরের পর পাথর ফেলা হচ্ছে দুর্গ-প্রাচীরের গর্ত দিয়ে।

কাভারিং ফায়ার হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেল। গর্তে চোখ রেখে রানা দেখতে পেল, নীচের লেগুনে গিয়ে পড়েছে কয়েকজন সৈন্যের দেহ। আগেই মারা না গিয়ে থাকলে ব্রেকওয়াটারে আছড়ে পড়ে মরবে তারা। সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে নামছে আহত বা নিহত সৈন্য। তাদের দেহের ধাক্কায় অগ্রসরমান অন্যান্যরা পড়ে যাচ্ছে সিঁড়ি থেকে। সিঁড়ির গোড়ায় পড়ল কেউ কেউ, অন্যান্যরা লেগুনের পানিতে অথবা ব্রেকওয়াটারে।

ইউনিসের লোকরা আরও পাথর তুলে নিয়েছে। তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে আরেকটা আক্রমণের জন্য। ওদিকে প্রথম চমকটা সামলে উঠেছে নীচের সৈন্যরা, আবার কাভারিং ফায়ার শুরু হলো। পাথরের দেয়ালে লেগে নীচে পড়ছে চেপ্টে যাওয়া গুলি। কোনও কোনওটা পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে ওদের মাথার উপর দিয়ে।

নয়

জঙ্গল কাঁপিয়ে দিল ডিনামাইট বিস্ফোরণের আওয়াজ। আরেকটা চার্জ ফাটিয়েছে পলা। ইউনিসের এখন আপাতত রানাকে দরকার নেই। ওয়ালথারের গুলি বোট পর্যন্ত পৌঁছুবে না। সৈন্যদের গুলিও দেয়ালের তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারছে না। সিঁড়িতে নিজেদের দখল ভালো ভাবেই বজায় রাখতে পেরেছে বুড়ো দানব। পাহাড়ি পথের দিকে দ্রুত পা চালাল রানা। একটু পর

দেখতে পেল পলা মাটিতে বসে আছে, হাতে তৃতীয় একটা ফিউজ। বিচলিত লাগছে তাকে দেখতে।

'সাবধান হয়ে গেছে খুব দ্রুত,' রানাকে দেখে বলল পলা। 'প্রথমবারে সাতজনকে শেষ করেছি। পরেরবার চারজনকে। এখন একজন একজন করে এগোচ্ছে। মাঝখানে বিশফুট ব্যবধান রাখছে। একজনকে শেষ করতে আস্ত একটা চার্জ নষ্ট করতে হবে এখন।'

'তা-ই আসলে,' সায় দিল রানা। 'ফিউজে আগুন দিয়ো না। আসুক ওরা একজন একজন করে। গুলি করব আমরা এখান থেকে।'

ইচ্ছের বিরুদ্ধে আসছে সৈন্যরা, তবে আসছে। পিছন থেকে চিৎকার করে তাদের উৎসাহিত করছে কয়েকজন অফিসার। সৈন্যরা সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছে না, সবার চোখ পথের উপর—বুবিট্র্যাপের চিহ্ন খুঁজছে।

সরু পাহাড়ি পথ যেখানে একটা পাথরের পাশ দিয়ে গেছে সেখানে ঝোপের আড়াল নিয়ে পৌঁছোনোর চেষ্টা করল রানা। সৈন্যদের কেউ ওখানে পৌঁছুতে পারবার আগেই আড়ালটায় চলে যেতে পারলে সৈন্যরা পাথরটাকে পাশ কাটানোর সময় ওয়ালথারের গুলিতে তাদের সংখ্যা কমিয়ে আনতে পারবে ও। মাত্র ওখানে উপস্থিত হয়েছে রানা, এমন সময় প্রথম লোকটা দৃষ্টিগোচরে এলো। বেঁটে মানুষ সে, কালো কুচকুচে। মুখটা ঘামছে দরদর করে। শ্বাস ফিরে পেতে থামল, তারপর ট্রেইলে চোখ রেখে এগোল আবার। এখন আগের চেয়েও গতি কম। ওয়ালথারটা তাক করেও হোলস্টারে রেখে দিল রানা। লোকটাকে কাবু করবার এরচেয়ে ভালো পথ রয়েছে। সে জানে না, ও এখানে লুকিয়ে আছে।

এমনিতেই গুলি কম ওর। নতুন করে সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। কাজেই বাহুর খাপ থেকে স্টিলেটো বের করল রানা,

লোকটা রানার ঠিক নীচে পৌঁছুতেই তার পিঠে লাফিয়ে পড়ল। রানার হাঁটুজোড়া লোকটার মেরুদণ্ডে আঘাত করল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সৈনিক, রাইফেলটা পড়ল পেটের নীচে। হুস করে বাতাস বেরিয়ে গেল তার বুক থেকে। মট করে একটা আওয়াজ হয়েছে, শুনেছে রানা। বুঝতে দেরি হলো না কশেরুকা ভেঙে মারা গেছে লোকটা। তার কার্ট্রিজ আর রাইফেল সংগ্রহ করে নিয়ে লাশটাকে একটা ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রাখল ও। এক ছুটে আবার ফিরে গেল ট্রেইলের উপরে পাথরের পিছনে, চড়ে বসল ওটার উপর। এভাবে যদি ভাগ্য সহায়তা করে তা হলে শীঘ্রি বেশ কয়েকজনকে খতম করে যথেষ্ট গোলাগুলি সংগ্রহ করতে পারবে ও, ভাবল রানা।

পরেরজন ট্রেইলে বাঁক ঘুরেই থমকে দাঁড়াল। সামনে তাকিয়ে সঙ্গীকে খুঁজছে। বালিতে ধস্তাধস্তির দাগ দেখে আরও কালো হয়ে গেল গোলগাল কালচে মুখটা। মাথা কাত করে উপরের দিকে তাকাল সে, সরাসরি পাথরের উপর উবু হয়ে বসে থাকা রানার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। পেটের কাছে দু'হাতে মেশিনগান ধরে আছে সৈনিক। ওটার নল সে ঝটিতি ঘোরাল রানাকে লক্ষ্য করে। বিদ্যুচ্চমকের মত ওয়ালথারটা বের করেই গুলি করল রানা। প্রথম গুলিতেই লোকটার করোটি চুরমার হয়ে গেল।

সরু পাহাড়ি পথে বাঁকের তিন-চার ফুট দূরে পড়ল তার লাশ। কিন্তু লোকটার মেশিনগানটা রানার দরকার। ওয়ালথার হাতে পাথরের উপর থেকে লাফিয়ে নেমে মৃতদেহের কাছে দৌড়ে গেল ও, পথের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই মেশিনগানটা সংগ্রহ করে নিল। মেশিনগানের সঙ্গে শুধু গুলির লূপই নেই, কাঁধেও আছে দুটো বেল্ট ভরা গুলি। লোকটাকে এই পরিস্থিতিতে সোনার খনি বললেও চলে। গুলির বেল্টগুলো খুলে নিল রানা, লাশটা গড়িয়ে পাশের ঝোপের মধ্যে ভরে দিল, তারপর পাথরের পিছনে

যাওয়ার জন্য ঝেড়ে দৌড় দিল।

বাঁক ঘুরে আর কেউ এলো না। অন্তত রানা পথের উপর থাকবার সময় কেউ আসেনি। পাথরের উপর অপেক্ষায় থাকল রানা। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, কেউ আসছে না আর। নিশ্চয়ই ওয়ালথারের আওয়াজ শুনে সতর্ক হয়ে গেছে। আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা নিষ্ফল গেল। গুলির বোঝা বয়ে পলার কাছে ফিরে এলো রানা, সেখান থেকে ট্রাক আর জিপগুলো দেখল। হাতে ওয়াকিটকি নিয়ে এদিকে তাকিয়ে কথা বলা এক লোকের দিকে ফিরে চলেছে সৈন্যরা, লোকটাকে ঘিরে দাঁড়াল। ওয়াকিটকিধারী সম্ভবত চেইন অভ কমান্ডের আরও উঁচু পদের কারও পরামর্শ বা নির্দেশ চাইছে। রানার মেশিনগান আর গুলি দেখে হালকা শিস বাজাল পলা, আগের জায়গা ছেড়ে অনেকটা নেমে এসে একটা ফাঁকা জমিতে আস্তানা গেড়েছে সে।

'তুমি দেখছি তাজ্জব কারবার শুরু করলে, লাভার বয়!'

রানা বলল, 'এগুলো কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের সেনাবাহিনীকে ঠেকাতে পারবে না, তবে যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারবে। আর্মি অন্তত টের পাবে, তোমার লাভারের সঙ্গে লাগতে গেলে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।' নীচের লোকগুলোকে দেখাল রানা। 'পরিকল্পনা পাল্টাচ্ছে ওরা, পলা। ট্রেইলটা অতিরিক্ত দুর্গম। আমার মনে হয় না এ-পথে আর এগোবার চেষ্টা করবে ওরা। এখানেই অপেক্ষা করো তুমি, যদি দেখো আমার ধারণা ভুল, তা হলে ছুটে গিয়ে জানাবে। ঠিক আছে?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজাল পলা দভস্কি। 'রাইফেলটা রেখে যাও। আমি হয়তো কয়েকটাকে খতম করতে পারব।'

রাইফেল আর বুলেটগুলো পলাকে দিয়ে দিল রানা, রওনা হয়ে গেল ফিউজের দিকে। আরেকটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ও। সৈকতবর্তী হাইওয়েতে এঞ্জিনের গর্জন। আবার ডিনামাইট

ব্যবহার করবার সময় আসছে।

নতুন গাড়িগুলোর প্রথমটা রাস্তার শেষে এসে থামল। ওটার পিছনে আসছে বাকিগুলো। প্রথমটা থেকে নামল বেশ কয়েকজন লোক। ততোক্ষণে রানা ফিউজগুলোর কাছে চলে গেছে। সামনের গাড়ি থেকে ওয়াকিটকিতে কথা বলা হচ্ছে, কাজেই সৈন্যরা একযোগে আসবে না। লোকগুলোকে ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ দিল না রানা, প্রথম চার্জটার বিস্ফোরণ ঘটাল। একটা জিপের তলায় ফাটল ডিনামাইট। আরও দুটো গাড়ি উল্টে ফেলল প্রচণ্ড বিস্ফোরণটা। নীরবতা নামতেই মেশিনগান থেকে এক পশলা গুলি করল ও পরবর্তী গাড়িগুলো লক্ষ্য করে। যে-গাড়িগুলো এগিয়ে আসছিল, সেগুলো থেমে পিছাতে শুরু করল, রেঞ্জের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভাব দেখে মনে হলো বেশ খানিকক্ষণ তারা আর সামনে বাড়তে চেষ্টা করবে না। দুর্গের দিকে ফিরে চলল রানা।

নিচু ছাদটা শব্দে ভরে আছে। বাযুকা আর লং রেঞ্জ অস্ত্রের গুলি এসে কাঁপিয়ে দিচ্ছে দেয়াল আর ছাদ। ইউনিস রানাকে হাতের ইশারায় ডেকে তার বাঁশের পরিস্কোপ দিয়ে তাকাতে বলল। ব্রেকওয়াটারের অস্তিত্ব সৈন্যদের কাছে এখন আর গোপন নেই। খুঁজে বের করেছে কোথায় ওটা পানির নীচ দিয়ে গেছে। এখন ব্রেকওয়াটারের উপর দিয়ে সারি বেঁধে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছে বেশ কয়েকজন সৈন্য। আরও কয়েকজন সৈন্য দেয়ালের নীচে পৌঁছে গেছে। ইউনিসের দিকে তাকাল রানা। ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেছে ইউনিসের

পেরিস্কোপটা আবার ব্যবহার করল রানা। প্রচণ্ড গোলাগুলির সাহায্য নিয়ে এক লাইনে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে সৈন্যরা। আরও কিছুক্ষণ পর বোট থেকে গুলি করা হলে তাদের নিজেদের লোকদের গায়েই লাগবে। কিন্তু এখন এতো গোলাগুলি করা

হচ্ছে যে পাথর ছুঁড়তে দেয়ালের কাছে যাওয়ার সাধ্য নেই কারও। মেশিনগানটা শক্ত করে ধরল রানা, ইউনিসকে বলল, 'খেয়াল রাখুন কখন সৈন্যরা উপরে উঠে আসে।'

কথাটা বলবার দরকার ছিল না। কাভারিং ফায়ার বন্ধ হয়ে গেল। নিজেদের লোকদের গায়ে গুলি করবার কোনও ইচ্ছে নেই নীচের সৈন্যদের। এর বেশি কোনও সঙ্কেতের প্রয়োজন রানার নেই। বুটের খটাখট আওয়াজ শুনতে পেল ও, উপরে উঠে আসছে। দেয়ালের গায়ের পাথর ফেলার ফুটোয় পা রেখে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, ওর মুখের কাছে দেখা দিল একটা রাইফেলের নল। প্রথম সৈন্য পরবর্তী ধাপে পা রাখায় নলটা অন্যদিকে সরে গেল। মেশিনগানের একঝাঁক গুলি লোকটাকে নীচের সঙ্গীর উপর আছড়ে ফেলল। দু'জনই তারা সিঁড়ির ধাপ থেকে গভীর খাদে গিয়ে পড়ল। মেশিনগানের নল ঘুরিয়ে সিঁড়ি সাফ করে দিল রানা। ব্রেকওয়াটারের যে-পর্যন্ত মেশিনগানের রেঞ্জের মধ্যে পেল, সে-পর্যন্ত শুইয়ে দিল অপ্রস্তুত সৈন্যদের। তাদের পিছনে যারা রেঞ্জের বাইরে আছে, তারা বোটের দিকে পিছু হটতে শুরু করল। পিছলে যাচ্ছে কেউ কেউ, হোঁচট খাচ্ছে, লাফিয়ে পড়ছে বোটের ডেকে। ওদিক থেকে কোনও গোলাগুলি হচ্ছে না। নৌকোগুলো ব্রেকওয়াটারের শেষপ্রান্তে রানা আর পলা যেখানে সাঁতার কেটেছিল, সেদিকে চলল। সৈকতে বোট ভিড়ানোই তাদের উদ্দেশ্য। ইউনিসের কাছে ফিরল রানা, ঝুঁকে বসে একটা বেনসন ধরাল।

'এবার কিছুক্ষণ আমরা বিশ্রাম নিতে পারব,' মন্তব্য করল ও।

'আপনি বিশ্রাম নিতে পারেন, মিস্টার রানা,' বলল ইউনিস, 'এ-পর্যন্ত যা করেছেন সেজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু অবরোধ করে রেখেছে ওরা আমাদের, আবার আক্রমণের আগে সামান্য বিরতি নিচ্ছে শুধু। ম্যারোনের আর্মি ফিরে আসবেই। আমার লোকরা মনে করছে লড়াইয়ে জয় হয়েছে তাদের। সবাই

এখন একটা অনুষ্ঠান করতে চাইবে। যদি অনুষ্ঠান না করা হয়, তা হলে পরে ওরা আমাকে দোষ দেবে যে, দেবতাদের আমি সন্তুষ্ট করিনি বলে দেবতারা তাদের ছেড়ে গেছেন। সেক্ষেত্রে লড়াই করার ইচ্ছেই নষ্ট হয়ে যাবে অনেকের। অথচ সামনে আরও লড়াই পড়ে আছে।'

রানাকে একা রেখে বিজয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলে গেল ইউনিস। পবিত্র আগুন জ্বালানো হলো, বেজে উঠল ড্রাম, সেই সঙ্গে নাচ জুড়ল আদিবাসীরা। তাদের নাচগান দেখবার ফাঁকে লেগুনের দিকেও চোখ রাখল রানা। বেশিরভাগ বোটই লেগুনের সৈকতে ভিড়েছে। অবাক লাগল ওর, সৈন্যরা বোটের ধারেকাছেই আছে, দুর্গের দিকে আসবার কোনও চেষ্টা করছে না। আন্দাজ করল, ওয়াকিটকিতে নিশ্চয়ই এখন নির্দেশের পর নির্দেশ আর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে।

ওর জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। একে একে নৌকো, মোটরবোট আর ইয়টগুলো খোলা সাগরে বেরিয়ে যেতে শুরু করল। সবার শেষে সাগরসঙ্গমের দিকে গেল একটা জেলে নৌকো।

রানা লক্ষ করল, অনুষ্ঠান শেষ হলো গুরুগম্ভীর প্রার্থনার মাধ্যমে। ইউনিসকে দেখতে পেল তারা আর ডক্টর রবিন্সের পাশে। বোট চলে যাবার খবরটা তাদের দিল ও, তারপর বলল, 'এবার তারা আর ডক্টর রবিন্সকে আমরা এখান থেকে সরিয়ে নিতে পারব।'

রানা ভাবছে কাছের কোনও দ্বীপে চলে যাওয়ার কথা। ওখান থেকে ডক্টর আহমেদ ইরতিজার সঙ্গে যোগাযোগ করে চার্টার করা প্লেনের ব্যবস্থা করা যাবে। কী ভাবছে জানাতেই প্রতিবাদ করে উঠলেন ডক্টর রবিন্স। জানালেন এই পর্যায়ে কিছুতেই পালিয়ে যাবেন না তিনি। তারা একবার এর একবার ওর মুখ দেখছে।

ইউনিসের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হয়ে গেল রানার। ইউনিস

বোঝাক তার অবুঝ বন্ধুকে, রানা চলল ব্রেকওয়াটারের উপর থেকে বিধ্বস্ত বোট সরাতে।

রানার সঙ্গে যাওয়ার জন্য কয়েকজন লোক বেছে দিল ইউনিস, জানাল এরাই তার সেরা সাঁতারু। কিন্তু সাঁতারুর প্রয়োজন নেই এখন রানার, দরকার আসলে একটা ভাসমান ক্রেন। ইউনিসকে রানা বলল তার লোকরা যেন ম্যাশেটি দিয়ে কয়েকটা বড় গাছ কেটে আনে। ওদের গাছ কাটবার সময় দিয়ে রানা চলে গেল পলার ওখানে কী ঘটছে জানতে।

যেখানে পলাকে ও রেখে গিয়েছিল সেখানেই বসে আছে মেয়েটা। নীচের জিপগুলো চলে গেছে। শুধু ট্রাকটা এখনও আছে। পলা জানাল একযোগে সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়েছে। সময়টা মিলিয়ে দেখল রানা, ওই একই সময়ে লেগুন থেকেও বোট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পলাকে ও বলল, বোটগুলোও চলে গেছে, সাগরসৈকত সংলগ্ন হাইওয়েতেও সৈন্য নেই। কথাটা শুনে ভ্রূ কুঁচকে উঠল পলার। 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না হাল ছেড়ে দিয়েছে কর্নেল হুয়ান ম্যারোন? করছেটা কী লোকটা?'

ইউনিস, তারা কিংবা ডক্টর রবিন্সকে রানা বলেনি ও কী ভাবছে, তবে পলাকে সব কথা বলা যায়।

'আমার ধারণা আমেরিকান সরকারের কাছে গলা ফাটিয়ে সাহায্য চাইছে ও এখন। শীঘ্রি আমরা বম্বার আর গানবোট দেখতে পাবো। আশা করছি তার আগেই এখান থেকে সরে যাওয়া সম্ভব হবে আমাদের সবার পক্ষে।' এরপর রানা বলল ব্রেকওয়াটারে উঠে পড়া বোট ব্যবহারের কথা ভাবছে ও। ঠিক করেছে ইউনিসকে বলবে, ওরা চলে যাওয়ার পর নিজের লোকদের নিয়ে কিছুদিনের জন্য যেন সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আস্তে করে মাথা নাড়ল পলা। খসখসে গলায় বলল, 'মিশন ইম্পসিবল, রানা। গুড লাক।'

দশ

দুর্গে ফেরার সময় ম্যাশেটির আওয়াজ শুনতে পেল রানা। আবি ইউনিস, তারা কিংবা ডক্টর রবিন্সকে কোথাও দেখা গেল না। রানা আন্দাজ করল, কোথাও একসঙ্গে বসে আলোচনা করছে ওরা। ইউনিস নিশ্চয়ই বোঝানোর চেষ্টা করছে ডক্টর রবিন্সের উচিত আপাতত দেশ ছেড়ে পালানো। তাঁকে প্রভাবিত করতে না পারলেও তারাকে হয়তো প্রভাবিত করতে পারবে সে। মেয়েটা আজকের লড়াই দেখেও কি জেদ করবে থেকে যাওয়ার জন্য? এটা সাহসের কাজ, কিন্তু থাকার দায় না থাকলেও রয়ে যাওয়াটা চরম বোকামি।

বেশ কিছুক্ষণ পর দুর্গের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল ইউনিসের পাঠানো কাঠুরেরা, বড় বড় দুটো গাছের ভারী গুঁড়ি নিয়ে ফিরেছে। বারোজনের প্রত্যেককেই হাত লাগাতে হচ্ছে ওগুলো একটা একটা করে বয়ে আনতে। টেনে গুঁড়ি দুটো মই বেয়ে উপরে তোলা হলো, তারপর ফেলে দেওয়া হলো সাগরে। এরপর স্টোর হাউস থেকে দড়ির কয়েল আনল দু'জন। মেশিনগান আর অ্যামুনিশন বেল্ট হাতে তাদের আগে আগে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা।

গুঁড়ি দুটো টিলার গা ঘেঁষে সাগরে পড়েছে। পানির একফুট উপরে জেগে আছে ওগুলোর এক মাথা। সাঁতারুরা সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে ডাইভ দিয়ে পড়ল সাগরে, কাছের গুঁড়িটার গায়ে দড়ির গিঁঠ দিয়ে ফিরে এলো। সাবধানে লোকগুলোকে নিয়ে

ব্রেকওয়াটারের উপর দিয়ে এগোল রানা।

দড়ি টেনে গুঁড়িটাকে সরিয়ে আনতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই দুয়েকজন পড়ে যাচ্ছে ব্রেকওয়াটার থেকে। কিন্তু রানার পড়ে যাওয়া চলবে না। মেশিনগানটা ভিজে গেলে আর কোনও কাজেই আসবে না ওটা। সাগরতলার বালিতে গেঁথে গেছে গুঁড়ির শেষ মাথা, ওটা টেনে সরানো অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে দেখা দিল। যখন শেষ পর্যন্ত গুঁড়িটা হঠাৎ সরে এলো, তখন তাল সামলাতে না পেরে সাগরে পড়ে গেল বারোজনই। পানির উপর অল্প একটু ভাসছে গুঁড়ি। ব্রেকওয়াটারের উপর উঠে ওটাকে আবার টেনে সরাতে শুরু করল ইউনিসের লোকরা, রানাকে অনুসরণ করছে। হুয়ান ম্যারোনকে সহায়তা করতে যে-কোনও সময় আমেরিকান বম্বার চলে আসতে পারে মাথার উপর, বোমা ফেলে মিশিয়ে দিতে পারে ওদের, কিন্তু কাঠুরেদের কিছু বলল না রানা।

কাছের ভেসেলটা একটা ইয়ট। অর্ধেক ব্রেকওয়াটারের উপর উঠে কাত হয়ে পড়ে আছে ওটা। এঞ্জিন শুকনো, ওখানে পানি পৌঁছোয়নি। আশা জেগেছিল রানার মনে, তারপর দেখল ওটার ফাইবার গ্লাসের তলা পুরোটাই খসে গেছে। ওটাকে পাশ কাটিয়ে গুঁড়ি টেনে নিয়ে চলল ইউনিসের লোকরা। কয়েকজন এখন সাঁতার কাটছে, গুঁড়িটা সঠিক পথে ঠেলছে তার ফাঁকে। ইয়টে উঠে ওটার পাশের বোটে চলে এলো রানা। এটার তলির অবস্থা প্রথমটার চেয়েও খারাপ। বাকি রইল টাগ-বোট দুটো। ওগুলো পুরোটা লোহার তৈরি। ওগুলোর হয়তো এরকম ক্ষতি হয়নি।

নীল পানিতে কালো ছোপের মতো ভাসছে কয়েকটা ইউনিফর্ম পরা বাদামী লাশ, ধীরে ধীরে সাগরের দিকে চলেছে শ্লথ স্রোতের টানে। ইউনিসের লোকদের ইয়ট পার করে গুঁড়ি নিয়ে আসতে বলে সামনের টাগ-বোটের কাছে চলে এলো রানা। মেশিনগান, গুলির বেল্ট আর ওয়ালথার টাগ-বোটের ডেকে রেখে

নিজেকে টেনে তুলল ও। ওর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল কাঠুরেরা আসবার আগেই। তারা প্রথম গুঁড়িটা নিয়ে আসায় এবার দ্বিতীয়টা আনতে নির্দেশ দিল রানা, তারা চলে যাওয়ার পর কেবিনে উঠে ডিজেল এঞ্জিনটা স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল। বার দুয়েক কেশে উঠে স্টার্ট নিল এঞ্জিন। কতোটা শক্ত ভাবে ব্রেকওয়াটারের সঙ্গে আটকেছে বোঝার জন্য রিভার্স গিয়ার দিল ও। তীক্ষ্ণ আওয়াজ করল এঞ্জিন, ঘুরন্ত প্রপেলারের কারণে পানিতে ঘূর্ণি সৃষ্টি হলো, কিন্তু একচুল নড়ল না টাগ-বোট।

ইউনিসের লোকরা দ্বিতীয় গুঁড়ি নিয়ে ফেরবার পর কী করতে হবে তাদের বুঝিয়ে দিল রানা। ব্রেকওয়াটারে ছয়জন ছয়জন করে দুই দলে ভাগ হয়ে দাঁড়াল তারা, গুঁড়ি দিয়ে ধাক্কা মারতে শুরু করল টাগ-বোটের সামনের অংশে। দুলতে শুরু করল টাগ-বোট। এঞ্জিন চালু করে আবার রিভার্স গিয়ার দিল রানা। টাগ-বোটের খোলটা কাতর স্বরে প্রতিবাদ জানাল। লোহার সঙ্গে পাথরের ঘষায় কর্কশ আওয়াজ হলো। তারপর হঠাৎ ব্রেকওয়াটারের উপর থেকে নেমে গেল টাগ-বোট, পানিতে নেমে দুলতে শুরু করল। আরেকটু বেশি জোরে দুললে ডুবে যেতে পারত, কিন্তু দোলা কমে এলো ক্রমেই। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। তেলের খরচ যতোটা কম করা যায় ততোই ভালো। কাছের কোনও দ্বীপে পৌঁছোতে হলে ফুয়েল লাগবে ওদের। আস্তে আস্তে স্থির হলো বোট।

দাঁত বের করে হাসছে ইউনিসের পাঠানো লোকরা। তাদের কঠোর পরিশ্রম বৃথা যায়নি। যে-কাজে এসেছিল সে-কাজে তারা সফল। রানাও তাদের সঙ্গে হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু বুদ্বুদের শব্দ ওর মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দিল। এঞ্জিনের কাছে একটা ফোয়ারা সৃষ্টি হয়েছে। সাগরের পানি উঠে যন্ত্রপাতি ডুবিয়ে দিচ্ছে দ্রুত! শীঘ্রি ডুবে যাবে টাগ-বোট।

লাফ দিয়ে মেশিনগান, গুলির বেল্ট আর ওয়ালথার তুলে নিল

রানা, ডুবন্ত বোট থেকে সাবধানে নেমে পড়ল ব্রেকওয়াটারের উপর।

আর মাত্র একটা বোট আছে হাতের নাগালে। এবার শেষ টাগ-বোটটাকে পানিতে নামানোর কসরত শুরু করবার আগে ওটায় উঠে ভিতরটা ভালো মতো পরীক্ষা করে দেখল রানা। ওর চোখে কোনও ক্ষয়ক্ষতি ধরা পড়ল না। কিন্তু এই বোটটা যেখানে আটকেছে তার এক পাশেই আছে পাথরের তীক্ষ্ণধার একটা কিনারা। বোট পিছাতে শুরু করলে ওটার আঘাতে ফুটো হয়ে যেতে পারে খোলটা। বোট নিয়ে কাজ শুরুর আগে ওই পাথরের দাঁতটাকে এড়ানোর কোনও ব্যবস্থা করতে হবে।

কিছু করার আগে বোটের এঞ্জিন পরীক্ষা করে দেখল রানা। ওটা একটা কনভার্টেড চার সিলিন্ডারের ডজ মোটর। পিটে নেমে এঞ্জিনটা স্টার্ট দিতে চেষ্টা করল রানা। ছয়বার হাতল ঘোরাল, কোনও কাজ হলো না। পেট্রল এঞ্জিন যদি এতোবারেও চালু না হয় তা হলে সারাদিন গুঁতালেও চালু হবে না। এঞ্জিনটা স্টার্ট না হওয়ার তিনটে কারণ থাকতে পারে বলে মনে হলো রানার। পেট্রল নেই, স্পার্কিং প্লাগ কাজ করছে না অথবা কানেকশন ছুটে গেছে কোথাও। এঞ্জিন পরখ করে দেখল রানা। ট্যাঙ্ক ভরা পেট্রল আছে। কানেকশনেও কোথাও কোনও খুঁত নেই। এবার টুলকিট থেকে রেঞ্চ নিয়ে প্লাগ খুলে বুঝতে পারল না শেষবার এটাকে কীভাবে স্টার্ট দিয়েছিল এটার সারেং। অসম্ভব নোংরা সবক'টা প্লাগ, পুরু কার্বন জমেছে স্পার্ক করবার জায়গায়। স্টিলেটো ব্যবহার করে প্লাগগুলো পরিষ্কার করল রানা। একটার পয়েন্টগুলো পুড়ে গেছে। বাকিগুলোর স্প্রেডের ফাঁকও অনেক বেশি। ঠিক কতোটা ফাঁক থাকা উচিত সেটা মাপার কোনও গেজ নেই টুলকিটে, বাড়তি প্লাগও নেই। একটা স্ক্রু-ড্রাইভারের সাহায্যে আন্দাজে প্লাগগুলো মেরামত করল ও। প্লাগগুলো

স্কেটে আটকে ইউনিসের লোকদের সরে যেতে ইশারা করল ও, তারপর হাতল ধরে ঘোরাল। খকখক করে উঠল এঞ্জিন, কিন্তু প্রথমবারে স্টার্ট নিল না। দ্বিতীয়বারেও ফলাফল একই। রানা তিক্ত মনে ভাবল, তৃতীয়বারেও এঞ্জিন চালু না হলে ধরে নিতে হবে এখানেই আটকা পড়ে গেছে ওরা। বিড়বিড় করে এঞ্জিনটাকে গাল দিল রানা। কুসংস্কার। দেখেছে অনেক সময় গালাগালি দিলে আশ্চর্যজনক ভাবে সাড়া মেলে। তৃতীয়বার হাতল ঘুরাতেই ঘড়ঘড় করে চালু হয়ে গেল এঞ্জিন, একরাশ নীলচে ধোঁয়া উগরে দিল চিমনি দিয়ে, তারপর মসৃণভাবে চলতে শুরু করল। চোক টেনে বাড়তি পেট্রল খরচ করে ফেলল রানা, তারপর এঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

এবার বোটের খোলের নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তা করবার সময় হয়েছে। রানার নির্দেশে কয়েকজন চলে গেল ফেলে আসা ট্রাকের কাছে। আধঘণ্টা পর ফিরল তারা। সঙ্গে করে ট্রাকের এঞ্জিনের হুডটা নিয়ে এসেছে। কী করতে হবে তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাল রানা। হুডটা বোটের হালের তলায় ধরে রাখবে দু'জন দু'দিক থেকে, খোলটা নড়লে চড়লে হুডও সরবে, ফলে পাথুরে ক্ষুরের সঙ্গে ওটার সংস্পর্শ হবে, মূল খোলের নয়। কাজটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যারা হুড ধরে থাকবে টাগ-বোট তাদের পিষে ফেলতে পারে ব্রেকওয়াটারের সঙ্গে। পরিণতি: আকস্মিক যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। ইউনিসের কয়েকজন লোক ইংরেজি জানে। তাদের রানা ঝুঁকিটা বুঝিয়ে বলল। হাত তুলল চার-পাঁচজন। শক্তপোক্ত দেখে দু'জনকে বাছাই করল রানা। হুড নিয়ে পানিতে নামল তারা, ঘনঘন ঢোক গিলছে, বারে বারে তাকাচ্ছে দুর্গের দিকে।

কয়েকজন মিলে টাগ-বোটটাকে দোলাতে শুরু করল। সেই সুযোগে ওটার খোলের নীচে ভরে দেওয়া হলো ট্রাকের হুড। দু'পাশে অবস্থান নিয়েছে ওরা দু'জন দু'জন করে। এক হাতে হুড

ধরে আছে তারা, তাদের অন্য হাত বোটের খোলে। বোট যদি নামে আর কাত হয়, তা হলে চট করে সরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই কারও। ব্রেকওয়াটারের সঙ্গে পিষে মরতে হবে।

একটা গুঁড়ি আনা হয়ে গেছে। ওটা আড়াআড়ি ভাবে বোটের নাকে ঠেকিয়ে ঠেলতে শুরু করল বাকিরা। ক্যাঁচকোঁচ নানান আওয়াজ করছে টাগ-বোটের খোল। তারপর হঠাৎ করেই পাথরে লোহা ঘষা খাওয়ার আওয়াজ হলো, টাগ-বোট পিছলে নেমে এলো ব্রেকওয়াটার থেকে, দুলতে শুরু করল লেগুনের পানিতে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে রানা দেখল, আহত বা নিহত হয়নি হুড ধরে রাখা লোক তিনজন। সাঁতরানোর ফাঁকে দাঁত বের করে হাসছে। কিন্তু অন্যদের মুখে হাসি নেই। ব্রেকওয়াটারের উপর দিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুট দিল তারা। সাঁতাররত লোক তিনজন তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে সাগরসঙ্গমের দিকে তাকাল। আঁৎকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। একজন চিৎকার ছাড়ল, 'হাঙর!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। তীক্ষ্ণ ডরসাল ফিন স্পষ্ট দেখতে পেল। সরাসরি ব্রেকওয়াটার লক্ষ্য করেই আসছে। তারপর দূর থেকেই চক্কর মারতে শুরু করল। এটা আক্রমণের আগের মুহূর্ত। এবার হঠাৎ করেই ছুটে আসবে ব্রেকওয়াটারের দিকে। তিন কাঠুরে আর রানা প্রায় বাঁদরের ক্ষিপ্রতায় টাগবোটে উঠল ব্রেকওয়াটার থেকে। মেশিনগানটা হাতে তুলে নিল রানা। কাছে চলে আসছে হাঙরটা। এক পশলা গুলি করল ও। কালো আকৃতিটা গড়িয়ে উল্টে গেল, সাদা পেট দেখা গেল ওটার। ক্ষুরধার দাঁতে ভরা মুখটা মস্ত হাঁ হয়ে আছে। পানিতে রক্তের লাল রং ছড়াতে শুরু করল।

অস্ত্রটা নামিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল রানা, আরেকটা চিৎকার শুনে থমকে গেল। লেগুনের পানি যেন টগবগ করে ফুটছে। ব্যারাকুডা। সর্বগ্রাসী রাক্ষুসে মাছগুলো মৃত হাঙরের

রক্তের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে। ভেসে যাওয়া লাশগুলোর কথা মনে পড়ল রানার। ওগুলো থেকেও নিশ্চয়ই রক্ত বেরিয়েছে, রক্তের গন্ধ খোলা সাগর থেকে টেনে এনেছে এই সর্বভুক মাছগুলোকে।

হাঙরের লাশ আর মৃতদেহ নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি কামড়াকামড়ি দেখতে অপেক্ষা করল না ওরা, টাগ-বোট স্টার্ট দিয়ে ব্রেকওয়াটারের পাশ দিয়ে ধীরগতিতে এগোল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির গোড়ায় নোঙর করে নামল ওরা, উঠতে শুরু করল দুর্গের দিকে। রানা মেশিনগান হাতছাড়া করেনি। কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না ও। বয়ে যাওয়া সময়ে দুর্গের পরিস্থিতিতে কোনও বিরূপ পরিবর্তন এসে থাকলে সেজন্য প্রস্তুত থাকতে চায়। গোলাগুলির কোনও আওয়াজ শুনতে পায়নি ওরা, তবে তার মানে এই নয় যে, দুর্গে ঢুকে পড়েনি কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের সেনাবাহিনী।

উপরে উঠবার পর দেখা গেল সব আগের মতোই আছে। তারা দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের পাশে, নিচু ছাদের উপর। ওদের কাজ দেখছে।

'নতুন কিছু ঘটল?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সবাই দুর্গ ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাহাড়ের ওপাশে তার লোকদের সরিয়ে দিচ্ছে আবি ইউনিস। জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়বে তারা। কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে। আবি ইউনিস এখন গেছে পলা দভস্কিকে ডেকে আনতে।'

একগাদা বাস্কেট ভরা ফলের পাশে চত্বরে একটা চেয়ারে বসে আছেন আয়ান রবিন্স। ওই ফলগুলো অন্য কোনও দ্বীপে যাওয়ার সময় খাবার হিসেবে কাজে লাগবে, ভাবল রানা।

ফটক পেরিয়ে চত্বরে ঢুকল ইউনিস আর পলা। পলার হাতে রাইফেল। ইউনিসকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'অন্য কোনও দ্বীপে যাবার মতো যথেষ্ট পেট্রল আছে আপনাদের?' জানতে চাইল সে। রানা নীরবে মাথা ঝাঁকানোয় বলল, 'পথটা খোলা থাকতে থাকতেই রওনা হয়ে যান তা হলে। আশা করি পানিপথে কোনও বিপদ হবে না আপনাদের।' গলা উঁচিয়ে কয়েকজনকে ডেকে ফলভরা বাস্কেটগুলো টাগবোটে তুলে দিতে নির্দেশ দিল সে। এবার ডক্টর রবিন্সের সঙ্গে করমর্দনের জন্য হাত বাড়াল।

হাতটা ধরলেন না আয়ান রবিন্স, চেয়ারে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছেন তিনি। একরোখা স্বরে বললেন, 'তুমি যদি আমাদের সঙ্গে না আসো, ইউনিস, তা হলে আমিও যাচ্ছি না।'

হতাশার শ্বাস চেপে ইউনিস বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না এই বিপদের মধ্যে নিজের লোকদের ছেড়ে যাব আমি? সেটা মোটেও ঠিক কাজ হবে না।'

যুক্তিতর্ক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ডক্টর রবিন্সের হাতটা ধরল রানা। 'ইউনিস, আপনার লোকদের কোনও বিপদ হবে না। জঙ্গল থেকে তাদের বের করতে পারবে না ম্যারোন যতো চেষ্টাই করুক। কিন্তু সে জানে আপনি ডক্টর রবিন্সকে আশ্রয় দিয়েছেন। আপনাকে হাতে পাবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করবে সে।'

জবাবে বিষণ্ন হাসল ইউনিস। ডক্টর রবিন্স আবার তুবড়ি ছোটালেন। 'মিস্টার রানা ঠিকই বলেছেন। আমাদের সঙ্গে এসো। একসঙ্গে ফিরব আবার আমরা।'

ডক্টর রবিন্স তা হলে ঠিক করেছেন তিনি দ্বীপ ছেড়ে যাবেন, ভাবল রানা। পরস্পরের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডক্টর রবিন্স আর ইউনিস, মূল্যবান সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। পলা আর তারাকে মাথা কাত করে বোটে গিয়ে উঠতে ইশারা করল রানা, মেয়েরা চলে যেতে এবার মেশিনগানটা তাক করল ও ইউনিসের পায়ের দিকে। বলল, 'এক ভাবে না এক ভাবে আপনি

মরবেনই। দেরি করুন আরও, গুলি করে পা ফুটো করে দেব আপনার, তারপর সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে যাব।'

রানা জানে কাজটা ওর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু ইউনিস জানে না। দ্বিধাদ্বন্দ্বের ছাপ পড়ল তার চেহারায়। উদ্যত অস্ত্রের মুখে অনেকেই জেদ করে মারা পড়ে, কিন্তু ইউনিস ঠাণ্ডা মাথার লোক। সিদ্ধান্তে এসে আস্তে করে মাথা দোলাল সে। 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের লোকদের বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দিতে শুরু করল সে। তার সামনে লাইন ধরে দাঁড়াল অনুগত আদিবাসীরা, মাথা নিচু করে আবি ইউনিসের কথা শুনছে। পলা আর তারার পিছু নিয়ে টাগ-বোটের কাছে চলে এলো রানা, অপেক্ষা করছে কখন ডক্টর রবিন্স আর ইউনিস আসবে। অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল, তারা এলো না। আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল রানা। অর্ধেক উঠে দেখল ইউনিস আসছে, তার কোলে ডক্টর রবিন্স।

রানা টাগ-বোটের এঞ্জিন চালু করবার সামান্য পরে বোটের ডেকে পা রাখল ইউনিস। সে ডক্টর রবিন্সকে সুবিধা মতো একটা জায়গায় নামিয়ে রাখার আগেই বোট ছেড়ে দিল রানা, রওনা হয়ে গেল লেগুনের মুখের দিকে।

এগারো

সামনে থেকে বয়ে আসছে মাঝারি গতির বাতাস, বেশ ঢেউ তৈরি করছে-নীল সাগরে, তবে বাতাস এতো জোরাল নয় যে ওদের গতি কমিয়ে দিতে পারবে। থ্রটল পুরো খুলে দেওয়ার পরও

বলতে গেলে ধীর গতিতে চলে টাগ-বোট। ভার টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য জলযানটা তৈরি, দ্রুতগতির জন্য নয়। ওদের যা গতিবেগ তাতে রানা আন্দাজ করল, সারারাত পেরিয়ে যাওয়ার পর কাছের কোনও দ্বীপে হয়তো পৌঁছুতে পারবে ওরা। দিনের উজ্জ্বল আলোয় খোলা লেগুনে ওরা একেবারেই অসহায়। যদি কোনও বম্বার এসে বোমা ফেলে, তা হলে ডুবে যাবে টাগ-বোট। একবার সাগরে বেরিয়ে গেলে তীর ঘেঁষে চোখের আড়ালে থেকে এগোতে পারবে ওরা, তারপর সুযোগ বুঝে খোলা সাগরের দিকে ছুট দিতে পারবে। ওখানে ওদের খোঁজার কথা নয় কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের আর্মির। তবে যদি ধাওয়া করা হয়, তা হলে ওদের কোনও আশা নেই।

সাগরে বেরোবার মুখের কাছে চলে এসেছে টাগ-বোট। দু'পাশ থেকে কাছে ঘেঁষে এসেছে জঙ্গল, মাঝখানে লেগুনে ঢুকবার-বেরুবার সংকীর্ণ পথ। কোথাও কোথাও অগভীর, জেগে আছে পাথুরে স্তম্ভ। পানির রং দেখে গভীরতা আন্দাজ করে সাবধানে এগোল রানা। তীর ঘেঁষে চলেছে, যাতে খানিকটা হলেও গাছের পাতার আচ্ছাদন ওদের ঢেকে রাখে।

তাতে কাজ হলো না।

সাগরে বেরিয়ে পড়ার ঠিক আগে এলো প্লেনটা। ধীর গতিতে নিচু দিয়ে উড়ে আসছে। টাগ-বোটের একেবারে উপরে চলে আসবার পর পাইলট দেখতে পেল ওদের। দূরে চলে গেল প্লেন, তারপর ঘুরে আরও নিচু দিয়ে ফিরে আসতে শুরু করল।

পাইলটের কাছে সম্ভবত বোমা নেই, তবে কিছু একটা অস্ত্র অবশ্যই আছে, নইলে সে দ্বিতীয়বার আসতো না।

টাগ-বোটটা ধীরগতির হলেও দ্রুত দিক পাল্টানো যায়। এঁকেবেঁকে এগোল রানা। ইউনিস প্রেসিডেন্ট রবিন্সকে ওর সঙ্গে পাইলট হাউসে রেখে গেল। তারাকে উপুড় করে ডেকে শোয়াল

সে, তারপর নিজে তাকে ঢেকে শুয়ে পড়ল।

প্লেনের প্রথম বুলেটগুলো টাগ-বোটের সামনে পানিতে একটা রেখা তৈরি করল, ক্রমেই এগিয়ে আসছে। টাগ-বোটের যাত্রাপথ পাল্টে বুলেটগুলোকে ফাঁকি দিল রানা। প্লেনটা দ্বিতীয়বারের মতো ওদের মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ডেক থেকে মেশিনগানের আওয়াজ শুনতে পেল ও। স্টার্নের দিকে তাকিয়ে পলাকে দেখতে পেল, প্লেনটাকে অনুসরণ করছে তার হাতের মেশিনগান, এক নাগাড়ে গুলি করায় ঝাঁকি খাচ্ছে অস্ত্রটা।

টার্গেটে লাগল কয়েকটা গুলি। একটা উইং ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হলো, খসে পড়ল নীচে। টলে উঠল প্লেন, তারপর নাক নিচু করে সাগরে গোত্তা খেয়ে পড়ল। তলিয়ে গেল দেখতে দেখতে। রানার দিকে চেয়ে বিজয়িনীর হাসি হাসল পলা। রানা পাল্টা হাসল, তবে উৎকণ্ঠা বোধ করছে ও। স্পটার প্লেনের পাইলট যদি রেডিওতে যোগাযোগ করে থাকে, তা হলে অন্য প্লেন আসতে দেরি হবে না। নিশ্চয়ই যোগাযোগ করেছে। সরে যেতে হবে এখান থেকে। সাগরসঙ্গম পেরোনোর সময় বালির চরে আরেকটু হলেই আটকে যাচ্ছিল টাগ। তবে জলযানটার খোল গভীর নয় বলে বাঁক নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারল ওরা খোলা সাগরে। বাঁকটা নেওয়ার পরপরই ওগুলোকে দেখতে পেল রানা। দুটো পেট্রল-বোট ছোরার মতো চোখা বো নিয়ে তেড়ে আসছে। যেন নিরীহ শিকার ধরতে ছোঁ মারা বাজপাখি ওগুলো। এখনও বেশ দূরে, কিন্তু টাগ-বোটের চার সিলিন্ডারের ডজ এঞ্জিন ওগুলোকে কখনোই পিছনে ফেলতে পারবে না।

তবে এখনও সময় আদায় করতে পারে রানা। কিন্তু তারপর? আবার ফিরে যেতে হবে দুর্গের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে? ফিরতে পারবে, অতোটা নিশ্চিত নয় রানা। টাগ-বোট ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁক ছাড়ল ও, 'কেউ তোমরা বোট চালাতে জানো?'

পলা আর তারা দু'জনই পারে। ইয়ট চালিয়েছে তারা। একই পদ্ধতিতে টাগ-বোটও চালানো হয়। 'হুইল নাও, তারা,' নির্দেশ দিল ও। 'ফিরে চলো লেগুনে। রাতের অন্ধকারে আবার বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব আমরা।'

আয়ান রবিন্সকে পাশ কাটিয়ে হুইল ধরল তারা, নিচু গলায় বলল, 'ওরা অনেক দ্রুত আসছে, রানা। আমরা ফিরতে পারব না।'

'পারব,' দৃঢ় শোনাল রানার গলা। 'পারতে হবে।'

কী করবে ব্যাখ্যা করবার সময় নেই এখন ওর। স্টার্নে চলে এলো ও, মেশিনগান আর গুলির একটা বেল্ট তুলে নিয়ে এক পাশ দিয়ে অগভীর পানিতে নেমে গেল। মিনিট পাঁচেক লাগল ওর জঙ্গলে ঢুকতে। দেরি না করে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। পিছন ফিরে দেখল টাগ-বোট লেগুনের ভিতর দিয়ে ব্রেকওয়াটারের দিকে চলেছে। পেট্রল-বোটগুলোও তাদের স্টার্ন ঘুরিয়ে নিয়েছে, বো'তে বসানো ভারী কামান দাগতে শুরু করল। টাগ-বোটের সামনে পড়ে ফোয়ারা সৃষ্টি করল গোলাগুলো।

খুব তাড়াহুড়ো করছে পেট্রল-বোট দুটো, টাগ-বোটকে ধাওয়া করতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে আছে। ছুটছে পাশাপাশি। বাজে পাইলট, কোনও সন্দেহ নেই। লেগুনে ঢুকবার মুখে ডোবা বালির চরে ধাক্কা খেয়ে হঠাৎই থামল জলযান দুটো। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল ডেকে দাঁড়ানো লোকগুলো। কাছের পেট্রল-বোটের উপর মেশিনগান তাক করল রানা, ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল, ডেকের উপর এক নাগাড়ে গুলি করতে শুরু করল। গুলি খেয়ে ডেক রেলিং টপকে পানিতে পড়ল গানারের লাশ। কাঁচের ব্রিজটা চুরমার হয়ে গেল শক্তিশালী বুলেটের আঘাতে। ভিতরে দাঁড়ানো দু'জন কিছু বুঝে ওঠার আগেই মারা গেল।

দ্বিতীয় পেট্রল-বোট রানার মেশিনগান রেঞ্জের বাইরে, তবে রানা ওটার রেঞ্জের বাইরে নয়। আগের জায়গা থেকে সরে গেল

রানা। পেট্রল-বোটের সৈনিকরা জানে না ঠিক কোথায় আছে ও। দুটো লংরেঞ্জ অস্ত্র থেকেই জঙ্গল লক্ষ্য করে একনাগাড়ে গুলি চালাচ্ছে তারা। গাছের ফাঁক দিয়ে শিস তুলে ছুটছে বুলেট, ঠক ঠক করে গাছে গাঁথছে। মোটা একটা গাছের কাণ্ডের পিছনে আশ্রয় নিল রানা। গোলাগুলি থামলে ঠিক করবে কী করা যায়। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে, গুলি থামল। অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লোকগুলো।

তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ছে পেট্রল-বোটের এঞ্জিন, থ্রটল পুরো খুলে রিভার্স গিয়ার দেওয়া হয়েছে। স্টার্নটা বারবার এদিক ওদিক কাত হচ্ছে। পাইলট ছাড়া আর সবাই নেমে পড়েছে বোটাকে ঠেলে গভীর পানিতে নামাতে। একেকবারের ধাক্কায় ইঞ্চিখানেক করে পিছু হটছে বোট, তারপর ভেসে উঠল। সাঁতরে গিয়ে ওটাতে চাপল সৈনিকরা, পেট্রল-বোট রওনা হয়ে গেল পোর্ট অভ স্পেইনের দিকে। ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে, ছোট দেখাচ্ছে বোটটাকে।

তীরের কাছে ফিরল রানা, দেখল ব্রেকওয়াটারের পাশে থেমেছে টাগ-বোট, সবাই সিঁড়ি বেয়ে দুর্গের দিকে উঠছে। রানা মনে মনে বলল, বিরাট বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। যদি একটা পেট্রল-বোট এতো সহজে বালির চর থেকে মুক্ত করা যায়, তা হলে অন্যটা যাবে না কেন? রাজকীয় ভঙ্গিতেই গ্র্যান্ড লাক্রেয়ার ছাড়তে পারবে বলে আশা জাগল ওর মনে। ওরা যদি সৈনিকদের ইউনিফর্ম পরে নেয়, তা হলে যারাই ওদের সাগরে দেখবে, ভাববে ওরা কর্নেলের অধীনস্থ নৌবাহিনীর লোক। পেট্রল-বোট বালির চর থেকে মুক্ত করা কঠিন হবে না। পায়ে হেঁটে দুর্গে ফেরার কথা ভাবল রানা। সবাইকে টাগবোটে তুলে নিয়ে ফিরে আসবে ও পেট্রল-বোটের কাছে। বার্জ টানার মতো শক্তি যখন টাগ-বোটের আছে, তখন অনেক হালকা পেট্রল-বোটও ওটা টেনে

সরিয়ে নিতে পারবে। মনটা ভালো হয়ে গেল রানার।

কিন্তু পরক্ষণেই ও শুনতে পেল বুটের আওয়াজ। ওর উপরের জংলা ঢাল থেকে আসছে আওয়াজটা।

উপরে অন্তত চার-পাঁচজন আছে। একজন আরেকজনকে ডাকছে। এলো কোত্থেকে লোকগুলো? তাতে আসলে কিছু যায় আসে না। বোধহয় গুলির আওয়াজ এদের এদিকে নিয়ে এসেছে। সরে পড়তে হবে এখান থেকে। পা বাড়াল রানা। একবার ভাবল পেট্রল-বোটের ডিঙি নৌকোটা নিয়ে রওনা হবে কি না। চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে দূর করে দিল। লেগুন ধরে ডিঙি নিয়ে এগোলে ওকে স্পষ্ট দেখতে পাবে লোকগুলো। তার চেয়ে ডুব সাঁতার দিয়ে তীরে জন্মানো ঝোপের পাশ ধরে এগোনো অনেক নিরাপদ। কিন্তু পানিতে আবার রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যারাকুডা আর হাঙর আসতে পারে। রানা বুঝতে পারছে, আসলে ওকে সৈনিকদের পিছনে চলে যেতে হবে, যেতে হবে এমন একটা জায়গায়, যেখানটা ওরা আগেই সার্চ করেছে।

সাবধানে কোনও আওয়াজ না করে তীরবর্তী গাছের আড়াল নিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা। সরে যাচ্ছে দুর্গ থেকে দূরে। একবার সাগরের দিকে তাকাতেই দূরে নোঙর করা তৃতীয় পেট্রল-বোটটা দেখতে পেল। ওটা থেকে ডিঙি নামানো হয়েছে। সেটা এখন লেগুনের মুখের কাছে সৈকতে তুলে রাখা আছে। ওটাতে করেই বোধহয় এসেছে লোকগুলো। খুব বেশি হবে না তারা সংখ্যায়, নইলে আরও অনেক বেশি আওয়াজ করত।

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। এখন কী করবে ও?

প্রথমে কান পেতে শব্দগুলো শুনল রানা। শব্দ শুনে বোঝার চেষ্টা করল ওদের গতিবিধি। হ্যাঁ, ওই ডিঙি থেকেই নেমেছে ওরা; জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছে দুর্গের দিকে–রানা যেদিকে যেতে চায়। পাশাপাশি, পরস্পরের মধ্যে বিশ-তিরিশ গজ ফাঁক

রেখে এক লাইনে এগোচ্ছে ওরা। সিদ্ধান্ত নিল, এখনই ওদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বার দরকার নেই। কোথাও লুকিয়ে থেকে ওদেরকে আগে যেতে দেবে ও। তারপর পিছু নেবে। আর সম্ভব হলে ওদের একজনকে সরিয়ে দিয়ে তার বদলে লাইনে সামিল হয়ে যাবে রানা।

রানার একটা মস্ত সুবিধে আছে। এখানে ও যাকেই দেখবে বা যার আওয়াজই শুনবে, সে-ই ওর শত্রু। কিন্তু ও যদি ভুলে শব্দ করেও বসে, তা হলে লোকগুলো ভাববে তাদেরই কেউ কাজটা করেছে। নিজেদের লোক মারছে না নিশ্চিত হওয়ার আগে পর্যন্ত গুলি করতে পারবে না তারা। কিন্তু রানা পারবে।

ঘন একটা ঝোপের মধ্যে চুপচাপ বসে চোখ-কান খোলা রাখল রানা। মিনিট পাঁচেক যেতেই এসে পড়ল দলটা। একজনকেও দেখতে পেল না ও, কিন্তু বুঝতে পারল, ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে দলটা। লেগুনের সবচেয়ে কাছে যে লোকটা আছে, তাকেই টার্গেট করল রানা। বেশ কিছুটা ডাইনে সরে তারপর পিছু নিল ও দলটার।

লতায় যাতে না আটকায় সেজন্য দু'হাতে মেশিনগান ধরে সাবধানে এগোচ্ছে রানা। কুঁজো হয়ে আছে ও। চলবার গতি অত্যন্ত ধীর। একশো গজ এগোবার পর বাদামী কী একটা যেন নড়তে দেখল ও। এবার স্পষ্ট দেখতে পেল, লতা এড়াতে প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে এগোচ্ছে এক সৈনিক, তারপর দীর্ঘ ফার্নের জঙ্গলে হারিয়ে গেল লোকটা, তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। শিকারী চিতার মতো নিঃশব্দে এগোল রানা। লোকটার জায়গা দখল করতে হলে খুব দ্রুত ও নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে ওকে।

একটু পর লোকটাকে আবার দেখতে পেল রানা। সাবধানে মেশিনগানটা বাম হাতে নিল রানা, ডানহাতে স্টিলেটো ধরে দ্রুত এগোতে শুরু করল। প্রায় পৌঁছে গেছে ও, আর মাত্র দশ ফুট

পেরোতে হবে, এমনি সময়ে ওর পায়ের নীচে মট করে ভাঙল একটা শুকনো ডাল ঝট্ করে তাকাল সৈনিক, ওকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলতে শুরু করল। থমকে দাঁড়িয়ে স্টিলেটো ছুঁড়ল রানা। ফচ্ করে একটা আওয়াজ হলো। হাতল পর্যন্ত ঢুকে গেছে স্টিলেটো লোকটার গলায়। গুলি করার আগেই পিছনে ঢলে পড়ল লোকটা। গলা দিয়ে ঘড়্ঘড় আওয়াজ তুলে বাতাস আর রক্ত বের হচ্ছে। বার কয়েক মোচড় খেল শরীরটা, তারপর স্থির হয়ে গেল। লাশটার কাছে পৌঁছে গেল রানা, স্টিলেটো বের করে নিতে হাত বাড়াল। আর ঠিক তখনই ওর মাথাটা যেন বিস্ফোরিত হলো।

জ্ঞান ফিরতে ওর মনে হলো মাথার ভিতর গোটা কয়েক ড্রাম বাজাচ্ছে আদিবাসীরা। চোখ মেলতেই দেখতে পেল আর্মি ইউনিফর্ম পরা তিনটে কুৎসিত চেহারা, ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। উঠে বসতে গিয়ে টের পেল ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। তিনজনের একজন সার্জেন্ট, অন্যরা প্রাইভেট। এরা প্রথম সারির পিছন পিছন দ্বিতীয় লাইন তৈরি করে চলেছিল দুর্গের দিকে। সার্জেন্টের বেল্টে ওর স্টিলেটো গোঁজা দেখল রানা। ওয়ালথার আর মেশিনগান বহন করছে দুই সৈনিক। রানাকে চোখ মেলতে দেখে আরও ঝুঁকে এলো সার্জেন্ট, তারপর বুটের ডগা দিয়ে রানার পাঁজরে কষে একটা লাথি মারল।

'এটা বেলেমির জন্যে,' খরখরে গলায় বলল সে। আবার লাথি মারল পাঁজরে।

ব্যথায় চোখ কুঁচকে গেল রানার। বুঝতে পারছে যে-সৈন্যের গলায় ও ছুরি গেঁথেছে তারই নাম বেলেমি। এবার বোধহয় ওর গলাটাও দু'ফাঁক করা হবে। ইচ্ছে করলে সার্জেন্টের তলপেটে একটা লাথি মারতে পারে ও, কিন্তু তা হলে সৈনিকরা সম্ভবত

এখনই ওকে গুলি করে মারবে। সার্জেন্টের গালে একটা গভীর কাটা দাগ দেখতে পেল রানা। ওটার কারণে মনে হয় সর্বক্ষণ বাঁকা হাসি হাসছে লোকটা।

দু'হাত এক করে সন্তুষ্টির সঙ্গে ডলল সার্জেন্ট। 'ওঠো দেখি, এক হাজার ডলার! তুমি আমাকে একটা প্রমোশনও এনে দেবে।'

নড়ল না রানা। বুঝতে পারছে জীবিত ওর দাম মৃত ওর চেয়ে বেশি। তা-ই যদি হয়, তা হলে ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটু কষ্ট করুক না ব্যাটারা।

রানাকে আঙুলের ইশারায় দেখাল সার্জেন্ট। বগলের নীচে হাত ভরে শিথিল রানাকে দাঁড় করাল দু'জন সৈনিক। ওয়ালথারধারী সৈন্য রানার পাঁজরের উপর ঠেসে ধরল পিস্তলটা, তারপর জোরে গুঁতো দিল। হয় রানাকে হাঁটতে হবে, নইলে পিস্তলের নল ওর পাঁজরার হাড় ভেঙে দেবে। হাঁটতে শুরু করল রানা।

পিছনে, সৈকতে রেখে আসা ডিঙির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। চিৎকার করে তার বাকি লোকদের সার্চ বাদ দিয়ে ফিরে আসতে নির্দেশ দিল সার্জেন্ট। দুটো গলা জবাব দিল, তারপর ছুটে এলো তিনজন সৈনিক। বন্দি রানাকে দেখে তাদের উৎকণ্ঠিত চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। সার্জেন্ট আবার নির্দেশ দিল, মৃত সৈনিককে বয়ে নিয়ে যাবে তারা ডিঙির কাছে। লাশবাহক তিনজন রানার সামনে সামনে চলল। দু'পাশে দুই সৈন্য, পিছনে সার্জেন্ট। কোনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না রানা। ওকে আপাতত বোধহয় ডানজনে রাখা হবে। তারপর গুরুতর কোনও অভিযোগ এনে মৃত্যুদণ্ড দেবে কর্নেল হুয়ান ম্যারোন, এবং খুব দ্রুত কার্যকর করা হবে দণ্ড। কারও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

সৈকতের পথে অর্ধেকটা পার হওয়ার পর জঙ্গলের ভিতর থেকে হুঙ্কার ছাড়ল একটা আগ্নেয়াস্ত্র। পিছনে আর্তনাদ শুনে

রানাসহ ঘুরে দাঁড়াল সবাই। সার্জেন্ট এখন আর হাঁটছে না, টলছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। এক হাতে বুক চেপে ধরেছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্ত। পড়ে যেতে শুরু করল।

লাফ দিয়ে এগিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করল দুই সৈনিক, পারল না। রাইফেল তাক করল তারা জঙ্গলের দিকে। ঘন গাছপালার ভিতর শত্রুকে খুঁজছে তাদের চোখ। আবার গর্জে উঠল অজ্ঞাত পরিচয় বন্ধুর অস্ত্রটা। রানার বাম পাশের সৈনিকের মাথার একটা অংশ যেন বিস্ফোরিত হলো। ধুপ করে পড়ল লাশটা। ডান পাশের সৈনিক ঝট করে ঘুরে তাকাল চারপাশে, চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে তার। তারপর হঠাৎ দিল দৌড়।

পা বাড়িয়ে ল্যাং মেরে তাকে মাটিতে ফেলল রানা, পরক্ষণেই মাথায় লাথি মারল। জ্ঞান হারাল সৈনিক। দুইজন পাথর হয়ে গেছে লাশ নিয়ে, বাকি এক সৈন্য মাথার উপর হাত তুলে ফেলল আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে।

লতাপাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো পলা। তার হাতে একটা রিভলভার। তাক করে রেখেছে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়ানো সৈনিকের দিকে।

কাছে এসে সৈনিকদের কাভার করে রেখেই রানার হাতের বাঁধন খুলে দিল সে। ভ্রূ নাচাল রানার দিকে চেয়ে। 'এদের নিয়ে কী করব? বন্দি রাখার জায়গা নেই আমাদের।'

'কাজে লাগবে,' বলল রানা। অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করে নিল ও। 'ওদের শক্তি আমাদের দরকার। হঠাৎ তুমি কোত্থেকে হাজির হলে, পলা?'

'কিছুদূর গিয়ে তোমার মত আমিও নেমে গেছিলাম তীরে। এদিকেই আসছিলাম তোমার সাহায্য লাগতে পারে ভেবে।'

কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। দারুণ একটা মেয়ে। 'বাই দ্য ওয়ে, পলা, থ্যাঙ্কিউ।'

'শুকনো ধন্যবাদ দিয়েই সারতে চাও নাকি,' মৃদু হাসল পলা, 'ডিনার খাওয়াতে হবে।'

'খাওয়াব। প্রমিজ।'

সামনের দুই সৈনিককে লাশ নামিয়ে রাখতে বলল রানা। অজ্ঞান সৈনিকের জ্ঞান ফিরেছে। চট করে পরিস্থিতি বুঝে নিল সে। রানার নির্দেশে উঠে দাঁড়িয়ে সৈকতের দিকে রওনা হলো। চার সৈনিক আগে আগে যাচ্ছে, পিছনে রানা আর পলা।

বালির চরে এখনও আটকে আছে পেট্রল-বোট। সৈনিকদের নিয়ে ওটার কাছে চলে গেল রানা। বো'র সামনে লোকগুলোকে দাঁড় করাল ও। পলাকে বলল, 'তোমাকে ওপরে যেতে হবে। দেখবে এঞ্জিনটা স্টার্ট নেয় কি না। স্টার্ট নিলে সৈনিকদের দিয়ে ঠেলে ভাসাব এটাকে, তারপর বেরিয়ে যাব দুর্গের সবাইকে নিয়ে খোলা সাগরে।'

পলা মাথা ঝাঁকানোয় এবার ওকে কাঁধের উপর তুলল রানা। ওর কাঁধে পা রেখে নীচের রেইলিং ধরে ফেলতে পারল পলা, স্টার্নে উঠে পড়ল, চলে গেল কেবিনের দিকে। একটু পরেই গর্জে উঠে চালু হলো শক্তিশালী এঞ্জিন। একটানা নিচু শব্দে গুঞ্জন করছে। তারপর কয়েকবার কেশে উঠল, শেষে বন্ধ হয়ে গেল। পলা চিৎকার করে জানাল রানার গুলিতে বারোটা বেজে গেছে ওটার ফুয়েল লাইনের। মেরামতের অযোগ্য। ফুয়েল ট্যাঙ্কও ফুটো হয়ে গেছে, তেল নেই আধ লিটারও। রানার ইচ্ছে হলো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। তেল নেই তো এঞ্জিন চালু হবে না। এঞ্জিন চালু না হলে পেট্রল-বোট কোনও কাজে আসবে না। যেই তিমিরে ছিল ওরা, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। দুর্গে অন্তরীণ হতে হবে আবার। দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনও পথ নেই।

পাইলট হাউস থেকে পলা চিৎকার করল, 'রানা! সৈন্যরা পালাচ্ছে!'

তা-ই আসলে। ওয়ালথার দিয়ে তাদের সামনে মাটিতে গুলি করল রানা। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াল লোকগুলো। কাঁধ ঝুঁকে পড়েছে তাদের। পিছন থেকে পিঠে গুলি আশা করছে। এদের খুন করার কোনও ইচ্ছে নেই রানার, তবে এদের কাছে রয়ে যাওয়া গোলাগুলি কাজে লাগবে ওর। পলাকে ডাকল ও। তিন মিনিট পর পলা ওর পাশে চলে আসায় ওকে অস্ত্র তাক করে রাখতে বলল। এবার একজন সৈনিককে প্যান্ট খুলতে বাধ্য করল ও, পাগুলোতে গিঁঠ দিয়ে তার ভিতর ভরে নিল সমস্ত গুলি, তারপর বেল্ট এঁটে কোমরের কাছটাতেও গিঁঠ দিল। একটা থলের মতো দেখাচ্ছে এখন প্যান্টটা। ওটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রানা।

'এবার ওদের যেতে দাও,' পলাকে বলল ও।

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল পলা, রিভলভারটা নামাল না। আর কিছু বলার দরকার পড়ল না, ঝেড়ে দৌড়াতে শুরু করল পাঁচ সৈনিক। লোকগুলো সৈকত ধরে অনেক দূরে চলে যাওয়ার পর কাঁধের বোঝাটা নামিয়ে রেখে দু'হাত বাড়াল রানা পলার দিকে। মৃদুহাসি ফুটল পলার মুখে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে। পাগলের মত চুমো খেল ওরা পরস্পরকে—ঠোঁটে, গালে, চোখে, কপালে।

একঘণ্টা পর লেগুনের জংলা তীর ঘেঁষে হেঁটে পৌঁছে গেল ওরা দুর্গে। চেহারা দেখে মনে হলো ওরা ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না; দেখে কারও বোঝার উপায় নেই কী ঘটে গেছে পথে। তবে তারা ইরতিজা ঠিকই লক্ষ করল, পলার গালে গোলাপী একটা আভা দেখা যাচ্ছে, আর রানার চেহারায় খুশি খুশি একটা ভাব। ওর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। হেলায় হারিয়েছে সে মানুষটাকে।

ইউনিস দুর্গ-চত্বরের চুলোয় রান্নার আয়োজন করেছে। জ্বলন্ত কয়লার উপর ভাজা হচ্ছে বড় বড় কয়েকটা মাছ। এতোক্ষণে

রানা অনুভব করল, ওর পেটের ভিতরটা খিদেয় দাউদাউ করে জ্বলছে। সন্ধে নামবার আগেই আরেকটা কাজ সারতে হবে ওকে, তবে সেজন্য এখনও হাতে যথেষ্ট সময় আছে। খানিকটা বিশ্রাম এখন নিতে পারে ও।

একটা ঘরে ঢুকে গুলিভরা প্যান্ট পাথরের মেঝেতে নামিয়ে রাখল ও; শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। পলাই বাকিদের জানাবে কী ঘটেছে। খানিক বিশ্রাম নেবে বলে চোখ বুজল রানা, চিন্তায় ঘুম পালিয়ে গেছে।

খাবার তৈরি হওয়ার পর ডাকা হলো ওকে। সাদা রাম, ভাজা মাছ আর ফলফলারি দিয়ে খাওয়া সারল ওরা।

বারো

লেগুনের দিক থেকে দুর্গে উঠবার সিঁড়িটা ধ্বংস করার সময় হয়েছে এবার। ওটা আর কোনও কাজে আসবে না ওদের। সাগরপথে দ্বীপ ছাড়ার উপায় নেই কোনও।

এরকম একটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নষ্ট করতে খারাপ লাগছে রানার, কিন্তু দুর্গের নিরাপত্তার খাতিরেই কাজটা করতে হবে। সড়কপথে গাড়ি এলে দূর থেকে আওয়াজ শুনতে পাবে ওরা, সতর্ক প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে পারবে। কিন্তু কর্নেল হুয়ান ম্যারোন যদি রাতের আঁধারে দাঁড়টানা নৌকায় করে সৈন্য পাঠায়, তা হলে কিছু বুঝে উঠবার আগেই মরতে হবে। সংখ্যায় ওরা এখন অনেক কম, সবদিকে নজর রাখা সম্ভব নয়।

কী করতে হবে বলবার পর ইউনিসের চেহারায় দুঃখের ছাপ

ফুটে উঠল।

'আমারও খারাপ লাগছে,' বলল রানা। 'কিন্তু সত্যিই, কাজটা না করে আর কোনও উপায় নেই।' ডিনামাইটের তৃতীয় বাক্সটা খুলল ও; দুটো স্টিক, ফিউজ আর ক্যাপ বের করে নিল, তারপর সান্ত্বনা দিতে বলল, 'আশা করি ডক্টর রবিন্স ক্ষমতা ফিরে পেলে সিঁড়িটা আবার নতুন করে গড়ে দেবেন।'

ডক্টর রবিন্স কথা দিলেন, তিনি সিঁড়ি তৈরি করে দেবেন।

দীর্ঘ সিঁড়ির মাঝখানে শক্ত লাইমস্টোন খুঁড়ে অক্সিডাইয না হওয়া নরম পাথরে ডিনামাইট স্টিক দুটো পুঁতল রানা। তিরিশ ফুট ব্যবধানে চার্জ দুটো রেখেছে ও। হঠাৎ চিন্তায় এলো: আমেরিকা সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে না কেন? মেরিন নামালে দুর্গ দখল করে নেওয়া কঠিন হবে না। নামাচ্ছে না কেন? জবাবটা খুঁজে পেতে দেরি হলো না। ইরাক আক্রমণের পর বিনা প্ররোচনায় আর কোনও দেশে সরাসরি আগ্রাসন চালাতে চাইছে না আমেরিকা। হয়তো বিশেষজ্ঞ দিয়ে কর্নেল ম্যারোনকে সাহায্য করবে তারা, সামান্য সৈন্যও হয়তো পাঠাবে, কিন্তু ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক খবর হোক সে-ঝুঁকি তারা নেবে না।

ফিউজে আগুন দিয়েই ছুটল রানা দুর্গ লক্ষ্য করে। দেয়ালটা টপকানোর একটু পরেই বিস্ফোরণ ঘটল। পাথরের অ্যাভালাঞ্চ নামল সাগরে, তারপর আওয়াজটা মিলিয়ে গেল। সাগরের দিকে টিলাটার গা এখন দেয়ালের মতোই খাড়া।

এখন থেকে বাকি রাত দুটো পথে নজর রাখতে হবে, সৈকত আর পাহাড়ি পথ। ডক্টর রবিন্সকে যথেষ্ট সুস্থই মনে হয়েছে ওর, কাজেই কাল ভোরে ইউনিস আর ও মিলে তাঁকে অন্য কোনও পাহাড়ে সরিয়ে নিয়ে যাবে। পলা, তারা, ডক্টর রবিন্স আর ইউনিসকে ইউনিসের পাহাড়ি আদিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পর গোপনে শহরে যাবে. ঠিক করল রানা। কর্নেল হুয়ান

ম্যারোনকে খুন করা ওর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, আসলে কোনও অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এই দ্বীপে আসেওনি ও, কিন্তু তবু কাজটা করা এখন কর্তব্য বলে মনে হচ্ছে। জনগণের বুকের উপর চেপে বসা লোকটাকে শেষ করতে পারলে কোনও অনুশোচনা হবে না ওর। আর ডক্টর আহমেদ ইরতিজার বক্তব্য থেকে জেনেছে ও, আর্মির সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর চিপ কাপোলা গণতন্ত্র চায়। সে নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্ট আয়ান রবিন্সকে ক্ষমতায় বসাতে চাইবে। রানা শুধু তাকে সুযোগটা তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

ওর পরিকল্পনা ইউনিসকে একধারে ডেকে জানাল রানা, তার মতামত জানতে চাইল। এক কথায় সায় দিল ইউনিস, বলল চেষ্টা করে দেখতে অন্তত কোনও দোষ নেই। তাকে বেশ ব্যগ্র মনে হলো রানার।

ইউনিসকে পাহাড়ি পথে মাইন হিসেবে ব্যবহার করা ডিনামাইটের ফিউজগুলোর কাছে নিয়ে গেল রানা, ফিউজ দেখিয়ে বুঝিয়ে বলল কীভাবে কখন ফিউজে আগুন দিতে হবে। কাজটা সেরে দুর্গে ফিরল দু'জন। রানা খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে। অন্তত আজ রাতে কেউ ওদের বিস্মিত করে দিতে পারবে না। পরিখার উপর থেকে ড্র-ব্রিজ তুলে নিয়ে ফটক আটকে দিল ওরা।

রানা ফিরতেই তারা এসে দাঁড়াল ওর সামনে, অধিকারের সুরে বলল, 'অনেক পরিশ্রম করেছ, রানা। এবার তুমি বিশ্রাম নাও'। আমি ঘুমিয়ে নিয়েছি, রাত জাগতে কোনও অসুবিধে হবে না আমার।'

রাতের আঁধারে আক্রমণ আসবে বলে মনে করে না রানা, তবু বলল, 'রাত আমাকেও জাগতে হবে, এখন কোনও ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না।'

রানার ধারণা প্রথম দফা যুদ্ধে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির কারণে খানিকটা দমে গেছে ম্যারোন। তারপর পেট্রল-বোট হারিয়ে

নিজেকে নিশ্চয়ই সংযত করবে সে। এখন সম্ভবত নতুন কিছু পরিকল্পনা করছে। হয়তো অপেক্ষা করছে আমেরিকানদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য।

তারা আপত্তির সুরে বলল, 'তুমি আর আমি দু'জনই জেগে থাকাটা কোনও কাজের কথা হলো না। এসো, দু'জন দায়িত্ব ভাগ করে নিই। অর্ধেক রাত করে পাহারায় থাকব আমরা।'

রানার কাছে কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হলো। রাতের প্রথমার্ধের দায়িত্ব নিতে চাইল ও, কিন্তু তারা রাজি হলো না। তর্ক না করে উঠানের এক ধারে পাতার বিছানায় শুয়ে পড়ল রানা, ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণ ভেড়া গোনার পর।

সূর্যের প্রখর আলো চোখে এসে পড়ায় ভাঙল রানার ঘুম। নিজেকে চাঙ্গা লাগল ওর। শুধু মাথায় যেখানে সৈন্যরা বাড়ি মেরেছিল সেখানে ভোঁতা একটা দপদপে ব্যথা মনে পড়িয়ে দিল ও কোথায় আছে। তারাকে দেখতে পেল, একটা গাছের কাণ্ডে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে তারা, ঝিমাচ্ছে, দুধের মতো ফর্সা দুই গালে কালো কালো বিশ্রী ছোপ। ঘামছে দরদর করে চোখে ঝাপসা চাউনি।

উঠে বসল রানা। তারা ফিসফিস করল, 'রানা, খুব অসুস্থ লাগছে আমার। গত কয়েক ঘণ্টায় শরীরটা আরও খারাপ হয়ে গেছে। মাথা ঘুরছে, চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে মরে যাব।'

রানার মাথায় প্রথম চিন্তা এলো, আবি ইউনিস কি চিকিৎসা করতে পারবে? দেখে মনে হচ্ছে বিষক্রিয়া। চট করে উঠে দাঁড়াল ও, চিৎকার করে ইউনিসকে ডাকল। দু'হাতের ভাঁজে তুলে নিল তারাকে, তারপর পা বাড়াল চত্বরের দিকে।

একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ইউনিস, রানা তারাকে নামিয়ে রাখতেই রোগীকে খুঁটিয়ে দেখল ও। প্রথমে তারার গ্রীবার

গ্ল্যান্ডগুলো পরখ করে দেখল সে, তারপর কব্জির। মুখ খুলে ভিতরটা দেখল, দেখল হাতের তালু। হাতটা নামিয়ে রাখার আগেই রানা খেয়াল করল, তারার চাঁপাকলার মতো আঙুলগুলোর মাথায় ফোস্কা পড়েছে।

ইউনিসকে এতো চিন্তিত হতে আগে দেখেনি রানা। দৌড়ে একটা ঘরে ঢুকল সে, বেরিয়ে এলো পরক্ষণে। এক হাতে একটা ম্যাট, আরেক হাতে বেশ কিছু অপরিচিত ফল। ম্যাট মেঝেতে ফেলে রানাকে ইশারা করল সে, তারাকে যাতে ওটার উপর শুইয়ে দেয় রানা। কাজটা শেষ হতেই দ্রুত হাতে তারার পোশাক খুলতে শুরু করল ইউনিস। এমন সময় পলা এসে হাজির হলো। চেহারা দেখে মনে হলো কৌতূহলে মরে যাচ্ছে। কিন্তু তারার ফ্যাকাসে অসুস্থ চেহারা দেখে কিছু জিজ্ঞেস করল না। হাঁটু মুড়ে পাশে বসল ও সাহায্য করার জন্য।

অর্ধেকটা ফল ছিঁড়ে পানির মধ্যে দিয়ে ঝাঁকাতে শুরু করল ইউনিস। পানিটা হলুদ সাবান মেশানো। ফেনা তুলে ফেলল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে।

'পিছনে সরে যান,' কর্কশ স্বরে বলল ইউনিস। রানা আর পলা পিছিয়ে যাওয়ায় এবার সে তরলটা তারাকে গেলাতে শুরু করল। এক হাতে তারার মাথা উঁচু করে ধরেছে যাতে সহজে গিলতে পারে মেয়েটা।

'ম্যানচিনিল,' কাজ করতে করতে বলল ইউনিস। 'অত্যন্ত বিষাক্ত একটা গাছ। একটা ফল খেলেও চরম কষ্টকর মৃত্যু হয়। বাকলে হাত দেওয়া পর্যন্ত বিপজ্জনক। এর অবস্থাই দেখুন। বেচারি!'

প্রবল আক্ষেপে নড়ে উঠল তারার দেহ, হড়হড় করে বমি করল ও। হাঁটু ঠেকিয়ে তারাকে আধবসা করল ইউনিস, তারপর আবার হলদেটে তরল ঢালল ওর মুখে। ঢোক গেলার ফাঁকে বিষম

খেল তারা, তবুও ওকে জোর করে তরলটা গেলাচ্ছে ইউনিস। পলাকে বলল, 'ওষুধটা আঙুলের ডগায় মাখিয়ে দাও। ঘষবে না।'

নির্দেশ পালন করল পলা। ম্যানচিনিল সম্বন্ধে কী জানে মনে পড়ল রানার। ইউনিস এক ফোঁটা বাড়িয়ে বলেনি, সত্যিই অত্যন্ত বিষাক্ত এই গাছ।

তারাকে উপুড় করে হাঁটুর উপর রাখল ইউনিস। গাছের কাণ্ড যেখানে পিঠে লেগেছে সেজায়গাটা বড় বড় ফোস্কায় ভরে গেছে। ওসব জায়গায় তরলটা লাগাল পলা। শুনতে পেল, ইউনিস বড় করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। 'একটা ফোস্কাও ফাটেনি। ঠিক আছে, ঠিক হয়ে যাবে মেয়েটা।'

বমির ভাবটা দূর হয়ে গেছে তারার, এখন অচেতনের মতো শিথিল ভাবে পড়ে আছে। তরলের বোতলটা নামিয়ে রাখল ইউনিস, আরেক জাতের ফল ভেঙে সাদা মলম তৈরি করল, তাতে মধুর মতো কী একটা যেন মেশাল, তারপর তারাকে চিত করিয়ে জিনিসটা খাওয়াল। এবার কাত করে তারাকে শুইয়ে দিল সে।

'এবার আপনি,' রানাকে ইশারা করল ইউনিস। হাত দেখাল। এই হাতেই তারাকে বয়ে এনেছে ও। শার্ট খুলে ফেলতে বলল। বিষাক্ত হয়ে গেছে ওটা। রানাকে মাখিয়ে দেওয়ার পর নিজের হাতেও তরলটা মাখল ইউনিস। বলল, 'আপনাদের আগেই সাবধান করে দেয়া দরকার ছিল। জঙ্গল মানুষের বন্ধু, কিন্তু মাঝে মাঝে শত্রুও বটে। এবার ম্যাট ধরে মেয়েটাকে তুলুন, ওকে ছায়ায় নিয়ে রাখতে হবে।'

বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় চোখ মেলে তাকাল তারা। ওকে একটা ছায়ান্ধকার ঘরে আনা হলো। ডক্টর রবিন্স আর পলা আগেই চলে এসেছে, পাতা দিয়ে বিছানা তৈরি করে রেখেছে। তাতে তারাকে শুইয়ে দেওয়া হলো। ঘাসের তৈরি কম্বল দিয়ে

ওকে ঢেকে দিল পলা। সচেতনতা পুরোপুরিই ফিরে পেয়েছে তারা, কিন্তু এখনও অত্যন্ত অসুস্থ।

রানা বুঝতে পারছে আজ আর দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। একই সঙ্গে ডক্টর রবিন্স আর তারাকে বয়ে রুক্ষ পাহাড়ের উপর দিয়ে পার হতে পারবে না ওরা। তারা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।

তারার পাশে বসে পড়ল রানা। অন্যরা বেরিয়ে গেছে। হতাশ আর বিভ্রান্ত লাগছে ওর। স্বীকার করতে না চাইলেও তারার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করছে ও। তারার নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল ওর উপর, সে-দায়িত্ব পালন করতে পারেনি ও। ইউনিস যদি কী বিষ তা না বুঝত, তা হলে এতোক্ষণে ঘুমাবার বদলে মরে পড়ে থাকত মেয়েটা।

নাস্তার গন্ধ ভেসে আসছে খোলা দরজা দিয়ে। ইউনিস ডেকে পাঠাতে গেল ও চুলোর ধারে। অবাক হতে হলো ওকে। স্বল্প বসন এক তরুণ ইউনিসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একে আগে কখনও দেখেনি রানা।

তরুণ কী সংবাদ নিয়ে এসেছে ক্লান্ত গলায় বলল ইউনিস। ডক্টর রবিন্স আর পলাকে হতাশ দেখাচ্ছে। আদিবাসীরা সারারাত চারপাশে নজর রেখেছে। কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের সৈন্যরাও ব্যস্ত ছিল। দুর্গটা প্রায় ঘিরে ফেলেছে তারা। টিলার চারপাশে অবস্থান নিয়েছে।

দু'জন অসুস্থ মানুষ নিয়ে তাদের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া এখন অসম্ভব। রানা জিজ্ঞেস করল রাতের আঁধার নামবার পর ছেলেটা ওকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে কি না। জবাবে মাথা নাড়ল তরুণ। সম্ভব নয়। সে এসেছে আর্মি কর্ডন দেওয়ার আগে। তার পক্ষে একাও এখন আর বেরোবার উপায় নেই।

তারা কোনও শব্দ শোনেনি, ভাবল রানা। ও জেগে থাকলে

হয়তো শুনতে পেত। অথবা আর্মি হয়তো এতোটা দূর থেকেই দুর্গ ঘিরেছে যে, ও-ও কিছু আন্দাজ করতে পারত না। সবার উপর চোখ বুলাল রানা। নীরব সবাই। বুঝতে পারছে কতোখানি অসহায় অবস্থায় আটকা পড়েছে দুর্গে। খিদে নষ্ট হয়ে গেছে প্রত্যেকের। তবু সময় কাটাতেই যেন খেল ওরা। খাওয়ার পর অপেক্ষার পালা। রানা আশা করছে যে-কোনও সময় প্লেনের আওয়াজ শুনতে পাবে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ইউনিস। নিচু একটানা গুঞ্জনটা সবাই শুনতে পেয়েছে। নতুন সূর্যের ভিতর থেকে যেন বেরিয়ে আসছে প্লেনগুলো।

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল ইউনিস, তার কথা বলবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো চায়ের দাওয়াত দিচ্ছে। 'এবার আমাদের পাতালঘরে যেতে হয়। মিস্টার রানা, আপনি কি মিস ইরতিজাকে নিয়ে আসবেন?'

তার মানে দুর্গের নীচে ডানজন জাতীয় কিছু আছে, ভাবল রানা। পলা ঠিকই বলেছিল, ইউনিস মানেই একটা বিস্ময়। লোকটা যেন বিচলিত হতে জানে না। পাতালঘরটা কতোখানি নীচে, ভাবল রানা। বোমা ফেললে উপরের পাথুরে ঘরগুলো ধসে আটকা পড়ে যাবে না তো ওরা? ফ্যাকাসে হয়ে গেছে পলার চেহারা। মেয়েটাও ওর মতো একই কথা ভাবছে, আন্দাজ করল রানা। কিন্তু এখন ডানজনে নামা ছাড়া আর কোনও উপায় খোলা নেই ওদের সামনে।

পলাকে সঙ্গে নিয়ে তারাকে আনতে গেল রানা। ওকে বয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হলো না। দুই হাতে দুজনের কাঁধ পেঁচিয়ে ধরে নিজেই হাঁটতে পারছে তারা। ওকে বাইরে নিয়ে এলো রানা। কাছের একটা ঘরে ইউনিস লাইমস্টোনের একটা পুরু স্ল্যাব তুলে ধরেছে। ওটা একটা দরজা হিসেবে কাজ করে। জায়গাটায় আগে

এসেছে রানা, কিন্তু দরজাটা খেয়াল করতে পারেনি। পলা আর তরুণ ইতিমধ্যেই ভিতরে ঢুকে পড়েছে, তাদের দেখা যাচ্ছে না। ক্রাচে ভর দিয়ে ভিতরে ঢুকছেন ডক্টর রবিন্স। তারাকে নিয়ে তাঁর পিছু নিল রানা। টান দিয়ে স্ল্যাবটা আগের জায়গায় বসিয়ে সবার শেষে এলো ইউনিস। চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল।

এক সেকেন্ড পর ম্যাচের কাঠি জ্বেলে একটা মোমবাতি ধরাল ইউনিস, ওটা তরুণের হাতে দিল। এবার ডক্টর রবিন্সকে দু'হাতের ভাঁজে তুলে নিল সে, সুড়ঙ্গের অন্ধকার গহ্বর লক্ষ করে হাঁটতে শুরু করল। সামনে সিঁড়ি, পেঁচিয়ে নেমে গেছে নীচের গাঢ় আঁধারে। ছেলেটা মোমবাতি দুলিয়ে পথ দেখাল। সুড়ঙ্গটা সবাই পাশাপাশি যাওয়ার তুলনায় যথেষ্ট চওড়া, কিন্তু ছাদ নিচু। ইউনিস প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে এগোচ্ছে। রানাকেও বেশ খানিকটা কুঁজো হতে হলো। পল্লাও ঠোকর খাওয়ার ভয়ে মাথা নিচু করে রেখেছে।

সিঁড়ির ধাপ যেন শেষ হবে না, নামছে তো নামছেই ওরা। ভালো। বম্বার বোমা ফেললে এতো নীচে তার ধকল খুব বেশি হওয়ার কথা নয়। নীচে নামবার পর ডানদিকে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিতে হলো। এবার বড়সড় একটা পাতাল কক্ষে উপস্থিত হলো ওরা।

ইউনিসের দেখাদেখি মেঝেতে বসে পড়ল সবাই। মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল ইউনিস, কারণ হিসেবে জানাল বাতাস সঞ্চয় করে রাখতে হবে। একটা একটা করে মিনিট পার হচ্ছে অপেক্ষার মধ্য দিয়ে। সময় যেন কাটতে চায় না। প্লেনগুলো নিশ্চয়ই উপরে পৌঁছে গেছে, কিন্তু এখনও বোমা ফেলছে না। চারপাশে কোথাও কোনও শব্দ নেই, কবরের নীরবতা।

মনের উপর চাপ অনুভব করল রানা। কর্নেলের বিমানবাহিনী অপেক্ষা করছে কেন? আরেকটা চিন্তা ওর মনটাকে নাড়িয়ে গেল। তাড়াহুড়ো করে এখানে এসে ঢুকেছে ওরা, কিন্তু এখান থেকে

বের হওয়ার কোনও পথ কি আছে? এমন হতে পারে এয়াররেইডের ফলে পাতালঘরে নামবার দরজাটা পাথরচাপা পড়ে বন্ধ হয়ে গেল, আর খোলা গেল না। তখন? পথ করে নিয়ে বের হওয়ার একটা মাত্র উপায় খোলা থাকবে তা হলে, ডিনামাইট ফাটিয়ে পাথর সরানো। কিন্তু ডিনামাইট ওরা উপরে রেখে এসেছে! নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো ওর।

পলা মেশিনগানটা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। ওটা হাতে নিল রানা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে এলো স্ল্যাবের কাছে, আস্তে করে স্ল্যাবটা ইঞ্চি দুয়েক সরিয়ে উঁকি দিল। বাইরে ঝকঝক করছে দিনের উজ্জ্বল আলো। চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার, তবে ওর মনে হলো যেন একটা নড়াচড়া দেখেছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ও আলোয় চোখ সয়ে আসা পর্যন্ত। চারজন মেরিন দেখতে পেল ও, প্যারাশুট করে আকাশ থেকে নামছে। আমেরিকান ইউনিফর্ম পরা, শক্ত সমর্থ কমান্ডো। প্রত্যেকের হাতে একটা করে সাবমেশিনগান। প্যারাশুটের হার্নেস থেকে নিজেদের মুক্ত করে আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো, দু'জন দু'জন করে দু'দিকে রওনা হলো। ঘরগুলো সম্ভবত খুঁজে দেখবে।

শেষ পর্যন্ত কর্নেলকে সাহায্য করতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করল তা হলে আমেরিকা। তবে ব্যাপারটাকে তারা ফুলস্কেল ওয়ারফেয়ার হিসেবে নেয়নি। ছোট একটা কমান্ডো মিশন। দুর্গে নামবে, যাকে পাবে তাকেই খুন করবে। কেউ জানবে না এতে আমেরিকার হাত আছে।

ঘরগুলো সার্চ করা হয়ে গেছে। কাউকে না পেয়ে এখন তারা চত্বর পেরিয়ে উল্টোদিকের বাড়িগুলোর দিকে যাচ্ছে। ঢুকে পড়ল দুটো বাড়িতে। স্ল্যাব সরিয়ে কালো পাথরের দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়াল রানা। বুঝতে পারছে নীচে নেমে বিরাট ভুল হয়েছে। ও যদি উপরে থাকত তা হলে কমান্ডোরা প্যারাশুট করে নামবার

সময়ই খতম করে দিতে পারত মেশিনগান দিয়ে। এখন চোরাগোপ্তা আক্রমণের উপর ভরসা করতে হবে। নিজেদের সেরা লোকদেরই নিশ্চয়ই পাঠিয়েছে আমেরিকান সরকার। এই অসম লড়াইয়ের ফল কী হবে সে-চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিল রানা।

একটা সুবিধে পাবে ও। আগেও যেমন পেয়েছিল। শত্রু গুলি করবার আগে নিশ্চিত হতে চাইবে যাকে গুলি করছে সে নিজেদের লোক কি না। ওর সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

বেশ কিছুক্ষণ হলো রানা পাথরের মূর্তির মতো ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর এলো লোকটা, দরজা দিয়ে উঁকি মেরে সরাসরি রানার মেশিনগানের নলটা দেখল, নিজের বুকের দিকে তাক হয়ে আছে। খালি ঘরগুলো সার্চ করতে করতে অসতর্ক হয়ে পড়েছে লোকটা। অস্ত্রটার নল নীচের দিকে নামানো। লোকটাকে আগে বাড়তে ইশারা করল রানা, নিজে পিছু হটল। আমেরিকানের চেহারায় অনিচ্ছার ভাবটা স্পষ্ট, কিন্তু নির্দেশ পালন করল সে। ঘরের খানিকটা ভিতরে ঢুকবার পর বিদ্যুদ্বেগে সামনে বাড়ল রানা, মেশিনগানের ভারী নলটা সজোরে নামিয়ে আনল লোকটার মাথায়। খুলির হাড় নরম হওয়ায় দেবে গিয়ে মগজ থেঁতলে দিল আঘাতটা, ধুপ করে পড়ল লাশ। শিকারের অপেক্ষারত চিতাবাঘের মতো আবার দরজার কাছে ফিরে এলো রানা, দেয়ালে গা মিশিয়ে ছায়ার মধ্যে দাঁড়াল।

দ্বিতীয় লোকটা বের হলো কোনার একটা বাড়ি থেকে। সাবমেশিনগান বাগিয়ে পিছু হটে বের হচ্ছে। সে পনেরো ফুট দূরে থাকতে হাতের ঝাঁকিতে উড়াল দিল রানার স্টিলেটো। সহজে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না রানা, কিন্তু লোকটা ঘুরতে শুরু করায় ছোরাটা তার গলার পাশ দিয়ে বেরিয়ে পাথরের দেয়ালে লেগে ঠং করে মেঝেতে পড়ল। ঝট করে স্টিলেটোর দিকে তাকাল কমান্ডো, পরক্ষণেই সাবমেশিনগানের নল উপরে তুলতে তুলতে

ঘুরতে শুরু করল রানার দিকে। ততোক্ষণে দরজার আড়ালে সরে গেছে রানা। আমেরিকানদের নাকি সুরে সঙ্গীদের ডাকতে আরম্ভ করল লোকটা। রানা যেখানে আছে তার উল্টোপাশের বাড়ি থেকে একজনের জবাব ভেসে এলো। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে আসবার পরিকল্পনা করেছে তারা। শীতল হাসল রানা। ভালো। আসুক ওরা। স্ল্যাবটা সরিয়ে নীচের সিঁড়িতে দাঁড়াল রানা, ওর বুক থেকে দেহের উপরের অংশ বেরিয়ে থাকল বাইরে। কমান্ডোরা স্বাভাবিক ভাবেই এতো নিচুতে গুলি করবার কথা ভাববে না। ট্রেনিং অনুযায়ী যন্ত্রের মতো কাজ করবে তারা, গুলি ছুঁড়বার ফাঁকে একজন আরেকজনকে কাভার দিয়ে ছুটতে ছুটতে ভিতরে ঢুকবে। তা-ই করল মেরিনরা। তাদের গুলির ফাঁকেই মেশিনগান চালাল রানা, প্রায় দু'টুকরো করে দিল দু'জনকে। সবগুলো গুলির আওয়াজ মিলেমিশে এক হয়ে গেল। চতুর্থ লোকটার বুঝতে পারবার কথা নয় পাল্টা গুলি চালানো হয়েছে।

গুলির আওয়াজের কারণে রানা টের পায়নি ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে পলা দভস্কি। রানার কাঁধে হাত রাখল সে। 'কী ব্যাপার?'

'আগন্তুক। চারজন। তিনজন এখানে, একজন এখনও বাকি।'

ইউনিফর্ম দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল পলার। 'আমেরিকান?'

'তোমারই মতো,' মেশিনগানটা তৈরি রেখেছে রানা।

'আমি চেকোস্লোভাকিয়ান,' কৈফিয়তের সুরে বলল পলা। 'আমেরিকায় ইমিগ্র্যান্ট হয়েছি আমরা। ওদের প্রতি কোনওরকম দুর্বলতা নেই আমার। ওদের আগ্রাসনকে আমি সমর্থন করি না।'

কণ্ঠস্বরই বলে দিল পলা সত্যি কথা বলছে।

স্ল্যাব সরিয়ে কামরার দরজার কাছে চলে এলো রানা।

আমেরিকানদের অনুকরণে নাকি সুরে বিজয়সূচক একটা আওয়াজ করল। চতুর্থ লোকটা সাড়া দিল না। হয় সে শুনতে পায়নি, নয়তো বুঝে গেছে গলার আওয়াজটা তার সঙ্গীদের নয়।

চত্বর ফাঁকা পড়ে আছে। থমথম করছে চারপাশ। লোকটা কোথায় রানা জানে না। দেখতে ঘর ছেড়ে বের হলেই হয়তো গোপন অবস্থান থেকে গুলি করে ওর খুলিটা উড়িয়ে দেবে। নিশ্চয়ই সতর্ক হয়ে গেছে লোকটা। এখন আর এখানে আসবে না সে। মেক্সিকান স্ট্যান্ডঅফ্। রানাও বের হতে পারবে না, লোকটাও আসবে না।

পিছিয়ে এসে একটা আমেরিকান সাবমেশিনগান পলার হাতে দিল রানা। 'গুলি কীরকম আছে দেখো।'

ম্যাগাযিন খুলে আবার লাগাল পলা। 'যথেষ্ট।'

স্ল্যাবের দিকে পা বাড়াল রানা। 'মাথাটা নিচু করে সিঁড়িতে পাহারায় থাকো। আমি নীচে যাচ্ছি। জিজ্ঞেস করে দেখব বের হবার আরও কোনও পথ আছে কি না। অন্য কোনও দিক থেকে হয়তো লোকটাকে বাগে পাওয়া সম্ভব।'

পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করবার পর ইউনিস একটা মোমবাতি জ্বালল। আগুনের আলোয় দেখা গেল একধারের দেয়ালের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন আয়ান রবিন্স। তাঁর কয়েক ফুট দূরে তারা বসা। আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে ওকে দেখতে, তবে এখনও মুখটা মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে আছে। পাথুরে টিলার মাঝখানে গভীর এই গহ্বর রোগীদের আরোগ্য লাভের উপযুক্ত জায়গা নয়, বাতাস ভ্যাপসা আর ভেজা ভেজা, কিন্তু চতুর্থ মেরিনকে নিষ্ক্রিয় করতে পারবার আগে পর্যন্ত এখানেই আপাতত থাকতে হবে তারা আর ডক্টর রবিন্সকে।

নতুন আসা ছেলেটাকে স্থানীয় ভাষায় কী যেন বলল আবি ইউনিস। ঘনঘন মাথা দোলাল ছেলেটা, তারপর একটা মোমবাতি

হাতে নিল, রানাকে ইশারা করল পিছু নিতে। একটা বেদির পিছনে তৈলচিত্র দেখতে পেল রানা। তেলরং দিয়ে আঁকা ছবিটার একটা কোনা সরাল তরুণ। পিছনে একটা সরু সুড়ঙ্গ দেখা গেল। জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে আগে আগে চলল ছেলেটা। পথটা চেনে বলেই মনে হলো। ওর হাতের ছোট্ট মোমবাতি বেশিক্ষণ জ্বলবে না। সিঁড়ি বেয়ে নামতে হলো, তারপর আরেকটা সুড়ঙ্গে ঢুকল ওরা। দু'পাশে চলে গেছে আরও সরু সরু সব সুড়ঙ্গ। দেয়ালের এক ধারে খুপরির মধ্যে মোমবাতি রাখা আছে। একটাও দু'তিন ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। সুড়ঙ্গের বাতাসটা বদ্ধ, তাতে পাঁশুটে একটা গন্ধ। কারণটা রানা একটু পরেই বুঝতে পারল। বেশিরভাগ শাখা-সুড়ঙ্গই মানুষের হাড়ে ভরা। পাথরের তাকে করোটিগুলো রাখা হয়েছে। আদিবাসী এই উপজাতির এটাই কবরস্থান।

প্রধান সুড়ঙ্গটা দীর্ঘ, বেশ কয়েকবার বাঁক নিল। রানা আন্দাজ করতে পারল, সুড়ঙ্গটা দুর্গের পিছনের দিকে গেছে। এক জায়গায় উপর থেকে গোল হয়ে মেঝেতে এসে পড়েছে আলো। উপরের দিকে তাকিয়ে রানা দেখল ছাদে ছোট্ট একটা ফুটো। এতোই ছোট যে কোনরকমে বেরোতে পারবে ও। কিন্তু ওটা বেশ উপরে, আওতার বাইরে।

তরুণ ওর সমস্যা বুঝতে পারল। রানার হাত থেকে মেশিনগানটা চাইল সে, ওটা নিয়ে মোমবাতির সঙ্গে মেঝেতে নামিয়ে রাখল। এবার হামাগুড়ি দিয়ে বসল সে, রানাকে ইশারা করল তার পিঠে উঠতে। উঠল রানা, দু'হাতে গর্তের কিনারা ধরল, তারপর টেনে তুলল নিজেকে, বিশ্রাম নিল মিনিট খানেক। দুর্গ-প্রাচীরের কাছে একটা ঘরের নিচু ছাদে আছে এখন ও। নীচে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। গর্তে হাত নামিয়ে দিল ও, তরুণ আদিবাসী মেশিনগানটা উঁচু করে ধরেছে, ওটা তুলে নিল

উপরে। খালি পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল, ছেলেটা সুড়ঙ্গ ধরে দৌড়ে ফিরে যাচ্ছে আবি ইউনিসের কাছে ।

ছাদের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে চতুর্থ আমেরিকান মেরিনকে দেখতে পেল রানা, লোকটা প্যারাশুটগুলোর পিছনে ঘাপটি মেরে বসে পলা যে-দরজা পাহারা দিচ্ছে সেটার দিকে সাবমেশিনগান তাক করে রেখেছে। বেশি দূরে হবে না লোকটা। শত্রু একা হলে কখনোই তাকে খুব বেশি বিপজ্জনক মনে হয় না রানার। এই লোকটাকেও মনে হলো না। বছর তিরিশেক হবে খাটো মতো লোকটার বয়স। ইউনিফর্মের ইনসিগনিয়া বলছে মেজর সে আমেরিকান মেরিনের। লালচে চেহারায় রাজ্যের কুটিলতা। অস্ত্রটা যেভাবে ধরেছে তাতে মনে হয় নিজের একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ফেলবার আশঙ্কা করছে। তাকে ডাকল রানা।

'আমি উপরে। এখানে।'

ঘুরেই গুলি করল মেরিন। রানার নীচে পাথরে লেগে পিছলে গেল বুলেট। দেরি না করে মেশিনগানের ট্রিগার স্পর্শ করল রানা। আগেই তাক করে রেখেছিল, বুকে গুলি লাগায় ঝাঁকি খেল মেরিন, শরীরটা গড়িয়ে গেল। নেতিয়ে পড়েছে লোকটা।

ঘরের দরজায় দেখা দিল পলা দভস্কি। মৃতদেহটা দেখল একপলক, তারপর হেঁটে গেল সেদিকে। ছাদ থেকে আস্তে করে নামল রানা।

ঠিক তখনই পঞ্চম আরেকজন মেরিন বেরিয়ে এলো একটা খোলা দরজা দিয়ে। রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভারী রিভলভারটা পলার ঘাড়ে ঠেসে ধরল সে। পলার পিছনে দাঁড়িয়েছে সে, তাকে গুলি করতে হলে পলাকে গুলি করতে হবে।

'অস্ত্রটা ফেলে দাও,' নাকি সুরে বলল মেরিন। লোকটার চেহারা বলে দিচ্ছে কথার অন্যথা হলে গুলি করতে দ্বিধা করবে না।

হাত থেকে মেশিনগানটা ছেড়ে দিল রানা।

'এদিকে এসো,' নির্দেশ দিল আমেরিকান। 'বেশি কাছে আসবে না, খবরদার! দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়াও।'

দূর থেকে পলা আর মেরিন মেজরকে পাশ কাটাল রানা। খেয়াল করল লোকটার কোমরে একটা ওয়াকিটকি ঝুলছে। দূর থেকেও পলার শ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেল ও। শক্ত করে তার গলা পেঁচিয়ে ধরেছে মেরিন। রিভলভারের ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াচ্ছে।

রানার স্টিলেটোটা পড়ে আছে নাগালের ঠিক বাইরে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে পলার চেহারা, ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে। অস্ত্র পড়ে আছে যে-ঘরের ভিতর তার আধফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে রানা। ওকে থামতে নির্দেশ দেওয়া হলো। মেজরও জানে ভিতরে অস্ত্র আছে। লোকটা এখনও গুলি করছে না কেন ভাবছে রানা। জবাবটা সোজা। বাকিদের খোঁজ ওদের কাছ থেকে পাবে বলে আশা করছে লোকটা।

'ভিতরে ঢোকো,' পলাকে নিয়ে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে মেজর। 'ডক্টর রবিন্সকে ডাকবে। কোনও চালাকি নয়, চালাকি দেখলে মেয়েটাকে শেষ করে দেব। তারপর তোমাকে।'

ঝুঁকিটা নিতে হবে, বুঝতে পারছে রানা। ডক্টর রবিন্সকে পেলে তাঁকে তো এ খুন করবেই, ওদের কাউকেও ছাড়বে না। ওয়ালথারটা ব্যবহার করবে, স্থির করে ফেলল রানা। মেজর পলার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি লম্বা। ঠিক মাথায় যদি গুলি লাগাতে পারে...লোকটা যখন ওকে ঘরের ভিতর ঢুকতে দেখবে ঠিক তখনই কাজটা করতে হবে ওকে। সেক্ষেত্রে ঘুরেই গুলি করতে হবে। হিসেবে একটু এদিক ওদিক হলেও মারা যাবে পলা।

'আস্তে হাঁটো,' কর্কশ স্বরে খেঁকিয়ে উঠল মেজর। 'হাত মাথার উপর। কুঁজো হবে না। আমি দেখছি।'

স্ল্যাবের দিকে এগোল রানা। পিছু নিচ্ছে আমেরিকান মেজর। সিঁড়িতে পা রাখতেই পিছন থেকে নির্দেশ এলো, থামো। ঘরের অপেক্ষাকৃত অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে চাইছে লোকটা। দশ সেকেন্ড নীরবতা, তারপর রানাকে আবার এগোতে নির্দেশ দিল সে। চোখের কোণে দেখল রানা, মেজর আর সামনে বাড়ছে না। অন্ধকার চেম্বারে ঢুকবার সময় ওর মনে হলো গাঢ় কালির ভিতর ডুব দিচ্ছে। ভিতরে ঢুকবার পর কাঁধে একটা হাতের আলতো ছোঁয়া টের পেল রানা। একটা স্বর ফিসফিস করল, 'মিস্টার রানা, আমি বুঝেছি। আপনি আসুন।'

হাতটা ধরল সে রানার, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। রানা নিচু গলায় বলল ও কী করতে চায়। প্রতিক্রিয়ায় রানার হাতে আরও চেপে বসল আবি ইউনিসের আঙুল। 'কাজ হবে না। পিছনে দেখতে পাবেন না আপনি। ছায়া দেখে গুলি করে বসতে পারে মেয়েটাকে। অন্যভাবে কাজটা করব আমরা, মিস্টার রানা।'

নীচে নেমে একটা মোমবাতি জ্বালল আবি ইউনিস। বিরাট ঘর আবছায়ায় ভরে উঠল। ভূতুড়ে সব ছায়া পড়ছে চারদেয়ালে। সেই আবছা আলোয় কাঠের একটা বাক্স দেখতে পেল রানা, ছোট ছোট কাঠের পুতুলে ভর্তি। ওগুলোর মধ্যে থেকে বেছে একটা বের করল আবি ইউনিস। বাক্স থেকে নিয়ে ওটার বুকের বামপাশে একটা পিন গাঁথল। এবার পুতুলটাকে উঁচু করে ধরল সে, নিঃশব্দে কী যেন আওড়াতে শুরু করল।

রানার মনে হলো কান চেপে ধরে আবি ইউনিসের দু'গালে কষে দুটো চড় মারে। ওরা এখানে ভুডুর বৃথা চর্চা করছে আর আমেরিকান মেজর পলাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রেখেছে! যে-কোনও সময় ধৈর্য হারিয়ে মেয়েটাকে গুলি করে মারতে পারে লোকটা, নিজে ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করতে পারে। রানার মনে হলো পাগলের পাল্লায় পড়েছে ও।

এমন ভাবে আবি ইউনিস রানার দিকে তাকাল যে মনে হলো বিশ্বজয় করেছে। একটা বৃত্ত প্রদক্ষিণ করল সে। এবার রওনা হলো সিঁড়ির দিকে। অক্ষম আক্রোশ চেপে রেখে রানাও পিছু নিল। তাকিয়ে দেখতে পেল তারার চেহারা, হাঁ করে ওদের দেখছে। নিস্পৃহ ভাবে দেখছেন ডক্টর রবিন্স। ঝুঁকি নেওয়ার জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিল রানা। পলাকে বাঁচাতে হবে।

দরজার পাশে আবছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে মেজর আর পলা। এক হাতে পলার গলা পেঁচিয়ে রেখেছে মেজর। সিঁড়ির এমন জায়গায় আবি ইউনিস দাঁড়াল, যেখান থেকে ওদের দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। তারপর রানা বেরিয়ে যাওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়ল আবি ইউনিস। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মেজর, বাঁকা হাসি ঠোঁটে নিয়ে সহজ টার্গেট দেখল। মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা। এখন? আবি ইউনিস মেজরকে অনেকটাই আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

পুতুলটা আস্তে করে মেজরের পায়ের সামনে ফেলল আবি ইউনিস। খুট আওয়াজ করে মেঝেতে পড়ল পতুল। দরজা দিয়ে আসা রোদে ওটাকে হাস্যকর দেখাচ্ছে।

মেজর গুলি করবে মনে করেছিল রানা, কিন্তু করল না। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অতি ধীরে কাটছে। কোনও জাদুবিদ্যায় কাজ হবে না, ভালো করেই জানে রানা, রেগে যাচ্ছে আবি ইউনিসের উপর। এখন মেজরকে অসতর্ক অবস্থায় গুলি করবারও সুযোগ নেই। বুকে পিন গাঁথা ওই পুতুল পড়ে আছে রোদের ভিতর।

ছায়ার ভিতর হঠাৎ দ্রুত একটা নড়াচড়া নজর কাড়ল রানার। মেজর দু'দিকে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়েছে, আঙুলগুলো ফাঁক হয়ে আছে, যেন তার ভিতর দিয়ে প্রবল বৈদ্যুতিক প্রবাহ বইছে। রিভলভারটা খটাং করে মেঝেতে পড়ে গেল। টলতে টলতে পিছাল মেজর, প্রচণ্ড আক্ষেপে দু'হাতে বুক খামচে ধরল, দেহ

মোচড়াচ্ছে সাপের মতো, তারপর ধপ করে পড়ে গেল মেঝেতে, আর নড়ল না।

রানা পৌঁছবার আগেই রিভলভারটা তুলে নিয়েছে পলা, ওটার দিকে খেয়াল নেই, একবার মেজর আরেকবার পুতুলটাকে দেখছে। মেজরকে চিত করল রানা। মারা গেছে। বড় বড় চোখ দুটো বিস্ফারিত, চেহারায় তীব্র ব্যথার ছাপ, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে যা হয়।

আতঙ্কে মারা গেছে মেজর। রানা নিশ্চিত। আর কিছু হতে পারে না। এই একবিংশ শতাব্দীতে কেউ ভুডু বিশ্বাস করলে তাকে পাগল ছাড়া আর কী বলবে কেউ! প্রাচীন এই দুর্গে নিজের চারজন সঙ্গীকে মরতে দেখেছে লোকটা, তারপর টেনশনে ছিল নিজের জীবন নিয়ে, সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে ছিল, তারপর বুকে পিন গাঁথা পুতুলটা দেখে চমকে গেছে, ধকলটা সইতে পারেনি হার্ট, কোলাপস্ করেছে। স্বাভাবিক।

ইউনিসের দিকে তাকাল রানা। ব্যস্ত হয়ে মৃতদেহগুলো প্যারাশুটের কাছে নিয়ে যাচ্ছে সে, বসিয়ে রাখছে পাথরে হেলান দিয়ে। পঞ্চম লোকটা, অর্থাৎ মেজরকে সে বসাল আয়ান রবিন্স যে-চেয়ারে বসেছিলেন সেটায়। দূর থেকে দেখে এখন মনে হবে সফল ভাবে মিশন শেষ করে অপেক্ষার ফাঁকে বসে বসে গল্প করছে লোকগুলো।

ইউনিসের কাজটার কারণ ধরতে দেরি হলো না রানার। এদের ফিরিয়ে নিতে হেলিকপ্টার আসবে আবার। আসুক। ভালো। নামুক এখানে ওটা। যাত্রীদের জন্য জায়গা খালি রাখতে হবে, কাজেই কপ্টারে পাইলট ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তার একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই কপ্টার দখল করা কোনও ব্যাপার নয়। তারপর এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে পারবে ওরা শত্রুপক্ষ কিছু বুঝে উঠবার আগেই। এখন ওর দরকার আমেরিকান

মেজরের বেল্টের ওয়াকিটকিটা।

ওটা সংগ্রহ করে নিল রানা। ইউনিস তার কাজ শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পরিষ্কার আকাশ দেখল একবার, বাতাস শুঁকল, তারপর রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ঝড় আসতে পারে। এই ঝড়টা হয়তো আমাদের পক্ষে কাজ করবে।' পাতালঘরে ফিরে গেল সে।

রানা ওয়াকিটকি অন করে নাকিসুরে খেঁকিয়ে উঠল, 'মিশন অ্যাকমপ্লিশড। ঠেইক আস্ হোম।'

ওদিক থেকে বলা হলোঃ 'রজার।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল

রানা আর পলা অপেক্ষা করছে। আধঘণ্টা পর চপারের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। যান্ত্রিক ফড়িংটা দুর্গের উপর এসে দু'বার চক্কর মারল। ওটার মাইক্রোফোন থেকে কর্কশ আমেরিকান উচ্চারণে জানতে চাওয়া হলো আয়ান রবিন্স মারা গেছেন কি না। হ্যাঁ-সূচক জবাব দিল রানা। হাসল পাইলট, কপ্টার নামাতে শুরু করল।

এয়ারড্রিফট বুঝে নিয়ে কাত হয়ে নামছে ওটা। নীচে নেমে সোজা হলো, তারপর চত্বরে নেমে পড়ল। এবার ঘটল অচিন্তনীয় একটা ব্যাপার। ওটার প্রপেলারের বাতাস মেঝে ধরে ঝড়ের মতো বইছে। সেই বাতাসে কাত হয়ে পড়ে গেল চার কমান্ডোর মৃতদেহ।

রোটরের গতি বেড়ে গেল হঠাৎ। উপরে উঠতে শুরু করল কপ্টার। রানা দরজা দিয়ে বের হতে হতে ওর মাথার উপর উঠে গেল যন্ত্রটা। পাইলটকে গুলি করবার সুযোগ নেই এখন। কাজটা করতে পারলেও এই উচ্চতা থেকে পড়লে বিধ্বস্ত হতো কপ্টার। তবু মেশিনগান থেকে কপ্টারের ফিউযেলাজ লক্ষ্য করে গুলি করল রানা। পাইলটের কিছু হলো না। দুর্গ-প্রাচীরের উপর দিয়ে

বেরিয়ে নীচে নামতে শুরু করল কপ্টার। রানা দৌড়ে গেল কোথায় যায় দেখতে। দেখল আগুন ধরে গেছে ওটায়, সোজা জঙ্গলে গিয়ে পড়ল। খানিক পর ওটার তৈরি আগুন নিভে গেল।

রানার পাশে দাঁড়িয়ে দুর্গ-প্রাচীরের ফোকর দিয়ে দেখছে পলাও, রানা নতুন কিছু গালি শিখল ওর কাছে।

নীচে নামল ওরা, রানা হতাশ বোধ করছে। পাতালঘরে একটা মোমবাতি জ্বলছে। সবার চেহারায় প্রত্যাশার ছাপ। আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'পাইলট বুঝে ফেলেছিল ওরা মারা গেছে। ওখানে অনেক পোক্ত ভাবে ওদের বসানো দরকার ছিল।' ইউনিসের দিকে তাকাল ও। 'দেখা যাক আপনার কথামতো ঝড় আসে কি না। ঝড় এলে সেই সুযোগে হয়তো বেরিয়ে যেতে পারব আমরা।'

রানার কথায় প্রচ্ছন্ন টিটকারি থাকল। দুঃখপ্রকাশ করতে যাচ্ছিল রানা, হাত তুলে ওকে থামাল ইউনিস। গম্ভীর চেহারা, পুরো এক মিনিট কী যেন ভাবল, কুঁচকে উঠল ভ্রূ, তারপর বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'এদিকে শীতকালে ঝড় হয় না বললেই চলে। জুন, জুলাই বা আগস্টে ঝড় আশা করি আমরা। তবে, ঝড় চাইতে তো কোনও দোষ নেই! তা হলে অপেক্ষা করুন, আমাকে ঝড় আহ্বান অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিতে হবে।'

সময়টা অন্তত কিছু করে কাটুক, ভাবল রানা। কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের পরবর্তী চাল আসবার আগে পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকলে সবার মনের উপরেই চাপ পড়বে।

তারা আর পলার পিছু নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন আয়ান রবিন্স। তরুণ আর রানা তাঁর পিছনেই থাকল। ইউনিস রানা আর তরুণকে বলল, 'মৃতদেহগুলো দয়া করে সরিয়ে নিন, নইলে দেবতারা অপমানিত বোধ করবেন।' তার গলায় অশুভ কী যেন আছে, মেরুদণ্ডের কাছটা শিরশির করে

উঠল রানার।

অফিসারকে চেয়ার থেকে সরিয়ে নিল রানা, সেখানে আয়ান রবিন্স বসলেন। দুর্গের কোনার টাওয়ারে লাশগুলো নিয়ে গেল ও তরুণের সাহায্যে, সেখান থেকে দেয়ালের ফোকর দিয়ে সাগরে ফেলে দিল। এবার ডক্টর রবিন্সের পাশে এসে বসল রানা।

একটু পর দেখা দিল আবি ইউনিস, চেহারা প্রায় বদলে এসেছে বললেই চলে। মাথায় কাপড়ের পট্টি, গলায় অশুভ আত্মা তাড়ানোর জন্য হাড় আর অদ্ভুত সব জিনিসের মালা, কানের লতিতে বড় বড় দুল, হাতে প্রায় কনুই পর্যন্ত বালা। কোমরের বেল্টে ঝোলানো ফলের শুকনো খোসাগুলো হাঁটবার সময় বাড়ি খেয়ে ফাঁপা আওয়াজ করছে। বিস্ফারিত হয়ে আছে দু'চোখ, তাতে অন্তহীন গভীর দৃষ্টি। রানা ধারণা করল কোনও ধরনের নেশা করে এসেছে, ব্যাটা। কাউকে যেন সে দেখল না, একটা মই বেয়ে ছাদে উঠে পড়ল।

ছাদে উঠে নাচতে শুরু করেছে, দেখতে পেল রানা। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে। উন্মত্ত নাচের তালে তালে আওয়াজ করছে বালা, কানের দুল আর গলায় ঝোলানো হাড়ের তৈরি মালাগুলো। তারপর দু'পা ফাঁক করে মাথা পিছনে হেলিয়ে দাঁড়াল সে, দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরল। বাতাসে উড়ছে তার দীর্ঘ সাদা চুল আর দাড়ি। গলার আওয়াজে যেন বজ্রপাতের গুড়গুড় ধ্বনি।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন শুনছে সে। কিছু একটা ঘটছে। রানার প্রথমে মনে হলো মেঘ ডাকছে। শিরশিরে অনুভূতি হলো ওর। কিন্তু মেঘ আসলে ডাকছে না। আবার শিরশির করে উঠল ওর মেরুদণ্ডের কাছটা। আওয়াজটা প্লেনের! বম্বার। অনেক উপর দিয়ে আসছে।

কমান্ডো মিশন ব্যর্থ হওয়ায় দুর্গ চুরমার করে দিতে আসছে কর্নেলের মিত্ররা। প্যারাপেটের উপর দিয়ে প্লেনগুলো দেখতে

পেল রানা, আর মাত্র মাইল দুয়েক দূরে আছে। এখানে থাকবার মানেই মারা যাওয়া। চিৎকার করে ডাকল সবাইকে রানা, পাতালঘরের দরজার কাছে চলে এলো। স্ল্যাবটা সরিয়ে ইশারা করল রানা। পলা, তারা আর আদিবাসী তরুণ চেয়ারসুদ্ধ বয়ে নিয়ে এসেছে ডক্টর রবিন্সকে, সিঁড়ির কাছে তাঁকে নামিয়ে ধরল, যাতে উনি তরুণের সাহায্য নিয়ে নামতে পারেন। আবি ইউনিস তাঁকে অনুসরণ করল। দেয়ালের গায়ে একটা বেদি হাতড়ে মোমবাতি পেয়ে ধরাল রানা, তারপর কাঁপা কাঁপা হলদে আলোয় সবার শেষে নামতে শুরু করল সিঁড়ি দিয়ে।

নীচের হলঘরে ডক্টর রবিন্সকে বসতে সাহায্য করল রানা আর তরুণ আদিবাসী। পলার হাতে এখন মেশিনগান শক্ত করে ধরা। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে নির্জীবের মতো বসে আছে তারা। তরুণ আদিবাসী চলে গেল ইউনিসের কাছাকাছি বসতে।

পাথর মড়মড় করে উঠল। সুড়ঙ্গে ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো। আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আবার বিস্ফোরণ ঘটল। তারপর আবার। ওদের মাথার উপর দুর্গটাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে বোমা ফেলছে বম্বারগুলো। ধুলো আর গ্যাসের কটু গন্ধ নানান অদৃশ্য ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ছে ভিতরে। নাক কুঁচকে গেল সবার।

পরপর পাঁচটা বোমা ফেলা হলো।

ক্লস্ট্রোফোবিয়ায় পেয়ে বসল তারাকে, ভীতা হরিণীর মতো সিঁড়ির দিকে ছুটল ও। সিঁড়ির মাঝামাঝি পর্যন্ত ধাওয়া করে ওকে ধরতে পারল রানা, ওখানেই জোর করে দাঁড় করাল। চারপাশে থমথমে নীরবতা। মাথার উপর আর কোনও বিস্ফোরণের আওয়াজ নেই। প্রথম সারির প্লেনগুলো চলে গেছে। এবার বোধহয় আসবে হেলিকপ্টারগুলো। ওগুলোতে করে আসবে প্যারাশুটিস্টরা। তারা দেখতে আসবে বোমাগুলো কতোটা কাজ

করেছে। বাকি কাজও সেরে রেখে যাবে তখন। তার আগেই উপরে উঠতে হবে, পারলে ঠেকাতে হবে তাদের। অন্তত যতোজনকে পারে খতম করে দেবে, ঠিক করল রানা।

অন্যরাও সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে, দেখল ও। কেউ আর পাতালঘরের সমাধিতে থাকতে রাজি নয়। তারার পিছু নিয়ে উঠতে শুরু করল রানা। ওর পিছনেই তরুণ আর পলা। ইউনিস আর ডক্টর রবিন্স পরস্পরকে ধরে শেষে উঠছে।

তেরো

পাথরের স্ল্যাবটা উড়ে গেছে, উপরের ঘরটার সামনের দেয়াল ধসে পড়েছে, তবে ছাদটা এখনও টিকে আছে। চত্বরটা এখন বড় বড় গর্তে ভরা। পাথরের খণ্ড পড়ে আছে এখানে ওখানে। পুরু ধুলোর আস্তরণ পড়েছে সবখানে। ব্রেকওয়াটারের দিকের প্রাচীর ধসে পড়েছে। ওদিকের কয়েকটা ঘর নেই।

ডক্টর রবিন্সের কাঁধে এক হাত রেখে ধ্বংসযজ্ঞ দেখছে আবি ইউনিস। প্রচণ্ড রাগে চোয়ালের হাড় ফুলে উঠেছে তার। পাহাড়ের চুড়োর দিকে একবার তাকাল, তারপর কী যেন ভাবল। স্থানীয় ভাষায় কথা বলল ডক্টর রবিন্সের সঙ্গে। কী বলল রানা জানে না, তবে বিচলিত হাসি হাসলেন ডক্টর রবিন্স।

দূরবর্তী গাছের মাথার উপর দিয়ে কালচে-নীল একটা ধোঁয়া এগিয়ে আসতে দেখল রানা। গাছের ডাল ভাঙার আওয়াজ হচ্ছে। খসখস করে কীসে যেন ঘষা খাচ্ছে ডাল আর পাতা। দেয়ালের ভাঙা অংশ দিয়ে লেগুনের পানিতে বড় বড় ঢেউ উঠতে দেখা

গেল। রুপোলি কী যেন ঢুকছে সাগর থেকে লেগুনে, গতি অত্যন্ত ধীর। চিনতে পারল রানা আকৃতিটা। একটা কভেট। নৌযানটা ওটার হালকা কামান দিয়ে কী করতে পারবে যেটা বম্বারগুলোর ফেলা বোমা করতে পারেনি, বুঝে পেল না রানা।

পাশ থেকে জোর করে হাসল পলা। 'দারুণ সুন্দর একটা যুদ্ধজাহাজ, তা-ই না? আমেরিকান নেভি কী করতে চায় বলে মনে করছ তুমি?'

ওটার মাস্তুলে পতপত করে উড়ছে আমেরিকার পতাকা। 'অ্যান্টিসাবমেরিন শিপ,' বলল রানা। 'পেটে ডেপথ চার্জ থাকে। বোধহয় ওটা পাঠানো হয়েছে পুরো টিলা উড়িয়ে আমাদের খতম করে দিতে।'

তা-ই যদি করতে হয়, ভাবছে রানা, হয় ওটাকে খুব কাছাকাছি আসতে হবে, নয়তো ডুবুরি নামাতে হবে। ডুবুরি নামালে তারা টিলার গায়ে চার্জ বসাতে আসবে, কাজেই তাদের রেঞ্জের মধ্যেই পাওয়া যাবে। সবাই দেখছে কভেটটাকে। শ্লথ গতিতে অগভীর পানির ভিতর দিয়ে পথ করে ব্রেকওয়াটারের দিকে আসছে ওটা।

মেশিনগান রেঞ্জের বাইরে থেমে গেল নৌযানটা। ওটার একপাশ থেকে কালো পোশাক পরা চারজন ডুবুরি নামল পানিতে। তাদের হাতে কয়েকটা করে ডেপথ চার্জ ধরিয়ে দেওয়া হলো। ডুব দিল লোকগুলো। তারা রেঞ্জের অনেকটা ভিতরে আসবার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর মেশিনগানের নল এদিক ওদিক ঘুরিয়ে পানিতে একটানা গুলি করতে শুরু করল। আন্দাজ করে নিচ্ছে তাদের যাত্রাপথ। প্রথম পশলা গুলিতে কোনও কাজ হলো না। কিন্তু পরেরবার ব্যর্থ হলো না রানা।

পানি ফুটতে শুরু করল হঠাৎ। ছিটকে উঠল চার ডুবুরির

ছিন্নভিন্ন লাশ। প্রায় একই সঙ্গে ফেটেছে চারটে ডেপথ চার্জ। টন টন পানি পঞ্চাশ ফুট উঁচু ফোয়ারার মতো লাফিয়ে উঠল। মাঝখানে সৃষ্টি হলো বিরাট একটা গর্ত। তারপর চারদিক থেকে পানি ছুটে এলো গহ্বরটা পূরণ করতে। একটা বৃত্ত রচনা করে বিরাট একটা ঢেউ উঠল, ছড়িয়ে পড়ছে। অগভীর পানিতে বিস্ফোরণ হওয়ায় শকওয়েভটা প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করেছে কভেটকে। একদিকে কাত হয়ে গেল ওটা, পানি উঠতে শুরু করেছে ওটার ডেক-রেইলিং টপকে। খানিকক্ষণ টালমাটাল করে আবার সিধে হলো কভেট, ডুবল না। তবে ওটায় এতো বেশি পানি ঢুকে পড়েছে যে, দোলাটা এখন আগের চেয়ে অনেক ধীর।

বেশিক্ষণ ওটা ভাসতে পারবে বলে মনে হলো না রানার। কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলছে। গর্জন করছে জোরাল বাতাস। পানিতে বড় বড় ঢেউ উঠছে, মাথায় সাদা ফেনা নিয়ে ছুটে এসে সজোরে আঘাত করছে কভেটটাকে।

প্রথমে রানা আওয়াজটা শুনতে পায়নি, তারপর একই সঙ্গে শুনতে এবং দেখতে পেল। পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে বাতাসের একটা টানেল আসছে। প্রকাণ্ড একটা ঘূর্ণি। প্রচণ্ড আওয়াজ করছে। তার উপর দিয়ে গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল রানা, 'ভেতরে চলুন সবাই।'

ইউনিস আর তরুণ ডক্টর রবিন্সকে তুলে নিয়ে রানার নির্দেশে নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে ছুটল। তারা যাচ্ছে তাদের পিছনে। সবার শেষে আছে রানা আর পলা। ওরা সিঁড়িঘরে ঢুকবার পাঁচ সেকেন্ড পরই বড় বড় ফোঁটায় অঝোর ধারায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পরক্ষণেই এলো বাতাসের প্রথম ঝাপটা, গতি ঘণ্টায় কমপক্ষে একশো মাইল। বিজলি চমকাচ্ছে। চট করে ইউনিসের কথা মনে হলো রানার, সত্যিই লোকটা ঝড় ডেকে আনেনি তো? হাসল নিজের মনেই। ব্যাপারটা কাকতালীয়। কিন্তু এই ফেব্রুয়ারি মাসেও হঠাৎ করে ঝড় এসেছে, এটা স্বীকার করতে হলো ওকে।

ঘরের ভিতর বসল ওরা। বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে গায়ে। কেউ কথা বলছে না। সবাই যার যার চিন্তায় মগ্ন। এরপর কী হবে ভাবছে।

পুরো দেড় ঘণ্টা একনাগাড়ে ঝড় চলল, তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল সব। নীরবতাটাই যেন কানের উপর একটা অত্যাচার হয়ে দেখা দিল। অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছে চারপাশ। দক্ষিণ হেমিস্ফেয়ারে ঘড়ির কাঁটার মতো একই দিকে বয়ে যায় ঝড়, কিন্তু উত্তর হেমিস্ফেয়ারে বয়ে যায় ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে, বাইরের দিকে বাতাসের প্রচণ্ডতা থাকে অনেক বেশি। রানা ভাবল, ইউনিস তার ভুড়ুর কারসাজির মাধ্যমে হারিকেনের গতিপ্রকৃতি যেহেতু বদল করতে পারবে না, কাজেই ঝড়ের শেষ অর্ধেক যে-কোনও সময় আঘাত হানবে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। ঝড়ের প্রথম অর্ধেক কী ক্ষতি করেছে দেখতে বের হলো রানা। আবছা ভাবে ড্রামের আওয়াজ শুনতে পেল। জঙ্গলের ভিতর বাজছে ড্রাম। তালটা ক্রমেই দ্রুত হচ্ছে। ধসে যাওয়া দুর্গ-প্রাচীরের কাছ থেকে লেগুনের দিকে তাকাল রানা। কভেটটা এখনও আছে লেগুনের অগভীর পানিতে। কিন্তু আস্ত আর নেই। মাঝখান থেকে দু'টুকরো হয়ে গেছে ব্রেকওয়াটারে ধাক্কা খেয়ে। সৈকতে কাউকে দেখা গেল না, সম্ভবত ঝড়ের সময় বড় বড় ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে গেছে কভেটের ক্রুরা। দূরের সাগরের দিকে তাকাল রানা। চরে আটকা পড়া পেট্রল-বোটটা ডুবে গেছে, কোথাও দেখা গেল না ওটাকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ইউনিস, চেহারাটা জ্বলজ্বল করছে। ভ্রূ নাচাল রানার দিকে চেয়ে। 'খবর জানেন, মিস্টার রানা?' হাসছে সে। 'কর্নেল হুয়ান ম্যারোন আর নেই। মেজর চিপ কাপোলার নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থান করেছে আর্মি, তাদের হাতে খুন হয়ে গেছে কর্নেল। আমেরিকান আর্মি ডেলিগেটদের পিটিয়ে

আধমরা করে কাপড়জামা খুলে নিয়ে তাদেরই প্লেনে তুলে দেওয়া হয়েছে, ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেছে তারা। সৈন্যদের নিরস্ত্র করে কপ্টারে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারাও ফিরে চলেছে এখন আমেরিকার কোনও বন্ধুরাষ্ট্রের দিকে।'

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল আবি ইউনিস, হাত তুলে তাকে থামাল রানা। 'এতো খবর জানলেন কোথায়, ওই ড্রাম খবর জানাচ্ছে?'

জঙ্গলের দিকে হাত তুলল আবি ইউনিস। 'হ্যাঁ, ওই যে, ড্রাম বাজছে। এই মুহূর্তে ঘোষণা করছে মেজর চিপ কাপোলা প্রেসিডেন্টের আনুগত্য স্বীকার করতে দুর্গের দিকে রওনা হয়ে গেছেন। আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। ঝড়ের বাকিটা আসবে দেড় ঘণ্টা পর। তার আগে নিরাপদেই আপনারা শহরে পৌঁছে যেতে পারবেন।'

বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুই করল না রানা, ঘড়ির দিকে তাকাল। তারা এসে দাঁড়াল ওর পাশে, গভীর বিশ্বাস নিয়ে বলল, 'সত্যি, রানা, এখন আবি ইউনিস যদি বলে পৃথিবী কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বর্গ হয়ে যাবে, তা হলে সেটাও আমি বিশ্বাস করব।'

পলা মৃদু হাসল।

পঁচিশ মিনিট পর। দুটো হেলিকপ্টার সাবধানে নামল দুর্গের গর্ত ভরা চত্বরের মধ্যে সমতল জায়গায়। সবাইকে আগেই সিঁড়িঘরে নিয়ে এসেছে রানা, মেশিনগান হাতে ঘর থেকে সাবধানে উঁকি দিল ও।

প্রথম কপ্টার থেকে নামলেন হালকা-পাতলা মেজর চিপ কাপোলা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে রানাকে পাশ কাটালেন প্রেসিডেন্ট রবিন্স। তিনি মরার ভয় পাচ্ছেন বলে মনে হলো না। এগিয়ে এসে চট করে তাঁর হাতটা ধরলেন মেজর কাপোলা, মাথা সামান্য

ঝুঁকিয়ে স্থানীয় ভাষায় কী যেন বললেন।

রানাকে দেখালেন আয়ান রবিন্স। 'উনি না থাকলে এ সম্ভব হতো না। বেশ কয়েকবার আমাকে বাঁচিয়েছেন উনি।'

রানার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল মেজর, ইংরেজিতে বলল, 'ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। সত্যিই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নিজের কাছেই মুখ দেখাতে পারতাম না আমি আমাদের প্রেসিডেন্টের কিছু হলে।'

আবি ইউনিস এক হাতে পলাকে আরেক হাতে রানাকে জড়িয়ে ধরল। 'তোমরা না থাকলে আজ আমরা কেউ বাঁচতাম না। কী করে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব আমি জানি না। মিস্টার রানা, পলা, তোমাদের দু'জনকে আমি যখন খুশি আমাদের এখানে অতিথি হতে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি। যখন খুশি। এমন আমন্ত্রণ সাধারণত আমরা কাউকে জানাই না। কিন্তু তোমাদের আমরা এখন থেকে নিজেদের লোক বলেই মনে করব।'

'ধন্যবাদ,' বলল পলা। 'কিন্তু আমি কিছুই করিনি। আমাকে যেমন নাচিয়েছে, তেমনি নেচেছি। যা করার করেছে দুঃসাহসী মাসুদ রানা।'

'বিনয় কোরো না,' বলল রানা। 'তোমার ক্রেডিট আমার চেয়ে একবিন্দুও কম না। কেউ ভাবতেও পারেনি তোমার পক্ষে এতো কিছু করা সম্ভব। রীতিমত মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি।'

রানার অকৃত্রিম প্রশংসা পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পলার মুখ।

'সত্যি আপনাদের দু'জনের তুলনা নেই,' বললেন আয়ান রবিন্স। 'আপনাদের মতো বন্ধু পেয়ে নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করছি।'

হাতের ইশারা করলেন মেজর কাপোলা। 'আসুন, সার, কপ্টারে উঠে পড়ুন সবাই। ঝড়ের বাকি ঝাপটা আসবার আগেই প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসে পৌঁছে যাব আমরা। কর্নেল হুয়ান

ম্যারোনের ক্যু ব্যর্থ হওয়ায় রেমন্ড হার্নান্দেজের পরিবারের সবাই আমেরিকানদের সঙ্গে চলে গেছে, প্যালেস এখন খালি।'

আবি ইউনিস আর তরুণ দুর্গের ফটক খুলে ড্র-ব্রিজ নামিয়ে দিয়েছে। লাফাতে লাফাতে, নাচতে নাচতে ভিতরে ঢুকছে আবি ইউনিসের অনুগত আদিবাসীরা। তাদের একজনের কাছে রেডিও আছে। বাজছে ওটা। রেডিওতে ঘোষণা করা হচ্ছে কর্নেল হুয়ান ম্যারোনের মৃত্যুসংবাদ। জনগণের বিরুদ্ধে তার কূটচাল ব্যর্থ হয়েছে। বারবার একই খবর দিচ্ছে সংবাদদাতা। তারপর শুরু হলো আবহাওয়া রিপোর্ট। দুঃখপ্রকাশ করে বলা হলো, আবহাওয়া স্যাটালাইটগুলো ঝড়টাকে সনাক্ত করতে না পারায় আগে থেকে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ঝড়ের বাকি ঝাপটা এক ঘণ্টার মধ্যেই আঘাত হানবে।

আবি ইউনিসের দিকে তাকাল রানা, সে করমর্দন করছে প্রেসিডেন্ট রবিন্সের সঙ্গে। জানাল দুর্গ মেরামত করতে এখানেই রয়ে যাবে সে। ডক্টর রবিন্স কথা দিলেন, এ-ব্যাপারে তাঁর পক্ষে সম্ভবপর সব ধরনের সাহায্যই করবেন তিনি।

আবি ইউনিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কপ্টারে উঠল রানা, পলা, তারা আর ডক্টর রবিন্স। সবার শেষে উঠলেন মেজর চিপ কাপোলা। খাতির করে ভিআইপি চারজনকে বসানো হলো আরামদায়ক সিটে। প্রেসিডেন্ট ও তারা ইরতিজা সামনে, পলা ও রানা পিছনে। আয়ান রবিন্সের হাতটা ধরে রেখেছেন মেজর কাপোলা, ইংরেজিতেই বললেন, 'সার, আপনাকে ফিরে পেয়ে মনে হচ্ছে সব ফিরে পেলাম।'

কপ্টার উঠতে শুরু করেছে। সিটে হেলান দিল রানা, একবার ভাবল, আবি ইউনিসের ভুডু কি সত্যিই বাস্তবে কাজ দেয়? ওই আমেরিকান মেজরটা মারা গেল কি মন্ত্রঃপুত পুতুলের জন্যই? আর এই ঝড়? চিন্তাটা পরক্ষণে মাথা থেকে দূর করে দিল

ও। কত কী রহস্য রয়েছে এই পৃথিবীতে, তার কতটুকুই বা জানে মানুষ!

পাশে বসা পলার দিকে চাইল রানা।

ওর কানে কানে পলা বলল, 'এইবার? এবার বোধহয় চলে যাবে, রানা?'

'আরও সাতদিন থাকব ভাবছি। তুমিও সাতটা দিন ছুটি নাও না, পলা?'

'আমার ক্যাসিনো তো এখন ধ্বংসস্তূপ। যতদিন না সব ঠিক হচ্ছে, ততদিন তো আমার ছুটিই।'

সবাইকে আড়াল করে রানার হাতে হাত রাখল পলা।

জঙ্গলের উপর দিয়ে শহরের দিকে উড়ে চলেছে ওদের কপ্টার। ঝড় আসতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি, ইউনিসের বক্তব্য অনুযায়ী। তার আগেই ওরা পৌঁছে যাবে শহরে।

***

Join The Group Today

fb.com/groups/

রানা এজেন্সী (আমরা মাসুদ রানার পাগলা ফ্যান)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

মরুকন্যা

কাজী আনোয়ার হোসেন

অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে মাসুদ রানা। শুরু হলো কুখ্যাত আর্কিওলজিস্ট পল ভিতেরার সঙ্গে শত্রুতা। এরপর ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার পালা, তবে ইজরায়েলি এজেন্ট মিরান আর নিশাকে কথা দিতে হলো পবিত্র একটা আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধারে তাদেরকে সাহায্য করবে।

পেরুর গভীর জঙ্গল থেকে নেপালের দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকা, মিশরের ঊষর মরুভূমি থেকে আফ্রিকান উপকূলের ছোট একটা দ্বীপ—প্রতিপক্ষ শত্রুরা তাড়া করে বেড়াচ্ছে ওকে। মুসা নবীর আর্কটা ওদের চাই-ই চাই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

সা. ই. (সাঈদ)
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

'বেঈমান'এর মতো একটি চমৎকার বই উপহার দেয়ার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। তবে প্রিন্সেস দামিনী কখন বিসিআইএর এজেন্ট হলো তা বুঝলাম না। খালিদের জন্যও কষ্ট পেয়েছি। পুরো বই পড়ে তাকে একজন মানসিক রোগী বলেই মনে হয়। সেবার সাথে আমার পরিচয় একবছরের বেশি সময় ধরে। আমি একজন কিশোর, অথচ পরিচয়ের পর থেকেই সেবার সব সিরিজই পড়ি। তবে প্রিয় সিরিজ হলো মাসুদ রানা। আমার মতে মাসুদ রানা সিরিজের সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি বই হলো: এক, 'আই লাভ ইউ ম্যান'। দুই, 'অগ্নিপুরুষ'। তিন, 'স্বর্ণখনি'। প্রথমোক্ত বই দুটি সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই দুটি বইয়ের মতো 'স্বর্ণখনি' বইটিও আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই। আমি যেন রানার সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছিলাম সীমাহীন নীল জলে। মহাসাগরের পটভূমিতে লেখা বইটি আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আচ্ছা, রানাকে কি আবারও মহাসাগরে চুবানো যায়? মানে বলছিলাম কী 'স্বর্ণখনি'র মতো আরেকটি বই কবে পাচ্ছি? লিখবেন তো ওরকম আরেকটি বই? সাথে ববি মুরল্যান্ডকে রাখবেন কিন্তু। অপেক্ষায় রইলাম।

❀ ঘুরে ফিরে কোনও না কোনও ভাবে সমুদ্র তো আসছেই। ববি মুরল্যান্ডও এসে যাবে এক সময়। খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

মোঃ শোয়েব হাসান (অনিক)
মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট।

পত্রের শুরুতে সেবার সবাইকে এবং সেবা-পরিবারের প্রধান, অর্থাৎ আপনাকে সালাম ও শুভেচ্ছা। অনেকদিন পরে আবার নিজ দেশের পক্ষে রানাকে লড়তে দেখলাম। বইটির বর্ণনা ও প্রচ্ছদ অসাধারণ। খালিদের ব্যথাটা আমাকে খুব কাঁদিয়েছে। অসাধারণ বইটির জন্য ধন্যবাদ।

● আপনার ভালো লেগেছে জেনে আমরা খুশি।

নিশাত তাসনিন ঝর্না, রুসনা

গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

প্রথমে সেবা প্রকাশনীর সবাইকে শুভেচ্ছা। এই মাত্র মাসুদ রানার নতুন বই 'বেঈমান' শেষ করলাম। খুব ভাল একটা বই 'বেঈমান'। তবে খালিদের জন্য দুঃখ হয়েছে। খুনে রোগে যদি তাকে না ধরত তা হলে সে-ও হয়তো বিসিআইয়ের এক অমূল্য রত্ন হতে পারত।

সুন্দর বই এবং নজরকাড়া প্রচ্ছদের জন্য আপনাকে এবং বিপ্লব আঙ্কেলকে ধন্যবাদ।

● ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম।

মোঃ আফজাল হোসেন

টিলাগড়, সিলেট।

সালাম ও শুভেচ্ছা নেবেন। দেশ প্রেমের উপর লেখা মাসুদ রানার নতুন বই 'বেঈমান' ও রিপ্রিন্ট বই 'প্রিন্সেস হিয়া' পড়লাম। ভাল লাগল বইদুটি পড়ে। এরকম বই আরও চাই। সাথে দু'খণ্ড বা তিন খণ্ডের বই বের হলে আরও ভাল হয়।

একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। আপনি কি শাহেদ ইকবাল নামের কাউকে চেনেন বা চিনতেন? তিনি কি আপনাকে 'শয়তানের যোগব্যায়াম' নামের কোনও বই উপহার দিয়েছিলেন, যাতে ওঁর অটোগ্রাফ ছিল?

● আমার স্মৃতিশক্তি বরাবরই দুর্বল। এই বয়সে আরও কমেছে।

মিসেস তারানা ইসলাম

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মাসুদ রানার নতুন বই 'বেঈমান' পড়লাম। রানাকে দেশের বিপদে আরেকবার মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে ভাল লাগল। তবে বইটির একটি বিষয় আমি বুঝতে পারিনি। খালিদ কি এতোই বুদ্ধিমান আর কৌশলী যে বিসিআইয়ের এজেন্টদের ফাঁকি দিয়ে স্বয়ং বিসিআই চিফ রাহাত খানকে হত্যা করে ফেলতে পারে? যেকারণে রাহাত খানের মোমের মূর্তি তাঁর ডেস্কে সাজিয়ে রাখতে হয়? আমার তো মনে হয় চিফ তাঁর এজেন্টদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন, শুধু রানা আর সোহেল ছাড়া। এটা কীভাবে হয়?

● বেঈমান ভালো লেগেছে জেনে আমাদের ভালো লাগছে। ...আপনি বিসিআই অফিসের গার্ড আর এজেন্টের দায়িত্ব গুলিয়ে ফেলেছেন। মেজর

জেনারেল রাহাত খানকে পাহারা দেওয়া এজেন্টদের কাজ নয়, সেজন্য আলাদা গার্ড রয়েছে। খালিদ ছিল ভিতরের লোক, একজন অত্যন্ত দক্ষ এজেন্ট–গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে তার পক্ষে চিফের অফিসে ঢুকে পড়া মোটেই কঠিন ছিল না। সেই কারণেই ওই সতর্কতার প্রয়োজন পড়েছিল। বুঝতেই পারছেন, যে-লোক গার্ডদের বোকা বানিয়ে, কারও কোনও সন্দেহ না জাগিয়ে রানার ফ্ল্যাটে বোমা ফিট করতে পারে, তার পক্ষে কী না সম্ভব।

মোঃ ফাহিতুল ইবনে জাহিদ (জনি)

টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, দিনাজপুর।

'চরস দ্বীপ' পড়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য চিঠি না লিখে পারলাম না। মারাত্মক রকম ভাল লেগেছে নাদিরা বুলবুলির চরিত্র। আমি রানার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি ২০০২ সালে। কিন্তু ওকে আগে নিয়মিত সময় দিতে পারিনি। এখন আমি মাসুদ রানার একজন নিয়মিত পাঠক। এবার দুটি প্রশ্ন: এক, কোন্ বইয়ে প্রথমে সোহানার সঙ্গে রানার পরিচয় হয়? দুই, নাদিরা বুলবুলিকে নিয়ে আরও কোনও বই কি আছে?

✿ প্রথম প্রশ্নের উত্তর : নীল আতঙ্ক। দ্বিতীয় না। চরস দ্বীপ ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

মোঃ মনজুরুল ইসলাম

ফেনী।

আমার শুভেচ্ছা নিন। গত তিনদিনে শেষ করলাম 'স্বর্ণদ্বীপ' ও 'ইশকাপনের টেক্কা' বই দুটো। এর কয়েকদিন আগে শেষ করেছি 'সুমেরুর ডাক'। এখন নিয়ে বসলাম 'ক্রাইম বস্' বইটি। 'স্বর্ণদ্বীপ' ও 'সুমেরুর ডাক' বই দুটিতে অনেকটা মিল আছে। যেমনঃ 'স্বর্ণদ্বীপ'এ মিস্টার গোলডা এবং 'সুমেরুর ডাক' বইয়ের ড. হারুণ হাবীবের রহস্যময় চরিত্র দুটির মধ্যে অনেকখানি মিল। তবে উপভোগ্য দুটিই। ওয়েন ও হাশেমি চরিত্র দুটিও ভাল লেগেছে। কিন্তু ওয়েনের মৃত্যুতে কষ্ট পেয়েছি। তাকে কি বাঁচানো যেত না?

আর 'ইশকাপনের টেক্কা' এক কথায় অসাধারণ লেগেছে। এধরনের একটি রোমাঞ্চপূর্ণ বই উপহার দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেকদিন যাবত রানা ও সোহানাকে একসঙ্গে পাচ্ছি না। শীঘ্রিই তাদের চাই।

এলাকায় আমরা একটা দল গড়ে তুলেছি। নাম এম আর নাইন ফ্যানস ক্লাব। সদস্যদের নাম মাসুদ রানার বইগুলোর চরিত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক কাজ করা। আমাদের লাইব্রেরি তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে।

আমি এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তাই সবার কাছে দোয়া চাই।

✿ দোয়া রইল।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব কটি সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২৩/৫/০৫ ভূতুড়ে শহর (তিন বন্ধু/প্রজা/DD) রকিব হাসান

বিষয়: গোল্ডেন ডোর সিটি। ভয়ঙ্কর এক মৃত্যুপুরী। রাত দুপুরে শোনা যায় অদ্ভুত চিৎকার। মাথার অনেক উপর থেকে ভেসে আসে বড় বড় ভ্যাম্পায়ার-বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ, মাটির নীচ থেকে যেন চুইয়ে উপরে উঠে আসে প্রেতের চাপা গোঙানি। কারিনা ভাবে, সব তার কল্পনা। কিন্তু পরিত্যক্ত জেটির কাছে লাইটহাউসের ভূত যখন তার ছোট ভাইটাকে তুলে নিয়ে গেল, বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো কারিনা। নিকুকে উদ্ধারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দা ও প্রিন্সেস রোডালিন ওয়ারনার। মুসাকে নিয়ে সাগরে ডুব দিল কিশোর। নড়ে উঠল ক্যাপ্টেনের কঙ্কাল।

২৩/৫/০৫ আবার অশুভ সঙ্কেত+নেকড়েমানবী (হরর ভলিউম) অনীশ দাস অপু

বিষয়: আবার অশুভ সঙ্কেত: 'অশুভ সংকেত' কাহিনীর ডেমিয়েনকে মনে আছে, পাঠক? শয়তান-পুত্র ডেমিয়েন, শেয়ালের পেটে যার জন্ম। পৈশাচিক ক্ষমতা অর্জন করে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল ডেমিয়েন। 'শেষ অশুভ সংকেত' গ্রন্থে তার করুণ পরিণতির কথাও পাঠকদের জানা। তবে শয়তানের অনুসারীরা হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তাদের কুৎসিত চক্রান্তের শিকার হলো অসহায় এক তরুণী। তার গর্ভে জন্ম নিল ডেমিয়েনের উত্তরসুরি। এবার কি সত্যি কেয়ামত নেমে আসবে পৃথিবীতে?

নেকড়ে মানবী: ভয় পেতে ভালবাসেন আপনি? পছন্দ করেন গা ছমছমে রোমহর্ষক হরর গল্প? তা হলে নেকড়ে মানবীকে নিয়ে বসে যান। ভয় আর আতঙ্কের রাজ্যে প্রবেশের সুবর্ণ সুযোগ বারবার আসে না, পাঠক।

আরও আসছে

২৯/৫/০৫ রহস্যপত্রিকা (২১ বর্ষ ৮ সংখ্যা) জুন, ২০০৫

২/৬/০৫ ট্রেইন ডাকাতি (তিন গোয়েন্দা/কিশোর থ্রিলার) শামসুদ্দীন নওয়াব

২/৬/০৫ কুমেরু রহস্য (জুল ভার্ন) জুল ভার্ন/সায়েম সোলায়মান